যোগাযোগ

নাটক

যোগাযোগ

নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ : রবীন্দ্রবীক্ষা ৫ : ফাল্গুন ১৩৮৬
গ্রন্থাকারে প্রকাশ : পৌষ ১৪০২

সংকলন ও সম্পাদন
শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক

© বিশ্বভারতী ১৯৯৫

ISBN-81-7522-064-3

প্রকাশক শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
মুদ্রক শ্রীশুদ্ধব্রত দেব
প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বি বেলেঘাটা রোড। কলিকাতা ১৫

পাত্র-পাত্রী

বিপ্রদাস
মধুসূদন
দেওয়ানজি
ঘটক
অখিল
নবগোপাল
মোতিলাল
নবীন
কেদার
বেঙ্কট
মুরলী

কুমুদিনী
মোতির মা
শ্যামাসুন্দরী
ফুট্‌কি
ক্ষেমাপিসি

প্রথম অঙ্ক

বিপ্রদাস। কুমু, জানলার কাছে সমস্ত সকাল একলা বসে কী করছিস, বোন? মানিকতলার তেলকলের বাঁশি শুনছিস? আর দেখছিস[১] ওই রাস্তার ধারে জলের কলের কাছে হিন্দুস্থানী মেয়ের সঙ্গে উড়ে বামুনের ঝগড়া!

কুমুদিনী। দাদা, আমি ভাবছি কলকাতাটা কী ভয়ানক বড়ো, আর আমি তার এক কোণে কতই ছোটো!

বিপ্রদাস। কলকাতা যে অচেনা, তাই তো এর বড়োর বড়াই রে[২]। ওকে হৃদয় দিয়ে ঘিরে নিতে পারি নি রে বোন, পারি নে[৩]। আর আমাদের সেই নুরনগরের পৈতৃক ভিটে, সে এর চেয়ে কত ছোটো কিন্তু[৪] কত বড়ো। সেই যে পুব আকাশের দিগন্তে ঘন বন, সেই যে ধানের খেত পেরিয়ে বালুর চর, চর পেরিয়ে নীল জলের রেখা, কাশবন, বন-ঝাউয়ের ঝোপ, গুণ টানার পথ, জেলের নৌকোর খয়েরি রঙের পাল, বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে গোপীনাথজির মন্দির-চুড়ো, সেই আমাদের নীল-আকাশ-ভরা শ্যামল নুরনগর, সে কত বড়ো কিন্তু কত আপন।

কুমুদিনী। কচি ছেলের কাছে মা যত বড়ো সে আমাদের ততই বড়ো, তবুও সে নিতান্ত সহজ আমাদের কাছে, নিতান্ত আপনার[৫]।

বিপ্রদাস। আর এই কলকাতাটা কোন্ দৈত্য-ইস্কুলের ক্লাসে ময়লা আকাশের বোর্ডের উপর জিয়োমেট্রির খোঁচা-ওয়ালা আঁক-কাটা প্রব্লেম। কিন্তু ভয় করলে চলবে না কুমু।

কুমুদিনী। করব না ভয়।

বিপ্রদাস। এই শক্ত প্রব্লেম নিয়েই পরীক্ষা পাস করতে হবে।

কুমুদিনী। নিশ্চয় পাস করব তোমার আশীর্বাদে[৬]। শক্তকেই জোরের সঙ্গে মেনে নেব। তুমি[৭] আমার জন্য ভেবো না দাদা।

বিপ্রদাস। কী জানিস,[৮] আমাদের বাপ-দাদার ছিল সেকেলে নবাবি চাল। আতসবাজির মতো সেদিনকার ঐশ্বর্যের ঝলক তাঁরা শূন্যে মিলিয়ে শেষ করে দিয়ে গেছেন। আমাদের জন্যে রেখে গেলেন পোড়া ঐশ্বর্যের ঋণের অঙ্গার। ওইটে সাফ করে যেতে হবে। ভালোই হয়েছে, কুমু, সেকালের বাবুগিরির নোংরা উচ্ছিষ্ট ভোগ করতে আমরা আসি নি। কী বলিস কুমু?

কুমুদিনী। হাঁ দাদা, ভালোই হয়েছে।

বিপ্রদাস। আমরা সহ্য করতে জয় করতে এসেছি। ভোগ করতে আসি নি। সেই দেউলে সেকাল, সেই ভূতে পাওয়া হানাবাড়ি, তার চেয়ে অনেক ভালো এই পাষাণী কলকাতার নীরস অনাদর।

কুমুদিনী। ভালো, ভালো,[৯] ঢের ভালো। দাদা, তুমি ভাবছ আমাদের চিরদিনের ভিটে ছেড়ে এসে আমি কষ্ট পাচ্ছি— তাই মাঝে মাঝে আমাকে সাহস দিতে চাও! কিন্তু

কষ্ট পেলেই বা কী! আমার ঠাকুর আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন, তিনি আমাকে ভুলতে দেবেন না বলেই। আমি ঐশ্বর্যের কাঙাল নই। আমি চাই তাঁকেই, আমার প্রাণের ঠাকুরকে[১]। কিন্তু দাদা, আমাকে একটি কথা দিতে হবে।

বিপ্রদাস। কী বল্ কুমু।

কুমুদিনী। তুমি যখন কোনো দুঃখ পাবে আমার কাছে লুকোতে পারবে না। তোমার দুঃখের ভাগ নেব আমি; ঐশ্বর্যের ভাগ নাই-বা রইল!

বিপ্রদাস। আচ্ছা, তাই হবে।

কুমুদিনী। তা হলে এখনি তার প্রমাণ দাও।

বিপ্রদাস। হাতে হাতে তোর জন্যে দুঃখ বানাতে হবে নাকি?

কুমুদিনী। না, বানাবার দরকার নেই। আমি জানি আজ তোমাকে ব্যথা লেগেছে। আমার কাছে তুমি লুকোতে পারবে না।

বিপ্রদাস। আমার ব্যথার হাল খবরটা নাহয় তোর কাছ থেকেই শুনে নিই।

কুমুদিনী। আজ বিলেতের ডাকে তুমি ছোড়দাদার[২] কাছ থেকে চিঠি পেয়েছ, সেই চিঠিতে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে।

বিপ্রদাস। তুই আমার সুখদুঃখের ব্যারোমিটার হয়ে উঠলি দেখছি।

কুমুদিনী। না দাদা, কথাটা উড়িয়ে দিয়ো না।

বিপ্রদাস। তাই তো বটে। প্রতিদিনের যত কাঁটা খোঁচা সবই তোর জন্যে জমিয়ে রাখতে হবে? এমন ভীষণ দাদাগিরি নাই-বা করলেম।

কুমুদিনী। আমাকে তুমি ছেলেমানুষ বলেই ঠিক করেছ। সত্যিই ছিলুম ছেলেমানুষ, নূরনগরে যতদিন পূর্বপুরুষের জীর্ণ ঐশ্বর্যের আওতায় ছিলুম। তার ভিত ভাঙতেই আজ[৩] একদিনেই যেন আমার বয়স বেড়ে গেছে। আজ আমাকে স্নেহের আড়ালে ভুলিয়ে রেখো না, আজ তোমার দুঃখের অংশ আমাকে দাও, তাতেই আমার ভালো হবে। বলো, ছোড়দাদা কী লিখেছেন।

বিপ্রদাস। সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, অত টাকা দেবার শক্তি আমার নেই।

কুমুদিনী। দাদা, একটা কথা বলি, রাগ করবে না বলো।

বিপ্রদাস। রাগ করবার মতো কথা হলে, রাগ না করতে পারলে যে দম ফেটে মরব।

কুমুদিনী। না দাদা, ঠাট্টা নয়। শোনো আমার কথা। মায়ের গয়না তো আমার জন্যে আছে, তাই নিয়ে—

বিপ্রদাস। চুপ, চুপ, তোর গয়নাতে কি আমরা হাত দিতে পারি?

কুমুদিনী। আমি তো পারি।

বিপ্রদাস। না, এখন তুইও পারিস নে। থাক্ সে-সব কথা। যা, তোর সংস্কৃত পড়া তৈরি করতে যা, অনেকদিন পড়া কামাই গেছে।

কুমুদিনী। না দাদা, 'না' বোলো না, আমার কথা রাখতেই হবে।

বিপ্রদাস। মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবি তুই? তোর শাসনে 'না'কে 'হাঁ' করতে হবে?

কুমুদিনী। আমার গয়না সার্থক হোক, দিক তোমার ভাবনা ঘুচিয়ে।

বিপ্রদাস। সাধে তোকে বলি বুড়ি! তোর গয়না নিয়ে আমার ভাবনা ঘোচাব আমি, এমন কথা ভাবতে পারলি কোন্ বুদ্ধিতে? ওই-যে দেওয়ানজি আসছেন।

কুমুদিনী। আমি তা হলে যাই।

বিপ্রদাস। না, যাবি কেন? এখন থেকে সব কথা তোর সামনেই হবে।

দেওয়ানজির প্রবেশ

বিপ্রদাস। ভূষণ রায় করিমহাটি তালুক পত্তনি নিতে চেয়েছিল, না? কত পণ দেবে?

দেওয়ানজি। বিশ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে।

বিপ্রদাস। একবার ভূষণ রায়কে তলব দিয়ে পাঠাও। কথাবার্তা কইতে চাই।

দেওয়ানজি। বিশেষ কি তাড়া আছে?

বিপ্রদাস। তুমি তো জান সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে।

দেওয়ানজি। তিনি তো ছেলেমানুষ নন, বুঝবেন না কি টাকা না থাকলে টাকা দেওয়া যায় না?

বিপ্রদাস। সুবোধ দূরে গিয়ে পড়েছে। দরদ দিয়ে বোঝবার এলেকা সে পেরিয়ে গেছে, বোঝাতে চেষ্টা করলে দ্বিগুণ অবুঝ হয়ে উঠবে— ভালো ফল হবে না।

দেওয়ানজি। বড়োবাবু, একটা কথা ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। মধুসূদন ঘোষাল হঠাৎ গায়ে পড়ে আমাদের চাটুজ্জেগুষ্টির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এল, আমাদের সব দেনা এক ক'রে এগারো লাখ টাকা কম সুদে তোমাকে ধার দিলে, একদিন হঠাৎ তার অপঘাত এসে পড়বে আমাদের ঘাড়ের উপর, তার জন্যে তো সময় থাকতে প্রস্তুত হতে হবে।

বিপ্রদাস। অপঘাতের জন্যে দশ-বিশটা ডাণ্ডা ওঁচানো ছিল দশ-বিশ জন মহাজনের হাতে। তার জায়গায় একখানা মোটা ডাণ্ডা এসে ঠেকেছে কেবল ওই ঘোষালের হাতে। আগেকার চেয়ে এতে কি বেশি ভাবনার কারণ ঘটেছে?

দেওয়ানজি। তবে শোনো, সে তোমার জন্মের আগেকার কথা, স্বর্গীয় কর্তাবাবুর দপ্তরে তখন আমি মুনশিগিরিতে সবে ভর্তি হয়েছি। সেই সময়ে চাটুজ্জে[1] আর ঘোষাল বংশে ভীষণ কাজিয়া বেধে গেল কার্তিক মাসে বিসর্জনের মিছিল নিয়ে। দু-পাঁচটা খুনোখুনি হয়ে গেল। তারই মকর্দমায় ঘোষালরা উচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। সেই বংশের ছেলে মধুসূদন একদিন রজবপুরে পাটের আড়তে আট টাকা মাইনের মুহুরিগিরিতে ঢুকে আজ ক্রোড়পতি হয়ে উঠেছে, সে হঠাৎ তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা করতে আসে কেন?

বিপ্রদাস। সে তো বহু পুরোনো ইতিহাসের কথা।

দেওয়ানজি। বড়োবাবু, তোমার সরল মন, এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না— তোমরা মেরেছিলে, ওরা মার খেয়েছিল। তোমাদের ইতিহাস ফিকে হয়ে এসেছে, কিন্তু ওদের ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা।

বিপ্রদাস। তা হতে পারে, কিন্তু কী[2] পরামর্শ দাও শুনি।

দেওয়ানজি। তুমি যে ছোটোবাবুর খেয়ালে আজ তালুক বিকিয়ে দিতে বসেছ সেটা ভালো কথা নয়— সমস্তই হাতে রাখতে হবে শেষ মারটা ঠেকাবার জন্যে। চুপ করে রইলে যে। কথাটা মনে নিচ্ছে না! তোমরা হচ্ছ রাজার বংশের ছেলে, আমরা মন্ত্রীর বংশের। বরাবর দেখে আসছি— যে ডালে দাঁড়াও সেই ডালে তোমরা কোপ মার, আর আমরা তলায় দাঁড়িয়ে বৃথা দোহাই পাড়ি। তোমাদেরই সর্বনেশে জেদ বজায় থাকে। শেষকালে ধুপ্‌ করে ঘাড়ে এসে পড় ওই হতভাগা মন্ত্রীর ছেলেরই।

বিপ্রদাস। সুবোধ যখন এমন কথা লিখতে পেরেছে যে সম্পত্তিতে তার অর্ধেক অংশ বেচে তাকে টাকা পাঠাতে হবে, তখন এর চেয়ে বড়ো আঘাতের কথা আমি ভাবতে পারি নে। আমার সম্পত্তি আর তার সম্পত্তিতে আজ তার ভেদবুদ্ধি ঘটল! এক দেহকে দু ভাগ করবার কথা আজ সে ভাবতে পারলে! এ নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চাই নে— আমি চললুম। এখনো আমার সকালবেলার অনেক কাজ বাকি আছে[১]। [প্রস্থান

কুমুদিনী। কাকাবাবু, ছোড়দাদা এমন চিঠি কী করে লিখতে পারলেন?

দেওয়ানজি। সে কথা ভেবে লাভ কী মা! দুঃখ যার সহ্য করবার মহত্ত্ব আছে, ভগবান তারই ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা করেন। তোমার দাদা দুঃখ পাবেন জানি, কিন্তু হারবেন না সেও জানি।

কুমুদিনী। কাকাবাবু, মায়ের দেওয়া আমার গয়না তোমারই তো জিম্মেয় আছে। সেইগুলো বেচে তুমি দাদাকে ভাবনা থেকে বাঁচাও-না।

দেওয়ানজি। সর্বনাশ! তাঁর মনকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় তাকে কি আরো আগুন করে তুলতে হবে? শান্তিরক্ষা করার সহজ উপায় এ নয় মা।

কুমুদিনী। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে সংকটের দিনে কি কিছুই করতে পারি নে, কেবল কেঁদেই মরতে পারি?

দেওয়ানজি। সে কী কথা! দুঃখের দিনে তোমার দাদাকে তুমি যে সান্ত্বনা দিচ্ছ গয়না দেওয়ার সঙ্গে তার[২] কি তুলনা হয় মা? চোখ জুড়িয়ে আজ তুমি যে তাঁর সামনে আছ এই তো পরম সৌভাগ্য। বিধাতা আমাদের সর্বস্ব নিতে পারেন, কিন্তু তোমার দাদার সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে তিনি তোমারই হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন, সে কথা তুমি বুঝবে কী করে?

কুমুদিনী। এ কথা কাউকে বলি নি, আজ তোমাকেই বলছি, কাকাবাবু, জানি নে কেন কেবলই আমার মন বলছে আমারই আপন ভাগ্যে আমিই আমার দাদাকে রক্ষা করব— সেইজন্যেই এই সর্বনাশের দিনে আমি জন্মেছি। নইলে আমার কী দরকার ছিল এই সংসারে।

দেওয়ানজি। তোমার মুখখানি দেখলেই বুঝতে পারি মা, লক্ষ্মী আমাদের ঘরে বিদায় নেবার সময় তোমাকেই তাঁর প্রতিনিধি রেখে দিয়ে গেছেন। সব অভাব দূর হবে।

কুমুদিনী। পরশুদিন যখন দাদার মুখ বড়ো শুকনো দেখেছিলুম, আমি থাকতে পারলুম না, ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরকে বললুম— আমাদের দুঃখের দিন শেষ হল এই কথাটি

বলো তুমি, প্রসন্ন যদি হয়ে থাক তবে তোমার পায়ে যেন আজ অপরাজিতার একটি ফুল দিয়ে প্রণাম করতে পারি। থালা থেকে চোখ বুজে নানা ফুলের মধ্যে[১] যেই একটি ফুল তুলে নিলেম— দেখি সেটি অপরাজিতা। সেই দিন থেকে আমার বাঁ চোখ নাচছে। ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে দাদাকে এই সুখবরটা দিই। কিন্তু দাদা যে এ-সব কিছুই মানেন না, তাই বলতে পারলুম না। কাকাবাবু, তুমিও কি ঠাকুর মান না?

দেওয়ানজি। সে কী কথা মা! যে ঠাকুর তুমি আর তোমার দাদার মতো মানুষ গড়েছেন তাঁকে মানব না এত[২] অসাড় কি আমার মন?

কুমুদিনী। দাদা শুনলে হেসে বলবেন এ সমস্তই রূপকথা— কিন্তু কাল রাত্রে অরুন্ধতী তারার দিকে চেয়ে যখন বসে ছিলেম[৩], আমি যেন বুকের মধ্যে শুনতে পেলেম দূরের রথের শব্দ— অন্ধকারের ভিতর দিয়ে রাজা আসছেন, আমাকে গ্রহণ করবেন, সব দুঃখ দূর করবেন। কাকাবাবু, দুটি পায়ে পড়ি আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো।

দেওয়ানজি। খুব বিশ্বাস করি। আমি যে কিনু আচার্যির কাছে বর্ষফল গণনা করাতে[৪] গিয়েছিলেম, তিনি কুষ্ঠি দেখে বললেন তুমি রাজরানী হবে, আর দেরি নেই। তবে যাই মা— আমার কাজ আছে।

[প্রস্থান

কুমুদিনী। বনমালী! ও বনমালী!

বনমালী ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। কী দিদিমণি!

কুমুদিনী। ওই-যে ভিখিরি যাচ্ছে। একটু থামতে বল্— আমার একখানা কাপড় নিয়ে আসি, ওকে দিতে হবে। আমার হাতে আজ কিছু নেই।

বনমালী। আমার কাছে আছে, আমি কিছু দিয়ে দিচ্ছি, কাপড়খানি কেন নষ্ট করবে?

কুমুদিনী। তুই[৫] দিলে আমার তাতে কী? তুই জানিস নে ওই ভিক্ষুকের কাছেও আমি ভিক্ষুক— ওর আশীর্বাদে আমার দরকার আছে!

[প্রস্থান

বিপ্রদাসের প্রবেশ

বিপ্রদাস। বনমালী!

বনমালী। আজ্ঞে!

বিপ্রদাস। খবর পাঠিয়েছে কে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে[৬], ডেকে দে তো।

বনমালীর প্রস্থান ও ঘটককে নিয়ে পুনঃপ্রবেশ

ঘটক। নমস্কার।

বিপ্রদাস। কে তুমি?

ঘটক। আজ্ঞে, কর্তারা আমাকে খুবই চিনতেন— আপনারা তখন শিশু। আমার নাম নীলমণি ঘটক, গঙ্গামণি ঘটকের পুত্র।

বিপ্রদাস। কী প্রয়োজন?

ঘটক। পাত্রের খবর নিয়ে এসেছি, আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।

বিপ্রদাস। কে বলো তো?

ঘটক। বিশেষ করে পরিচয় দেবার দরকার হবে না— স্বনামধন্য লোক।

বিপ্রদাস। শুনি কী নাম?

ঘটক। রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষাল।

বিপ্রদাস। মধুসূদন!

ঘটক। ওই-যে আলিপুরে লাটসাহেবের বাগানবাড়ির এক পাড়াতেই মস্ত তিনতলা বাড়ি যাঁর।

বিপ্রদাস। তাঁর ছেলে আছে নাকি?

ঘটক। আজ্ঞে না, তিনি অবিবাহিত। আমি তাঁর কথাই বলছি।

বিপ্রদাস। তাঁর সঙ্গে বয়সের মিল আছে এমন মেয়ে আমাদের ঘরে নেই।

ঘটক। পুরুষ মানুষের বয়েস, ওটা তুচ্ছ কথা। ঐশ্বর্যে বয়েস চাপা পড়ে যায়। এ কথা জোর করেই বলব এমন পাত্র সমস্ত শহরে আর একটি মিলবে না।

বিপ্রদাস। কিন্তু পাত্রী তো মিলবে না আমার ঘরে।

ঘটক। ভেবে দেখবেন, আমাদের[১] রাজাবাহাদুর এবার বছর না পেরোতেই মহারাজা হবেন, এটা একেবারে লাটসাহেবের নিজ মুখের কথা, পাকা খবর।

বিপ্রদাস। তুমি তাঁদের ওখান থেকে কথা নিয়ে এসেছ নাকি?

ঘটক। তাঁর মতো লোকের তো ভাবনা নেই, ভাবনা আমাদেরই। এ শুধু আমার ব্যাবসার কথা নয়, এ আমার কর্তব্য— সৎপাত্রের জন্যে উপযুক্ত পাত্রী জুটিয়ে দেওয়া একটা মস্ত শুভকর্ম।

বিপ্রদাস। কর্তব্যের কথাটা আরো অনেক আগে চিন্তা করলেই ভালো করতে। এখন সময় পেরিয়ে গেছে।

ঘটক। সময় আমাদের হাতে নেই, আছে গ্রহদের হাতে। তাঁদেরই চক্রান্তে এতদিন পরে রাজাবাহাদুরের মাথায় ভাবনা এসেছে যে, যখন মহারাজ পদবির সাড়া পাওয়া গেল তখন মহারানীর পদটা আর তো খালি রাখা চলবে না। আপনাদের গ্রহাচার্য বেচারাম ভট্চাজ দূর সম্পর্কে আমার সম্বন্ধী, তার কাছে কন্যার কুষ্ঠি দেখা গেল। লক্ষণ ঠিকটি মিলেছে। দেখে নেবেন, আমি বলেই দিচ্ছি, এ সম্বন্ধ হয়েই গেছে, এ প্রজাপতির নির্বন্ধ, কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

বিপ্রদাস। বৃথা সময় নষ্ট করছ। প্রজাপতির কাজ প্রজাপতিই সেরে নেবেন— আমি এর মধ্যে নেই।

ঘটক। আচ্ছা, তাড়া নেই, ভালো করে ভেবে দেখুন। আমি আসছে শুক্রবার এসে আর-একবার খবর নিয়ে যাব।

[প্রস্থান

দেওয়ানজির প্রবেশ

বিপ্রদাস। একজন ঘটক এসেছিল।

দেওয়ানজি। এখানে আসবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করেছে।

বিপ্রদাস। আমি ওকে বিদায় করে দিয়েছি।

দেওয়ানজি। প্রস্তাবটা শুনেই আমার বুকটা লাফিয়ে উঠেছিল। ভাবলুম হঠাৎ বুঝি কূল পাওয়া গেল। কিন্তু বড়ো বেশি লোভ যখন হয় তখনি বড়ো বেশি ভুল করবার আশঙ্কা। তাই চুপ করে গেলুম, ভাবলুম, বড়োবাবু শুনে কী বলেন দেখা যাক।

বিপ্রদাস। নিজেদের[১] উদ্ধার করবার লোভে কুমুকে ভাসিয়ে দিই যদি তা হলে কি আর বেঁচে সুখ থাকবে?

দেওয়ানজি। ওর মধ্যে ভয়ের কথা আছে। ঘটককে ফিরিয়ে দিলে পাত্রের সেটা কি সইবে? ওর হাতে যে আমাদের মারের অস্ত্র[২]।

বিপ্রদাস। নিজের অন্তরের মারই সব চেয়ে বড়ো মার, সেই লোভের মারকেই সব দিয়ে ঠেকাতে হবে।

দেওয়ানজি। কথাটা নিছক লোভের কথা নয় তাও বলি। ওই মানুষটি একটা জাল তো জড়িয়েছে, সে[৩] ঋণের জাল, তার উপরে সম্বন্ধের ফাঁস যদি আঁট করে লাগায় তা হলে অন্তরে বাইরে প্রাণ নিয়ে টান পড়বে। এটা ওর কিস্তিমাতের শেষ চাল কি না সেও তো ভেবে পাচ্ছি নে।

কুমুর প্রবেশ

কুমুদিনী। দাদা, কেন তোমরা আমার জন্যে মিছে ভাবছ?

বিপ্রদাস। কী ভাবছি?

কুমুদিনী। আমি এই ঘরেই আসছিলুম— এমন সময়ে ঘরের বাইরে চটিজুতো আর ছাতা দেখে থেমে গেলুম। বারান্দা থেকে সব কথা আমি শুনিছি।

বিপ্রদাস। ভালোই হয়েছে। তা হলে জেনেছ আমি ঘটকের[৪] কথায় কান দিই নি।

কুমুদিনী। আমি কান[৫] দিয়েছি দাদা।

বিপ্রদাস। ভালোই তো। কান দেবার আর মত দেবার মতো বয়স তোর এল। এ প্রস্তাবে তোর কথাই শেষ কথা। বাবা যখন ছিলেন, তোর বয়স দশ, বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েই গিয়েছিল। হয়ে গেলে তোর মতের অপেক্ষা থাকত না। আজ তো তা[৬] আর সম্ভব নয়। রাজা মধুসূদন ঘোষালের কথা আগেই নিশ্চয় শুনেছিস। বংশমর্যাদায় খাটো নন। কিন্তু বয়সে তোর সঙ্গে অনেক তফাত। আমি তো রাজি হতে পারলেম না। এখন তোরই মুখের একটা কথা পেলেই চুকিয়ে দিতে পারি। লজ্জা করিস নে কুমু।

কুমুদিনী। না, লজ্জা করব না। ইতস্তত করবারও সময় নেই। যাঁর কথা বলছ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হয়েই গেছে।

বিপ্রদাস। কেমন করে স্থির হল?

কুমু নীরব

বিপ্রদাস। ছেলেমানুষি করিস নে।

কুমুদিনী। তুমি বুঝবে না দাদা, একটুও ছেলেমানুষি করছি নে।

বিপ্রদাস। তুই তো তাঁকে দেখিস নি।

কুমুদিনী। তা হোক। আমি যে ঠিক জেনেছি।

বিপ্রদাস। দেখ্‌ কুমু, চিরজীবনের কথা, ফস্‌ করে খেয়ালের মাথায় পণ করে বসিস নে।

কুমুদিনী। না দাদা, খেয়াল নয়। এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি আর-কাউকেই বিয়ে করব না।

বিপ্রদাস। আমি তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি নে।

কুমুদিনী। তুমি বুঝতে পারবে না দাদা। আমার যাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে তিনি আমার অন্তর্যামী।

দেওয়ানজি। বড়োবাবু, উনি যাঁর কথা শুনতে পান আমরা তাঁর কাছে কালা। এতে আমাদের হাত দেওয়া ভালো হবে না। আমি মনে বিশ্বাস রাখি ওঁর ঠাকুর ওঁকে ফাঁকি দেবেন না।

বিপ্রদাস। কিছুদিন সবুর করে দেখবি নে কুমু? যদি তোর ভুল হয়ে থাকে?

কুমুদিনী। না দাদা, হয় নি ভুল।

বিপ্রদাস। তা হলে আমি কথা পাঠিয়ে দিই?

কুমুদিনী। হাঁ, পাঠিয়ে দাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক[১]

প্রথম দৃশ্য

অখিল। নবুকাকা!

নবগোপাল। কী রে অখিল?

অখিল। তোমাদের বর বয়সেও যেমন শিবের সমতুল্য, তার ব্যবহারটাও দেখি সেই রকমের। এল বিয়ে করতে, সঙ্গে আনলে রাজ্যের ভূতপ্রেতের দল, ওর যত-সব ফিরিঙ্গি ইয়ারের ফৌজ। গ্রামটাকে শোধন করতে শেষকালে গোবর মিলবে না। গোরুগুলোকে বেবাক খেয়ে নিকেশ করে না দেয়।

নবগোপাল। দেখ্‌-না অখিল, অঘ্রানের সাতাশে পড়েছে বিয়ের দিন, এখনো দিন দশেক বাকি। এমন সময়ে লোকমুখে জানা গেল রাজা আসছে দলবল নিয়ে। বিয়ে নয় যেন লড়াই করতে আসছে— একখানা চিঠি লিখেও খবর দেয় নি। মনে ঠাউরেছে, ভদ্রতা করবে সাধারণ লোকে, গুমর করে অভদ্রতা করবে রাজা-রাজড়া।

অখিল। সে কী খুড়ো, রাজা বলো কাকে? ও কিসের রাজা? সরকার বাহাদুর ওকে রাজার মুখোশ পরিয়ে এক চোট হেসে নিয়েছেন। ও সরকারি যাত্রার দলের সঙ রাজা। সত্যিকার রাজা তো আমাদের বড়োবাবু, সেইজন্যেই মিথ্যে রাজার খেতাবে ওঁর দরকার হয় না।

নবগোপাল। আমার দাদা তো মহা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, স্থির করলেন স্টেশনে গিয়ে অভ্যর্থনা করে আনা চাই। আমি বললেম এ হতেই পারে না। ও যখন অগ্রাহ্য করে খবরই দিলে না তখন আমরা গায়ে পড়ে গিয়ে ওর খবর নেব এ চলবে না। ওঁর গাড়ির কোচম্যানকে বলে দিয়েছি কম্বলমুড়ি দিয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকতে। দাদা বলে কিনা, অভদ্রতায় পাল্লা দেওয়া আমাদের বংশের ধারা নয়— আমরা জিতব ভদ্রতায়। আমি জোড় হাত করে বললুম, ভদ্রতারও বাড়াবাড়ি ভালো নয়। অতি দর্পে হতা লঙ্কা সত্য হতে পারে, কিন্তু[২] অতি অদর্পে হত নুরনগরই কি মিথ্যে হবে?

অখিল। খুড়ো, তুমি ভাবছ বড়োবাবুকে তুমি ঠেকাতে পেরেছ? তিনি রাত দশটার পরে ঘোড়ায় চড়ে সাত ক্রোশ পথ পেরিয়ে স্টেশনে গিয়ে হাজির। রাত্তির একটার পর গাড়ি এল, তার পরে ভাবী ভগ্নীপতির সঙ্গে তোমার দাদার যে সদালাপ হল সে স্টেশনমাস্টারের কাছেই শুনতে পাবে।

নবগোপাল। কী রকম শুনি!

অখিল। সেলুন থেকে রাজা নামলে বুক ফুলিয়ে দলবল সমেত। বড়োবাবুকে দেখে সংক্ষেপে একটা শুকনো নমস্কার করে বললে, 'আপনার আসবার কী দরকার ছিল? আমি তো খবর দিই নি।' বড়োবাবু বললেন, 'আমার দেশে এই তোমার প্রথম

আসা, অভ্যর্থনা করব না?' রাজা বলে উঠল, 'ভুল করছেন, আপনার দেশে এখনো[১] আসি নি। আসব বিয়ের দিনে।' বড়োবাবু বুঝলেন, সুবিধে নয়, বললেন, 'খাওয়াদাওয়ার জিনিসপত্র তৈরি, বজরা আছে ঘাটে।' লোকটা জবাব দিলে, 'কিছু দরকার হবে না। আমার স্টীম লঞ্চ্ প্রস্তুত। একটা কথা মনে রাখবেন, এসেছি আমারই পূর্বপুরুষের জন্মভূমিতে, আপনার দেশে নয়। সাতাশে তারিখে সেখানে যাবার কথা।' সেই রাত্রেই বড়োবাবু ফিরে এলেন— তার পর দিন থেকে জ্বর, গায়ে ব্যথা, একেবারে শয্যাগত।

নবগোপাল। কী আর বলব! সাত জন্মের পাপে কন্যাকর্তা হয়ে জন্মেছি, অযোগ্যের ল্যাজের ঝাপটা চুপ করেই সইতে হয়। তা হোক, তবু এখান থেকে যাবার আগেই ওঁর[২] আড়তদারি দেমাকের বারো আনাই নিজের পেটে হজম করে ওঁকে ফিরতে হবে— সহজে ছাড়ব না। দেওয়ানজি আসছেন।

দেওয়ানজির প্রবেশ

নবগোপাল। দেওয়ানজি, ব্যাপারখানা দেখছেন তো।

দেওয়ানজি। দেখবার জন্যে চশমা লাগাবার দরকার হবে না, ব্যাপারটা প্রকাণ্ড বড়ো হয়ে উঠেছে।

নবগোপাল। আমরা ভাবছি আপনাদের জামাইয়ের পদগৌরবের উপযুক্ত নাগরা জুতো মিলবে কোন্ দোকানে!

দেওয়ানজি। জামাইবাবুর খুব বড়ো মাপের পা বটে, এরই মধ্যে আমাদের নুরনগরের সীমানা[৩] অনেকখানিই পদতলস্থ করেছেন। আজ চাটুজ্জেরাই হল অপদস্থ।

নবগোপাল। কী রকম?

দেওয়ানজি। ওদের পূর্বপুরুষের নামের দিঘি ঘোষালদিঘি, তার চার দিক ঘিরে তাঁবু গেড়ে বেড়া তুলে সেটাকে মধুপুরী নাম দিয়ে জেঁকে বসেছেন।

নবগোপাল। সে তো জানি। বেশ বোঝা গেছে বিয়ে করতে আসাটা উপলক্ষ, দেমাক করতে আসাই লক্ষ্য। আমাদের প্রজারা তো ক্ষেপে উঠেছে।

দেওয়ানজি। দাদাবাবু, তুমিই তো তাদের বেশি করে ক্ষেপিয়ে তুলেছ।

নবগোপাল। আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে উনি ধুম করে আইবুড়ো ভাতের নেমন্তন্ন জারি করলেন বিশ গাঁয়ে। গাছতলায় গর্ত করে বড়ো বড়ো উনুন পাতা হল, তার চার দিকে নানা বহরের হাঁড়ি হাড়া মালসা কলসি জালা— সারি সারি গোরুর গাড়িতে করে দুদিন ধরে আসতেই লেগেছে আলু বেগুন কাঁচকলা, ঘি ময়দা ক্ষীর সন্দেশ। আমি ঘরে ঘরে জানিয়ে দিয়েছি, খবরদার কেউ যেন ওর পাত চাটতে না আসে!

দেওয়ানজি। তা, দু-চার জন ভিখিরি আর ভিন্ গাঁয়ের লোক ছাড়া আর কেউ আসে নি খেতে। রোশনাই জ্বলল, রসুনচৌকি বাজল, শীতের রাত, আটটা নটা দশটা বাজল, গোবর দিয়ে নিকোনো পাতা-পাড়া প্রকাণ্ড আঙিনা শূন্য ধূ ধূ করতে থাকল, জনপ্রাণী আসে না।

নবগোপাল। সেই সময়টাতে আমাদের দুই বাড়ির চারটে[১] হাতিকে গলার ঘণ্টা ঢংঢঙিয়ে রাস্তার সামনে দিয়ে টহল করানো হয়েছিল তো?

দেওয়ানজি। হয়েছিল। দাদাবাবু, তোমার কথা শুনে এই কাজটি হয়েছে— কিন্তু আমার মন ভালো নেই। শুনেছি ওদের পরামর্শ হয়েছে বিয়ের দিনে বরযাত্রর‍া আলো নিবিয়ে বাজনা থামিয়ে চুপচাপ আসবে, কেউ আমাদের ওখানে জলস্পর্শ করবে না।

নবগোপাল। অনেক পরিশ্রম বেঁচে যাবে। খেল কি না খেল লক্ষ্যই কোরো না, আর যাই কর সাধতে যেয়ো না।

দেওয়ানজি। আমাদের তো একদিনের হারজিতের সম্বন্ধ নয় দাদাবাবু। মেয়ে যে দেওয়া হচ্ছে ওদের ঘরে, চিরদিনের জন্যেই যে হার মেনে থাকতে হবে।

নবগোপাল। কিচ্ছু ভয় কোরো না দেওয়ানজি। নরমের জোর সব চেয়ে বড়ো জোর, আমাদের ভালোমানুষ কুমুর কাছে ওই গোঁয়ারকে পোষ মানতেই হবে, এ আমি বলে দিলুম।

বিপ্রদাসের প্রবেশ। অখিলের প্রস্থান[২]

নবগোপাল। এ কী! বড়োবাবু যে! ডাক্তার যে তোমাকে বিছানা থেকে এক পা নড়তে বারণ করেছেন!

বিপ্রদাস। যখন শেষের সে দিন ভয়ংকর[৩] আসবে তখন নড়ব না, তোমাদের ভাবতে হবে না। এখন বেঁচে আছি। দেখেশুনে বেড়াবার মতো দেহের[৪] অবস্থা নয়, তাই তোমাদের কাছে খবর নিতে এলুম।

নবগোপাল। সব চেয়ে বড়ো খবরটা এই যে, জামাইবাবু আমাদের কাশীর উপর আড়ি করে ব্যাসকাশী বানাতে বসেছেন। ঘোষালদিঘির পানা সব তোলানো হয়ে গেল। ঘাটে একজোড়া পাল খেলাবার বিলিতি নৌকা— একটার গায়ে লেখা মধুমতী, আর-একটার গায়ে মধুকরী। রাজাবাহাদুরের তাঁবুর সামনে হলদে বনাতের উপর লাল রেশমে বোনা নাম লেখা মধুচক্র। ঘাটের উপরেই নিমগাছটার গায়ে কাঠের পাটায় লেখা মধুসাগর। কলকাতা থেকে ত্রিশটা মালী এসে লেগেছে এক রাত্তিরে বাগান বানিয়ে ফেলতে, তার নাম হয়েছে মধুকুঞ্জ। বাগানের সামনে লোহার গেট বসেছে, নিশেন উড়ছে, তাতে লেখা মধুপুরী। আর লাল-উর্দি-পরা তকমা-ঝোলানো পাইক বরকন্দাজ পায়ে পায়ে নুরনগরের বুকে বিলিতি বল্লমের খোঁচা দিয়ে দিয়ে চলেছে।

বিপ্রদাস। ধৈর্য ধরতে হবে নবু। এই সেদিন মধুসূদন ফাঁকা খেতাব পেয়েছে রাজা, এখানে এসে সাধ মিটিয়ে ফাঁকা রাজত্বের খেলা খেলে যেতে চায়। তাতে মনে মনে হাসতে চাও হেসো, কিন্তু দয়া কোরো, রাগ কোরো না।

নবগোপাল। তুমি সহ্য করতে পার দাদা, কিন্তু প্রজারা সইতে পারছে না। তারা বলছে ওদের উপর টেক্কা দিতে হবে, তাতে যত টাকা লাগে লাগুক।

বিপ্রদাস। নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা, ওটা ইতরের কাজ। কী বল দেওয়ানজি?

দেওয়ানজি। তোমার মুখেই এমন কথা শোভা পায় বড়োবাবু, আমাদের ছোটো মুখে মানায় না।

নবগোপাল। চতুর্মুখ তাঁর পা ঝাড়া দিয়েই বেশির ভাগ মানুষ গড়েছেন। কেবল বড়ো বড়ো কথা বলবার জন্যেই তাঁর চারটে মুখ। পৃথিবীতে সাড়ে পনেরো আনা লোকই যে ইতর, তাদের কাছে সম্মান রাখতে হলে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।

বিপ্রদাস। তাতেও পেরে উঠবে না ভাই, তার চেয়ে সাত্ত্বিকভাবে কাজ সেরে নিই, সে দেখাবে ভালো। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়ে আমাদের সামবেদের মতে অনুষ্ঠান করা যাবে। ওরা রাজা হয়েছে, করুক আড়ম্বর; আমরা ব্রাহ্মণ, পুণ্যকর্ম আমাদের।

নবগোপাল। দাদা, পাঁজি ভুলেছ, এটা সত্যযুগ নয়। জলের নৌকো চালাতে চাও পাঁকের উপর দিয়ে? মনে রেখো তোমার প্রজাদের কথা— ওই আছে তিনু সরকার তোমার তালুকদার, আছে ভাদু পরামানিক, কমরদ্দি বিশ্বেস, পাঁচু মণ্ডল— এদের ঠাণ্ডা করতে চাও সামবেদের মন্ত্র আউড়িয়ে? যাজ্ঞবল্ক্যের নাম শুনলেই কি এদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠবে? এদের বুক যে ফেটে যাচ্ছে। তুমি যাও শুতে, মিথ্যে ভেবো না। যা কর্তব্য আমরা তার কিচ্ছু[১] বাকি রাখব না।

[নবগোপালের প্রস্থান

কুমুর প্রবেশ

কুমুদিনী। দাদা!

বিপ্রদাস। কী কুমু!

কুমুদিনী। এ-সব কী শুনছি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠল

বিপ্রদাস। লোকের কথায় কান দিস নে বোন।

কুমুদিনী। কিন্তু ওঁরা এ-সব কী করছেন? এতে কি তোমাদের মান থাকবে?

বিপ্রদাস। ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস। পূর্বপুরুষের জন্মস্থানে আসছে, ধুমধাম করবে না? বিয়ের ব্যাপার থেকে এটা স্বতন্ত্র করে দেখিস।

অখিলের প্রবেশ

অখিল। জ্যাঠামশায়, একটা পরামর্শ দাও।

বিপ্রদাস। কেন অখিল, কী হয়েছে?

অখিল। সঙ্গে এক পাল সাহেব— দালাল হবে, কিংবা মদের দোকানের বিলিতি শুঁড়ি— কাল পীরপুরের চরের থেকে কিছু না হবে তো দুশো কাদাখোঁচা মেরে নিয়ে উপস্থিত। আজ চলেছে চন্দনীদহের বিলে। শীতের সময় সেখানে হাঁসের মরসুম— রাক্ষুসে ওজনের জীবহত্যে হবে— অহিরাবণ, মহীরাবণ, হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ, ইস্তিক কুম্ভকর্ণের

পর্যন্ত পিণ্ডি দেবার উপযুক্ত, প্রেতলোকে দশমুণ্ড রাবণের চোয়াল ধরে যাবার মতো।

বিপ্রদাস নীরব

অখিল। তোমারই হুকুমে ওই বিলে কেউ শিকার করতে পারে না। সেবার তো জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত ঠেকিয়েছিলে। তখন আমরা ভয় করেছিলুম তোমাকেই পাছে সে রাজহাঁস বলে ভুল করে। লোকটা ছিল ভদ্র, মেনে গেল নিষেধ। কিন্তু এরা কেউ গোমৃগদ্বিজ কাউকে মানবার মতো মানুষ নয়। তবু যদি বলো একবার নাহয়—

বিপ্রদাস। না, না, কিছু বোলো না।

কুমুদিনী। কাকাবাবু, বারণ করে পাঠাও।

দেওয়ানজি। কী বারণ করব?

কুমুদিনী। পাখি মারতে।

বিপ্রদাস। ওরা ভুল বুঝবে, কুমু, সইবে না।

কুমুদিনী। তা বুঝুক ভুল। মান অপমান শুধু ওদের একলার[১] নয়।

বিপ্রদাস। রাগ করিস নে কুমু। আমিও একদিন পাখি মেরেছি, তখন অন্যায় বলে বুঝতেই পারি নি। এদেরও সেই[২] দশা।

কুমুদিনী। জীবহত্যা করে এরা যদি আমোদ পায় করুক আমোদ। কিন্তু এদের কি ভদ্রতাও নেই? তোমার অনুমতিও নিল না! এত অবজ্ঞা তোমাদের 'পরে!

বিপ্রদাস। এ ভদ্রতার কথা নয়, কুমু, হয়তো আত্মীয়তার দাবি।

কুমুদিনী। আত্মীয়তা! আমাকে ছেলেমানুষের মতো ভোলাচ্ছ কেন? আমার ঘর থেকে কোনোদিন একখানা বই তুমি সরাও না আমাকে না জিজ্ঞাসা করে। আত্মীয়ের কাছে ভদ্র হবার দরকার নেই এ তো কোনোদিন তুমি আমাকে বল নি! কাকাবাবু!

দেওয়ানজি। কী মা!

কুমুদিনী। আমি শুনতে পেলুম, দাদা ওঁদের আনবার জন্যে স্টেশনে গিয়েছিলেন। কেন তোমরা যেতে দিলে?

দেওয়ানজি। আমরা তো জানতুমই না।

কুমুদিনী। দাদা গিয়েছিলেন অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে আমারই জন্যে। তার পরে এঁরা কি একবার দেখতে এসেছিলেন কাকাবাবু?

দেওয়ানজি। না।

কুমুদিনী। কেবলমাত্র টাকার জোরে এমন মানুষকে অবজ্ঞা করতে সাহস করলেন! দাদা কেন নিজেকে খাটো করলেন আমার জন্যে! আমার মরণ হল না কেন?

বিপ্রদাস। কুমু, গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছি আমরা জাতে[৩] আলাদা। এখনো যদি বলিস এ বিয়ে আমি ভেঙে দিতে পারি।

দেওয়ানজি। চুপ করো বড়োবাবু, এ-সব কথা এখন নয়, সময় বয়ে গেছে।

বিপ্রদাস। না দেওয়ানজি, না,— সময় কাকে বলছ তুমি! এই পাঁজির লগ্ন! কুমুর সমস্ত জীবন যে তার চেয়ে অনেক বড়ো সময় নিয়ে।

দেওয়ানজি। সমাজে—

বিপ্রদাস। সমাজকে ভয় কর তোমরা, আমি তার চেয়ে ভয় করি অধর্মকে। আমার *সমাজ বাঁচাবার জন্যে আমি মারব কুমুকে! কুমু!*

কুমুদিনী। কী দাদা?

বিপ্রদাস। এখনো বল্ তুই। তোর মত পেলে এ বিয়ে ভাঙতে আমি একটুও দ্বিধা করব না।

কুমুদিনী। আমি তো জানি, এ বিয়ে হয়ে গেছে প্রথম থেকেই। তোমার ঘটক ঘটকালি করে নি, যিনি করেছেন তাঁকে প্রণাম করে ভালো মন্দ সব মেনে নিলুম। দাদা, রাগ করে তোমার আশীর্বাদ থেকে আমাকে একটু[ও] বঞ্চিত কোরো না।

দ্বিতীয় দৃশ্য[১]

মেয়ের দল

প্রথমা। দেখ্ ভাই গঙ্গাজল, আমাদের নতুন রানী[র] বয়েস বড়ো কম নয়, বোধ হয় পলাশির যুদ্ধের সময় জন্মেছিল।[২]

দ্বিতীয়া। একটু পোস্টাই নেই গায়ে। বুঝি শিবের মতো বর পাবার জন্যে এতদিন না খেয়ে তপিস্যে[৩] করছিল।

প্রথমা। বর তো জুটল। এখন আমাদের রাজবাড়ির ক্ষীরসর পেটে পড়লে দুদিনে গড়নটা মোলায়েম হয়ে আসবে।

তৃতীয়া[৪]। হাঁগা রানী, গায়ে কী রঙ মাখ তুমি? বিলেত থেকে তোমার দাদা বুঝি কিছু আনিয়ে দিয়েছে!

দ্বিতীয়া। ওলো[৫], শুনেছি মেমসাহেবদের ঘরে আঁতুড়-ঘরে মদে চুবিয়ে চান করায়, রঙ ধব্‌ধবে হয়ে ওঠে। এদের ঘরে বিলেতে আনাগোনা আছে কি না, এরা সব জানে।

তৃতীয়া। আচ্ছা ভাই, বউরানীর যে গা-ভরা গয়না দেখছি এ কি সব বাপের বাড়ি থেকে এনেছে?

প্রথমা। তাই তো শুনতে পাই। কিন্তু দেখ্-না, গয়নাগুলোর গড়ন দেখ্, কোন্ মান্ধাতা আমলের ফ্যাশান।

দ্বিতীয়া। ওই-যে আসছেন মোতির মা— ক'নে বাড়িতে আসা অবধি তাকে দিনরাত আগলে আগলে বেড়াচ্ছে।

তৃতীয়া। বউরানী, দেখে নাও,[৬] উনি হচ্ছেন তোমার ছোটো জা, তোমার দেওর নবীনের বউ। এতদিন ঘরকন্নার সমস্ত ভার ছিল ওঁরই হাতে, এখন তুমি এসেছ ঘরের সত্যি গিন্নি হয়ে, তাই মেকি গিন্নির[৭] মাথায় মাথায় ভাবনা পড়েছে।

প্রথমা। খোশামোদ করে[৮] তোমাকে হাত করবার চেষ্টায় লেগেছেন, এই কথাটা মনে রেখো।

দ্বিতীয়া। খুব আদর দেখাচ্ছেন কিন্তু শেষকালে তার দাম চুকিয়ে নেবেন।

তৃতীয়া। চল্ ভাই, বউয়ের ভাগ নিয়ে ওর সঙ্গে মামলা বাধিয়ে লাভ কী বল্। ফুলশয্যের নেমন্তন্নে এসেছি— আমোদ আহ্লাদ করব— বাতি নিববে, আমরাও চলে যাব। তার পরে দুই জায়ে মিলে রাজ্যি ভাগ চলবে, দেখব কার ভাগে কতটা পড়ে।

প্রথমা। গঙ্গাজল, আর নয়। ওই এল। মান বাঁচাতে চাস তো দৌড় মার্। দেখ্-না ওর মুখের ভাবখানা, যেন হাতে মাথা কাটবে।

[কুমু ব্যতীত সকলের প্রস্থান

কুমুদিনী। ঠাকুর। কোথায় আমায় আনলে![৯]

মোতির মার প্রবেশ

মোতির মা। মন কেমন করছে ভাই! ওই-সব মেয়েদের কথায় কান দিয়ো না। প্রথম কিছুদিন তোমার উপর উপদ্রব চলবে, টেপাটেপি বলাবলি করবে, তার পরে কণ্ঠ থেকে ক্রমে ক্রমে বিষ নেমে গেলেই থেমে যাবে। বউরানী, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো। কিন্তু ছোটো জা, সম্পর্কে ছোটো[১]। আমার কাছে মন খুলে কথা বোলো দিদি, নতুন চেনা বলে যেন বাধো-বাধো না করে[২]।

কুমুদিনী। তোমাকে মনে[৩] হয় না নতুন চেনা। আপনাকে তোমার চিনিয়ে নিতে দেরি হয় না ভাই, তুমি সহজে ভালোবাসতে পার, সে কথা গোড়া থেকেই বুঝেছি।

মোতির মা। কী কথা ভাবছ আমাকে বলো ভাই, তোমার মন খোলসা হয়ে যাক।

কুমুদিনী। ক'দিন ধরে আমি ঠাকুরকে কেবলই বলেছি, আমি তোমাকে বড়ো বিশ্বাস করেছি, তুমি আমার বিশ্বাস ভেঙো না।

মোতির মা। বুঝতে পারি ভাই, তোমার কী যে হচ্ছে মনে। আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তো ছিলুম[৪] কচি খুকি। মন তৈরিই হয় নি, মনের মধ্যে[৫] কিছুতেই কোনো খটকাই ছিল না। ছোটো ছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ্ করে মুখে পুরে দেয়, স্বামীর সংসার তেমনি করেই আমাকে এক গ্রাসে গিলেছে, কোথাও কিছু বাধে নি। সবাই বললে ফুলশয্যে, হয়ে গেল ফুলশয্যে, সে একটা খেলা। কিন্তু তোমার এই ফুলশয্যে নিয়ে তোমার বুক যে কেঁপে উঠেছে, দোষ দেব কাকে! পর আপন হতে সময় লাগে। সে সময় যে কেউ দিতে চায় না। টাকা পেতে বড়োঠাকুরের কত যুগ লেগেছে, আর মন পেতে তার যে দুদিন সবুর সইবে না। যেমনি হুকুম অমনি হাজির!

কুমুদিনী। আমি তো মন দিতে সম্পূর্ণ তৈরি হয়েই এসেছিলুম এঁদের ঘরে, কিন্তু সে মন কি এমনি করেই নিতে হয়— এত অশ্রদ্ধা ক'রে, ছি ছি, এমন অপমান ক'রে! যে ভালোবাসা আমি ওঁকে দিতে এলুম, সে যে আমার ঠাকুরের প্রসাদ থেকে নেওয়া, বিয়ের আগে থেকেই পদে পদে তার অসম্মান ঘটেছে। এমন ব্যবহার যে কোথাও হতে পারে সে আমি মনে করতেও পারি নি, এ আমার একটুও জানা ছিল না, তাই আমি এত নির্ভয়ে এত বিশ্বাস নিয়েই এসেছিলেম।

মুখে কাপড় দিয়ে কান্না

মোতির মা। কেঁদো না, দিদি, কেঁদো না। আজকের দিনে তোমার চোখের জল এখানকার গৃহলক্ষ্মী সইবেন না।

কুমুদিনী। আজকে নিজের জন্যে আমার কান্না অন্যায় সে আমি জানি। আজকে সব কান্না আমার দাদার জন্যে। আজ তিনি রোগে বিছানায় পড়ে, সেই বিছানা থেকে তিনি আমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।

বুকের কাপড় থেকে টেলিগ্রাম বের করলে

তিনি আশীর্বাদ করেছেন, 'ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।' আজ সকাল থেকে সেই আশীর্বাদ আমি বুকে আঁকড়ে ধরে আছি— না,[১] আজ আমি ভয় করব না, কোনো ভয় করব না। ঠাকুর, আজকের মতো আমাকে বল দাও।

মোতির মা। একটা কথা মনে রেখো রানীদিদি, বড়োঠাকুর[২] তোমাকে ভালোবেসেছেন। ওঁর জীবনে এটা এমন অসম্ভব আশ্চর্য ঘটনা যে উনি ঠিকমতো করে তাকে মানিয়ে নিতে পারছেন না, তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে ওঁর ব্যাবসাদারের ভাষা। আজ তো বাড়ি ভরা মেয়ে— তবু কতবার কাজকর্ম ফেলে ঘুরে ফিরে বাড়ির মধ্যে এসেছেন, কোনো ছুতোয় একবার তোমাকে দেখে যাবার জন্যে। মেয়েরা হাসাহাসি করেছে। একটা খবর তোমাকে দিয়ে রাখি। ঠিক তোমাদের চিঠির দিনেই উনি তারে খবর পেয়েছেন, তিসি চালানের কাজে ওঁর লাভ হয়েছে বিশ লাখ টাকা,— সেই টাকায় তোমারই দাম বেড়ে গেছে, বিশ্বাস হয়েছে তুমি পয়মন্ত। এই সুযোগ নিয়ে তুমি যদি আপনার আসন জোর দখলে রাখতে পার উনি সাহস করবেন না তোমাকে অপ্রসন্ন করতে। ওই দেখো, বলতে বলতেই দেখছি যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বারান্দায়।— এখনো সন্ধে হতে বাকি আছে। আমি যাই ভাই!

আঁচল ধরে টেনে

কুমুদিনী। যেয়ো না, যেয়ো না তুমি।

মোতির মা। না, আমার থাকা ভালো হবে না।

[দ্রুত প্রস্থান

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। লোকজন বড়ো যাওয়া-আসা করছে, পর্দাটা ফেলে দিই, কী বলো!

কুমু নিরুত্তর। মধুসূদন কী কথা বলবে ভেবে পাচ্ছে না।
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

মধুসূদন। শীত করছে না?

কুমুদিনী। না।

মধুসূদন। ঠাণ্ডা পড়েছে বৈকি। সাবধান হওয়া ভালো।

একটা বিলিতি কম্বল কতকটা নিজের এবং কতকটা কুমুর পায়ে চাপা দিয়ে পাশাপাশি বসল। কুমুদিনী হঠাৎ কম্বলটা নিজের পায়ের থেকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, আপনাকে সামলিয়ে নিলে।

তোমার হাত[৩] আঁচলে ঢাকা কেন? একবার দাও-না দেখি।

কুমুদিনী হাত বাড়িয়ে দিল

আংটি যে। এ কী, এ যে নীলা! সর্বনাশ!

কুমুদিনী নিরুত্তর

দেখো, নীলা আমার সয় না, ওটা তোমাকে ছাড়তে হবে।

কুমুদিনী হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলে, মধুসূদন ছাড়লে না

আমি যে বছর নীলা কিনেছিলুম সেই বছরেই আমার পাট-বোঝাই নৌকো হাওড়া ব্রিজে ঠেকে তলিয়ে যায়।

কুমুদিনী আবার হাত মুক্ত করবার চেষ্টা করলে, মধুসূদন ছাড়লে না

এটা আমি খুলে নিই।

চমকে উঠে

কুমুদিনী। না, থাক্।

মধুসূদন। তোমার ভাব দেখে ভয় হয়েছিল, কেবল আমার উপরে কেন, কোনো কিছুতেই তোমার আসক্তি নেই। এখন দেখছি আংটির উপরে বেশ লোভ আছে। তা, ভয় কিসের, আর-একটা আংটি তোমাকে পরিয়ে দিচ্ছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক দামি।

নিজের হাত থেকে মস্ত বড়ো কমলহীরের আংটি খুলে নিয়ে কুমুকে পরাবার চেষ্টা করলে। এবার কুমু জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলে। কড়া সুরে

মধুসূদন। দেখো, এ আংটি তোমাকে খুলতেই হবে।

কুমু নীরব

শুনছ? আমি বলছি, ওটা খুলে ফেলা ভালো। দাও আমাকে।

হাত টেনে নিতে উদ্যত। হাত সরিয়ে

কুমুদিনী। আমি খুলছি।

খুলে ফেললে

মধুসূদন। দাও ওটা আমাকে।

কুমুদিনী। ওটা আমিই রেখে দেব।

বিরক্তির স্বরে

মধুসূদন। রেখে লাভ কী? মনে ভাবছ এটা ভারি একটা দামি জিনিস। এ-সব জিনিস চেন? এ কিছুতেই তোমার পরা চলবে না, এই' আমি বলে রাখছি।

কুমুদিনী। আমি পরব না।

পুঁতির কাজ করা থলের মধ্যে আংটি রেখে দিলে

মধুসূদন। (উত্তেজিত) কেন? এই তুচ্ছ জিনিসটার 'পরে এত দরদ কেন? তোমার তো জেদ কম নয়!

কুমুদিনী নিরুত্তর

এ আংটি তোমাকে দিলে কে?

কুমুদিনী নিরুত্তর

তোমার মা নাকি?

সংকুচিত স্বরে

কুমুদিনী। দাদা।

মধুসূদন। দাদা! সে তো বোঝাই যাচ্ছে। নইলে এমন দশা কেন? শনির সিঁধকাঠি তোমার দাদাকেই মানায়। এ আমার ঘরে আনা চলবে না এই বলে গেলুম। মনে রেখো।

[প্রস্থান

কুমুদিনী দ্রুতপদে লেখবার টেবিলের দেরাজ খুলে ঝুলি রেখে দিলে। দাদার টেলিগ্রামের কাগজ বুকের কাপড় থেকে বের করে মাথায় ঠেকালে।

শ্যামাসুন্দরীর প্রবেশ

শ্যামাসুন্দরী। মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েছে সেই ফাঁকে এসেছি; কাউকে তো কাছে ঘেঁষতে দেবে না, ঘিরে রাখবে তোমাকে, যেন সিঁধকাঠি নিয়ে বেড়াচ্ছি, বেড়া কেটে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাব। আমায় চিনতে পারছ না ভাই,[১] আমি তোমার বড়ো জা, শ্যামাসুন্দরী— তোমার স্বামী আমার দেওর। আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ পর্যন্ত জমা-খরচের খাতাটাই হবে ওর বউ। তা ওই খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, ওই খাতার জোরেই তো এত বয়সে এমন সুন্দরী জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়। ওইখানে খাতার মন্তর খাটে না।

কুমুদিনী অবাক

বুঝেছি, তা পছন্দ না হলেই বা কী, সাত পাক যখন ঘুরেছ তখন একুশ পাক উল্‌টে ঘুরলেও ফাঁস খুলবে না।

কুমুদিনী। এ কী কথা বলছ দিদি!

শ্যামাসুন্দরী। খোলসা করে কথা বললেই কি দোষ হয়[২] ভাই! মুখ দেখে বুঝতে পারি নে? তা, দোষ দেব না তোমাকে। ও আমাদের আপন বলেই কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি? কিন্তু বড়ো শক্ত হাতে পড়েছ বউ, বুঝেসুঝে চোলো।

মোতির মার প্রবেশ

ভয় নেই, বকুল ফুল, যাচ্ছি আমি। ভাবলুম তুমি নেই এই ফাঁকে নতুন বউয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি গে। তা সত্যি বটে, এ কৃপণের ধন, সাবধানে রাখতে হবে। সইকে বলছিলুম আমাদের দেওরের এ যেন আধকপালে মাথা ধরা; বউকে ধরেছে ওর বাঁ দিকের পাওয়ার কপালে, ডান দিকের রাখার কপালে যদি ধরতে পারে তবেই পুরোপুরি হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্ত পরেই পুনঃপ্রবেশ

একটা পান নেও, দোক্তা খাওয়া অভ্যেস আছে?

কুমুদিনী। না।

মুখে একটিপ দোক্তা নিয়ে শ্যামার প্রস্থান

ছি ছি, কী বললেন উনি! স্বামীর বয়স বেশি[১] বলে তাঁকে ভালোবাসি নে, এ কথা কখনোই সত্য নয়— লজ্জা, লজ্জা, এ যে ইতর মেয়েদের মতো কথা! ছোটোবউ, আমাকে একবার তোমাদের পুজোর ঘরে নিয়ে চলো[২]।

মোতির মা। আর তো দেরি নেই, সময় হয়ে এল।

কুমুদিনী। সেখানে একবার যদি না যেতে পারি হাঁপিয়ে মরে যাব।

মোতির মা। আচ্ছা চলো, দেরি কোরো না।

কুমুদিনী। আমি ঠাকুরের[৩] পায়ে কেবল একটি ফুল দিয়ে আসব, আর কিছুই না।

[উভয়ের প্রস্থান

মধুসূদন ধীরে ধীরে এসে পুঁতির থলি দেরাজ থেকে
বের করে নিয়ে পকেটে ভরল

শ্যামাসুন্দরীর প্রবেশ

শ্যামাসুন্দরী। অসময়ে ঠাকুরপো যে এখানে? শূন্য খাঁচার দিকে বেড়ালের মতো তাকিয়ে আছ। লোকে বলবে কী? বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

মধুসূদন। চুপ করো, তোমার রসিকতা ভালো লাগছে না।

শ্যামাসুন্দরী। আমার মুখে ভালো লাগছে না, রস জোগাবার লোক এসেছে যে।

মধুসূদন। আজকাল তোমার আস্পর্ধা কেবল বেড়ে যাচ্ছে, আগে এমন ছিল না।

শ্যামাসুন্দরী। আদর কমলেই আস্পর্ধা বাড়ে— কী আর রইল বাকি যে ভয় করব?

মধুসূদন। বাকি রয়েছে এখানে তোমার আশ্রয়।

শ্যামাসুন্দরী। এক বউকে এনেছ বলে বাড়ির আর-এক বউকে রাখবার জায়গা যদি না থাকে তা হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরবারও তো গাছতলাটা[৪] মিলবে।

মধুসূদন। একটা কথা বলে রাখি, বড়োবউয়ের সঙ্গে যদি মিলে মিশে না থাকতে পার[৫] তা হলে রজবপুরের বাসায় তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

শ্যামাসুন্দরী। বড়োবউয়ের সঙ্গে আমার মেলামেশার কথা ভেবো না, নিজের কথাটা ভেবে দেখো। তুমি আমি এক দরের লোক, মিলতে পেরেছি খুব সহজে, এত সহজে যে লোকে কানাকানি করেছে। তামায় পিতলে গলিয়ে এক করা যায়, কিন্তু তামায় হীরেয় গলিয়ে মেলানো যায় না[১]।

মধুসূদন। মানে কী হল?

শ্যামাসুন্দরী। মানে এই, বউ এনেছ, ওকে সিংহাসনে বসানো চলবে কিন্তু ওকে অর্ধাঙ্গ করতে পারবে না, শেষকালে তোমাকেই একদিন সংসার ছেড়ে রজবপুরে যেতে হয় বা।

মধুসূদন। বড়োবউ[২]!

[উভয়ের প্রস্থান

মোতির মা ও কুমুদিনীর প্রবেশ। [কুমুদিনী] দেরাজ খুলে চমকে উঠে মাটিতে বসে পড়ল, পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে বসে রইল। তাড়াতাড়ি কাছে এসে

মোতির মা। কী হয়েছে বলো দিদি।

কুমু নিরুত্তর

কী হয়েছে, বলো দিদি, লক্ষ্মী আমার।

মুখে কথা বেরোল না, ঠোঁট কাঁপতে লাগল

বলো দিদি, আমাকে বলো কোথায় তোমার বেজেছে।

রুদ্ধকণ্ঠে

কুমুদিনী। নিয়ে গেছে চুরি করে।

মোতির মা। কী নিয়েছে দিদি?

কুমুদিনী। আমার আংটি, দাদার আংটি!

মোতির মা। কে নিয়ে গেছে?

কুমু উঠে দাঁড়িয়ে, কারও নাম না করে বাইরের অভিমুখে ইঙ্গিত করলে

মোতির মা। শান্ত হও ভাই, ঠাট্টা করেছে তোমার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে দেবে।

কুমুদিনী। নেব না ফিরিয়ে, দেখব কত অত্যাচার করতে পারে ও।

মোতির মা। আচ্ছা, সে হবে পরে। এখন মুখে কিছু দেবে। সমস্ত দিন তোমার ভালো করে খাওয়াই হয় নি।

কুমুদিনী। না, পারব না, এখানকার খাবার আমার গলা দিয়ে নাববে না।

মোতির মা। লক্ষ্মীটি ভাই, আমার খাতিরে খাও।

কুমুদিনী। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না?

মোতির মা। না, রইল না, যা-কিছু রইল সে স্বামীর মর্জির উপরে। জান না চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হয়[১]?

কুমুদিনী। রাজা[২] অজ ইন্দুমতীর পরিচয়ে তাঁকে গৃহিণী বলেছেন, মন্ত্রী বলেছেন, সখী বলেছেন, প্রিয়শিষ্যা বলেছেন, এই ফর্দের মধ্যে কোথাও তো দাসীর উল্লেখ নেই। স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ দাসের জাতের মানুষ?

মোতির মা। ভাই, ওই লোকটিকে এখনো চেনো নি। ও যে কেবল অন্যকে গোলামি করায় তা নয়, নিজের গোলামি নিজে করে। যেদিন আপিসে যেতে পারে না, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। আত্মীয় বলে ও কাউকে মানে না, এ বাড়িতে কর্তা থেকে চাকর চাকরানী পর্যন্ত সবাই গোলাম।

একটু চুপ ক'রে

কুমুদিনী। সেই ভালো, আমি সেই গোলামিই করব। আমার প্রতিদিনের খোরপোষ হিসেব করে প্রতিদিন শোধ করে দেব। এ বাড়িতে বিনা মাইনের স্ত্রী বাঁদি হয়ে থাকব না। চলো আমাকে কাজে ভর্তি করে নেবে। ঘরকন্নার ভার তোমার উপরেই তো, আমাকে তোমার অধীনে খাটিয়ে নিয়ো, আমাকে রানী বলে কেউ যেন না ঠাট্টা করে।

হেসে কুমুর চিবুক ধরে

মোতির মা। তা হলে শুরু করি আমার প্রভুত্ব। হুকুম করছি চলো এখন খেতে। আর তো দেরি নেই। আজ বাড়ি-ভর্তি লোক। তোমার শরীর ভালো নেই, সবাইকে ঠেকিয়ে রেখেছি। তারা তো আমাকে খেয়ে ফেলবে। তাদের আর ঠেকানো যাবে না। একটুখানি খেয়ে নিয়েই তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

[৩]কুমুদিনী। দেখো ভাই, নিজেকে দেব বলেই তৈরি হয়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।

মোতির মা। কাঠুরে গাছকে কাটতেই জানে, পায় শুধু চ্যালা কাঠ। মালী গাছকে রাখতে জানে, পায় সে ফুল। তুমি পড়েছ কাঠুরের হাতে, ও ব্যাবসাদার।[৩]

কুমুদিনী। আমার আর কিছুই চাই নে, আমাকে একটুখানির জন্যে নিয়ে যাও আড়ালে, অন্তত দশ মিনিটের জন্যে একলা থাকতে দাও।

মোতির মা। আচ্ছা ভাই, তুমি এই ঘরটার মধ্যে যাও। আমি[৪] দরজার বাইরে রইলুম, কাউকে ঢুকতে দেব না।

কুমুর ঘরে প্রবেশ, দ্বার রোধ

হায় রে, এমন কপালও করেছিলি!

গানের দলের গান

প্রথম দল। আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে[১]—
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি॥
দ্বিতীয় দল। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে—
প্রথম দল। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি॥
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।
দ্বিতীয় দল। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,
প্রথম দল। চিরদিন হেরিব হে, মনোমোহন মিলনমাধুরী,
যুগলমুরতি ॥

দাসীর প্রবেশ

দাসী। রাজাবাহাদুর খবর পাঠিয়েছেন, তাঁর শরীর ভালো নেই— তিনি সকাল সকাল শোবেন।

মোতির মা। ও মা, সেকি কথা, এখনি!

দাসী। তাঁর হুকুম, আমরা কী করব বলো।

মোতির মা। অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? জামা-গয়নাগুলো খুলতে হবে না? আর-একটুখানি সময় দাও। আচ্ছা, তোমরা আর-একটা গান গাও-না ততক্ষণ।

গীত

মধুর বসন্ত এসেছে[২] মধুর মিলন ঘটাতে,
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে॥
কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে॥
হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে॥

বাইরে থেকে

মোতির মা। দিদি, ওরা ডাকতে এসেছে।

সাড়া না পেয়ে

ওমা, মূর্ছা গেছে। যা যা, তোরা শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে আয়। ভয় নেই দিদি,

এই-যে আমি আছি। তোমরা ভিড় কোরো না, এখনি আমি ওঁকে নিয়ে যাচ্ছি। ভয় করিস নে ভাই, ভয় করিস নে।

কুমুদিনী উঠে বসল

এখনো ভয় করছে দিদি?

কুমুদিনী। না, আমার কিচ্ছু[১] ভয় করছে না। এই আমার অভিসার। বাইরে অন্ধকার, ভিতরে আলো।

মোতির মা। ওমা, বড়োঠাকুর যে এই দিকেই আসছে!

কুমুদিনী। ছোটোবউ, এখনি না, এখনি না— আর-একটুখানি পরে। পর্দাটা ফেলে[২] দাও।

মোতির মা। এই[৩]-যে এসে পড়েছেন, এখন পর্দা ফেললে[৪] অনর্থপাত হবে। তাই হোক, ফেলেই দিই[৫]।

শ্যামাসুন্দরী ও মধুসূদনের প্রবেশ

কুমুদিনীকে শোনাবার মতো গলা চড়িয়ে

মধুসূদন। কী, হয়েছে কী?

শ্যামাসুন্দরী। তা তো বলতে পারি নে। দাদা দাদা করেই বউ হেদিয়ে গেল। তুমিই জিজ্ঞাসা করো-না, একটু বোসো কাছে।

মধুসূদন। কী হবে! আমি তো ওর দাদা নই।

শ্যামাসুন্দরী। মিছে রাগ করছ ঠাকুরপো। ওরা বড়ো ঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগবে।

মধুসূদন। রোজ রোজ উনি যাবেন মূর্ছো, আর আমি ওঁর মাথায় কবিরাজি তেল মালিশ করব, এইজন্যে কি ওঁকে বিয়ে করেছিলুম?

শ্যামাসুন্দরী। ঠাকুরপো, তোমার কথা শুনে হাসি পায়। আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হত, এখন নাহয় মূর্ছো ভাঙাতে হয়।— ঠাকুরপো, অমন মন খারাপ কোরো না, দেখে সইতে পারি নে। ওই-যে আসছে বউ,— কিন্তু ওর সঙ্গে[৬] রাগারাগি কোরো না ভাই, ও ছেলেমানুষ।

[প্রস্থান

কুমুদিনী বাইরে এসে দাঁড়াল

মধুসূদন। বাপের বাড়ি থেকে মূর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি! কিন্তু আমাদের এখানে ওটার চলন নেই। তোমাদের ওই নুরনগরী চাল ছাড়তে হবে।

কুমুদিনী নিরুত্তর

আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্টিরিয়াওয়ালি মেয়ের খিদ্‌মদ্‌গারি করবার ফুরসত আমার নেই, এই সাফ বলে দিলুম।

কুমুদিনী। তুমি আমাকে অপমান করতে চাও, হার মানতে হবে। নেব না, তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।

মধুসূদন। তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন। তাকে এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বেচতে পারি।

কুমুদিনী। দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো, কিন্তু ছোটো হোয়ো না।

মধুসূদন। কী, আমি ছোটো! আর তোমার দাদা আমার চেয়ে বড়ো!

কুমুদিনী। তোমাকে বড়ো জেনেই তোমার দ্বারে এসেছি।

মধুসূদন। বড়ো জেনেই এসেছ, না বড়োমানুষ জেনেই টাকার লোভে এসেছ?

কুমুদিনীর দ্রুত প্রস্থান

যেয়ো না রানী, ফিরে এসো। আমি বলছি ফিরে এসো।

তৃতীয় দৃশ্য[১]

পরদিন সকালে

মোতির মা ও কুমুদিনী

মোতির মা। এত ভোর বেলায় আকাশে কার[২] দিকে তাকিয়ে আছ ভাই? শোবে চলো[৩]।

কুমুদিনী। আমার নিষ্ঠুর ঠাকুরের দিকে। তাকে আমি বলেছি, আমার বুক নিংড়িয়ে তুমি পুজো চাও, তাই দেব আমি, কিছুতেই হার মানব না, হার মানব না।

মোতির মা। তোমার ঠাকুরই হার মানবেন, নিষ্ঠুরের আসন টলবে।

কুমুদিনী। দুঃখকে আমি ভয় করি নে ভাই, দুঃখ আমার সওয়া আছে শিশুকাল থেকে। কিন্তু ঘৃণা! যা অন্যায় যা অশুচি তার মধ্যে দিয়ে কেমন করে কী সান্ত্বনা পাব, আমার যে তা জানা নেই। দাদার কাছে মানুষ হয়েছি, তাই[৪] এই পথটা চেনবার[৫] দরকার হয় নি। কিন্তু ঘৃণাও করব জয়, তার পরে আর আমার ভাবনা কিসের!

মোতির মা। তোমার ঠাকুরকে যে যত বেশি করে দেয় তার উপর[৬] তাঁর দাবি আরো যেন বেড়েই চলে, কিছুতে মেটে না তাঁর পাওনা। এর মানে কিন্তু আমরা[৭] বুঝতেই পারি নে।

কুমুদিনী। ভক্তকে যাচাই করে নেন; তাঁর চরণতলে বসবার যোগ্য হতে[৮] হবে তো।

মোতির মা। সত্যি করে বলি, রাগ করিস নে ভাই— পায়ের তলায় এমনি ক'রে দলন ক'রে[৯] তার পরে পায়ের তলায় বসবার যোগ্য করবেন ঠাকুর, তার[১০] মানে বুঝতে পারি নে আমরা।

কুমুদিনী। আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, ধ্রুবকে যেমন দেখা দিয়েছিলেন তেমনি করেই এখনি যদি নির্মল মূর্তিতে দেখা দেন, যদি সত্যি করে তাঁর পা ছুঁতে পারি, তবেই এ[১১] মলিন দেহ শুদ্ধ হয়, নইলে এই অশুচিকে বহন করে আমি আর পারছি নে, নিজের মধ্যে থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

কাগজের মোড়ক হাতে মোতিলালের প্রবেশ

[১২]এসো গোপাল, এসো আমার কোলে। দুষ্টু ছেলে, এ দুদিন আস নি কেন?

কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে

মোতিলাল। জ্যাঠাইমা, তোমার জন্যে কী এনেছি বলো দেখি।

কুমুদিনী। সোনা এনেছ, সাত-রাজার-ধন মানিক এনেছ। কই দেখি।

মোতিলাল। আমার পকেটে আছে।

কুমুদিনী। আচ্ছা, তবে বের করো।

মোতিলাল। তুমি বলতে পারলে না!

কুমুদিনী। আমার বুদ্ধি নেই, যা চোখে দেখি তাও বুঝতে পারি নে, যা না দেখি তা আরো ভুল বুঝি।

পকেট থেকে কাগজের পুঁটুলি কুমুদিনীর কোলে ফেলে রেখেই মোতিলালের পালাবার উপক্রম

কুমুদিনী। না, তোমাকে পালাতে দেব না।
মোতিলাল। তা হলে এখন দেখো না।
কুমুদিনী। ভয় নেই, তুমি চলে গেলে তখন খুলব।
মোতিলাল। আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি জটাই বুড়িকে দেখেছ?
কুমুদিনী। কী জানি, তোমার বয়সে হয়তো দেখে থাকব, ভুলে গেছি।
মোতিলাল। একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার ঘরে সন্ধে হলেই চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে। ইচ্ছে করলেই সে ছোট্টো হয়ে যেতে পারে, চোখে দেখা যায় না।
কুমুদিনী। মন্তরটা শিখে নিতে হবে তো।
মোতিলাল। কেন জ্যাঠাইমা?
কুমুদিনী। অদৃশ্য হয়ে পালাবার দরকার হতে পারে।
মোতিলাল। জটাই বুড়ি কয়লার ঘরে সিঁদুরের কৌটো লুকিয়ে রেখেছে। যে মেয়ে সেই সিঁদুরের টিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরানী।
কুমুদিনী। সর্বনাশ! কোনো হতভাগিনী খবর পেয়েছে নাকি?
মোতিলাল। সেজোপিসিমার মেয়ে খুদি জানে। ছন্নু বেয়ারার সঙ্গে সে কয়লার ঘরে যায়, ভয় করে না।
কুমুদিনী। ছেলেমানুষ, তাই রাজরানী হতে ও ভয় পায় না। সেই কৌটো কয়লা-চাপাই থাক্, তার চেয়ে দামি জিনিস তোমার এই মোড়কের মধ্যে আছে নিশ্চয়। খুলি এইবার।
মোতিলাল। আচ্ছা, খোলো।
কুমুদিনী। এ যে লজঞ্চুস[১]। তোমার ভোগের সামগ্রী আমাকে দিলে গোপাল, মনে থাকবে। তোমার মিষ্টি দিয়ে তুমি তো আমার মন মিষ্টি করে দিলে, আমি তোমাকে দিলুম আমার নিজের তোলা ফুল আমার নিজের সেলাই করা রুমালে বেঁধে। আমার পুজো রইল এই ফুলে, আর এই রুমালে রইল আমার স্নেহ।
মোতির মা। ও কী করলে দিদি? এ ফুল যে তুমি পুজোর জন্যে তুলে এনেছিলে।
কুমুদিনী। ঠিক জায়গাতেই পৌঁছল বোন, দেবতা বঞ্চিত হবেন না।
মোতিলাল। আচ্ছা জ্যাঠাইমা, এই কাঁচের গোলাটা নিয়ে তুমি কী কর?
কুমুদিনী। কিছুই করি নে, তোমাকে খেলতে দেব বলে রেখে দিয়েছি। তুমি হাতে করে নিলেই ও আমার পাওয়া হবে।
মোতিলাল। খেলা হয়ে গেলে আবার তোমাকে ফিরিয়ে দেব।
কুমুদিনী। সে কি হয়? দিয়ে ফিরিয়ে নিলে যে অপরাধ হয়।

মোতিলাল। তা হলে আমি নিয়ে যাই। [প্রস্থান

মোতির মা। কী করলে দিদি! হাবলুর[১] হাতে ওই কাগজ-চাপা দেখলে বড়োঠাকুর রক্ষা রাখবেন না। আমার উপর দোষ পড়বে যে আমিই ওকে চুরি করতে শিখিয়েছি।

কুমুদিনী।[৮] আমার ঠাকুরেরও তো চুরির অপবাদ আছে— যা তাঁরই ধন তাই চুরির ছল করে নিয়ে তাঁর খেলা।

হাবলুকে ধরে মধুসূদনের প্রবেশ
মোতির মার অন্তরালে পলায়ন

মধুসূদন। এই দেখো বড়োবউ, তোমার ঘর থেকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। বদমায়েস ছেলে! তোমরা যদি এরকম অসাবধান থাক তা হলে ওর স্বভাব যে মাটি হয়ে যাবে। এ রুমালটাও তো তোমার বলেই মনে হচ্ছে।

কুমুদিনী। হাঁ, আমার।

মধুসূদন। এটাও বুঝি সরিয়েছে?

কুমুদিনী। ওর 'পরে অন্যায় কোরো না, আমি ওকে দিয়েছি।

মধুসূদন। তুমি তো দানসত্র খুলে বসেছ, ফাঁকি আমারই বেলায়? এ রুমাল রইল আমারই। ওটা দিয়েই যদি ফেলবে ওটা আমিই নিলুম। মনে থাকবে কিছু পেয়েছি তোমার কাছ থেকে। কিন্তু এই কাগজ-চাপাটা? এটা তো চুরি বটে?[২]

কুমুদিনী। না,[৩] ও চুরি করে নি।

মধুসূদন। আচ্ছা বেশ, তা হলে সরিয়ে নিয়েছিল।

কুমুদিনী। না, আমিই ওকে দিয়েছি।

মধুসূদন। এমনি করে ওর মাথা খেতে বসেছ বুঝি। [৪]ওর লোভ বাড়িয়ে দিচ্ছ কেবল?[৫] একটা কথা মনে রেখো, আমার হুকুম ছাড়া জিনিসপত্র কাউকে দেওয়া চলবে না। আমি এলোমেলো কিছুই ভালোবাসি নে।

কুমুদিনী। তুমি নাও নি আমার নীলার আংটি?

মধুসূদন। হাঁ, নিয়েছি।

[৬]কুমুদিনী। তাতেও তোমার ওই কাঁচের গোলাটার দাম শোধ হল না?

মধুসূদন।[৭] কিন্তু আমি তো বলেইছিলুম ওটা তুমি রাখতে পারবে না।

কুমুদিনী। তোমার জিনিস তুমি রাখতে পারবে— আর আমার জিনিস আমি রাখতে পারব না?

মধুসূদন। এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।

কুমুদিনী। কিছু নেই? তবে রইল তোমার এ ঘর পড়ে।

মধুসূদন। শোনো, শোনো। তোমার হাতে ওই কাগজে মোড়া কী আছে?

কুমুদিনী। জানি নে।

মধুসূদন। জান না? তার মানে কী?

কুমুদিনী। তার মানে আমি জানি নে।

মধুসূদন। আমাকে দাও, আমি দেখি।

কুমুদিনী। ও আমার গোপন জিনিস, দেখাতে পারব না।
মধুসূদন। কী! আস্পর্ধা তো কম নয়!

জোর করে কেড়ে নিতে চারি দিকে এলাচদানা[১] ছড়িয়ে পড়ল

হা হা হা! এলাচদানা! তাই বলো! [২]এলাচদানা লুকিয়ে খাবার কী দরকার? এতে লজ্জা কিসের? রোজ আনিয়ে দেব— কত চাও! আমাকে আগে বললে না কেন?
কুমুদিনী। তুমি পারবে না আনিয়ে দিতে।
মধুসূদন। পারব না! অবাক করলে তুমি!
কুমুদিনী। না, পারবে না।
মধুসূদন। অসম্ভব দাম নাকি?
কুমুদিনী। হাঁ, টাকায় মেলে না।
মধুসূদন। তোমার দাদা পার্সেল করে পাঠিয়েছেন বুঝি! পাড়াগাঁয়ে এই বুঝি ছিল তোমার জলখাবার!

কুমুদিনীর প্রস্থানোদ্যম। হাত ধরে টেনে এনে

মধুসূদন। একটু বোসো।
কুমুদিনী। দাদার বাড়ি থেকে লোক এসেছিল তাঁর খবর নিয়ে?
মধুসূদন। সেই খবর দেবার জন্যেই তো আজ সকালে তোমার কাছে এসেছি।
কুমুদিনী। দাদা কবে আসবেন?
মধুসূদন। হপ্তাখানেকের মধ্যে।
কুমুদিনী। দাদার শরীর কি আরো খারাপ হয়েছে?
মধুসূদন। কই, তেমন তো কিছু শুনি নি।
কুমুদিনী। দাদার চিঠি কি এসেছে?
মধুসূদন। চিঠির বাক্স তো এখনো খোলা হয় নি, যদি থাকে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।
কুমুদিনী। একবার খোঁজ করবে কি?
মধুসূদন। যদি এসে থাকে খাওয়ার পরে নিজেই নিয়ে আসব। যাচ্ছ কোথায়? আর-একটু বোসোই না। আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই[৩] এলাচদানার ব্যাপারটা নিয়ে এত লজ্জা করলে কেন? ওতে লজ্জার কথা কী ছিল?
কুমুদিনী। ও আমার গোপন কথা।
মধুসূদন। আমার কাছেও বলা চলবে না?
কুমুদিনী। না।
মধুসূদন। এ তোমাদের নুরনগরের চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা। ওই চাল তোমার না যদি ছাড়াতে পারি আমার নাম মধুসূদন না।
কুমুদিনী। কী তোমার হুকুম বলো।
মধুসূদন। সেই মোড়ক কে তোমাকে দিয়েছিল বলতে হবে।

কুমুদিনী। হাবলু।

মধুসূদন। হাবলু! তা নিয়ে এত ঢাকাঢাকি কেন?

কুমুদিনী। ঠিক বলতে পারি নে।

মধুসূদন। আর কেউ তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে?

কুমুদিনী। না।

মধুসূদন। তবে?

কুমুদিনী। ওই পর্যন্তই, আর কোনো কথা নেই।

মধুসূদন। তবে এত লুকোচুরি কেন?

কুমুদিনী। তুমি বুঝতে পারবে না।

কুমুদিনীর হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে

মধুসূদন। অসহ্য তোমার বাড়াবাড়ি!

কুমুদিনী। কী চাও তুমি বুঝিয়ে বলো। তোমাদের চাল আমার অভ্যেস নেই, সে কথা আমি মানি।

নেপথ্য থেকে। আপিসের সাহেব এসে বসে আছে।

[মধুসূদনের দ্রুত প্রস্থান

শ্যামাসুন্দরীর প্রবেশ

শ্যামাসুন্দরী। কী বউ, যাচ্ছ কোথায়?

কুমুদিনী। কোনো কথা আছে?

শ্যামাসুন্দরী। এমন কিছু নয়। দেখলুম ঠাকুরপোর মেজাজ কিছু চড়া, ভাবলুম তোমাকে জিজ্ঞাসা করে জানি নতুন প্রণয়ে খটকা বাধল কোন্‌খানটাতে। মনে রেখো বউ, ওর সঙ্গে কিরকম করে বনিয়ে চলতে হয় সে পরামর্শ আমরাই দিতে পারি। বকুল ফুলের ঘরে চলেছ বুঝি? তা যাও, মনটা খোলসা করে এসো গে।

[কুমুদিনীর প্রস্থান

পরের দৃশ্য

স্টেজের নেপথ্যে কুমু। সেই দিকে চেয়ে

মোতির মা। এ কী কাণ্ড দিদি! এখানে তুমি?

বেরিয়ে এসে

কুমুদিনী। এ বাড়িতে আমি সেজবাতি সাফ করব, ওই ফরাসখানায় আমার স্থান।

মোতির মা। ভালো কাজ নিয়েছ ভাই, এ বাড়ি তুমি আলো করতেই তো এসেছ, কিন্তু সেজন্যে তোমাকে সেজবাতির তদারক করতে হবে না। এখন চলো।

[কুমুদিনী নিরুত্তর][১]

মোতির মা। তবে ওই ঘরে আমার বিছানাও আমি করি, তোমার কাছেই আমি শোব।

কুমুদিনী। না।

মোতির মা। তোমার পণ টলাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে যাই। লোকজনরা দেখলে কী বলবে? আমার কাজ সেরে এখনি আসছি।

[দরজা ভেজিয়ে দিয়ে মোতির মার প্রস্থান

শ্যামাসুন্দরী প্রবেশ করে দরজা একটু ফাঁক করে উঁকি মেরে

দেখেই দরজা বন্ধ করলে। মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। কী করছ তুমি?

শ্যামাসুন্দরী। কাল যে আমার ব্রত, ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে, জোগাড় করতে যাচ্ছি। তোমারও নেমন্তন্ন রইল।

মধুসূদন। দক্ষিনের জোগাড় রেখো।

শ্যামাসুন্দরী। তোমার দয়া হলেই জোগাড়ের ত্রুটি হবে না। কিন্তু ঠাকুরপো, অসময়ে তুমি এই বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

মধুসূদন। ঘরে গরম, এখানে হাওয়া খেতে এসেছি।

শ্যামাসুন্দরী। হাওয়া খাচ্ছ, না খাবি খাচ্ছ! পলাতকার সন্ধান করতে করতেই যাবে তোমার দিন।

মধুসূদন। তুমি জান বড়োবউ আছে কোথায়?

শ্যামাসুন্দরী। হারাধনের খোঁজ করে দিই যদি তবে কী বকশিশ দেবে?

মধুসূদন। বিরক্ত কোরো না বলছি, যদি জানা থাকে তো বলো!

শ্যামাসুন্দরী। সাধে বলতে চাই নে, বললে তোমার মাথা আরো গরম হয়ে উঠবে। রাজরানীর শখ হয়েছে গোলামি করতে। তুমি তার মান ভাঙাতে পারলে না, সে তোমার মান ভাঙবে হাটের মধ্যে।

মধুসূদন। ভালো লাগছে না তোমার এ-সব বানিয়ে কথা বলা।

শ্যামাসুন্দরী। যা ভালো লাগবে তাই তোমাকে দেখিয়ে দিই, তার একটুও বানানো নয়। আজ রাত্রের মতো ঘুমের দফা নিকেশ হবে। এই দেখো—

[ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে] শ্যামাসুন্দরীর প্রস্থান

মধুসূদন। একি এ। কুমু, বেরিয়ে এসো বলছি।

বেরিয়ে এসে

কুমুদিনী। কী চাও?

মধুসূদন। এ কিসের পালা শুরু করেছ আমার বাড়িতে?

কুমুদিনী। তোমার বাড়িতে রানীর পালার অপমান ভোলবার জন্যেই আমার এই দাসী পালা।

মধুসূদন। থিয়েটরি শুরু করলে নাকি?

কুমুদিনী। এখানে সত্যি যদি থাকে কিছু, সে এই দাসীর কাজ, রানীর কাজটাই ছিল থিয়েটরি।

মধুসূদন। কথা কাটাকাটি করায় আমার অভ্যেস নেই— সংক্ষেপে জানতে চাই, এইরকম বরাবরই চলবে নাকি?

কুমুদিনী। সে আমার অদৃষ্টের কথা, কী করে জানব মেয়াদ কত দিনের।

মধুসূদন। আচ্ছা, থাকো এইখানে। সাধ্য-সাধনা করা আমার ধাতে নেই। চৌকিদার এখনি টহল দিয়ে যাবে, দরজাটা বন্ধ রেখো।

[কুমুদিনীর প্রস্থান

নবীনের প্রবেশ

মধুসূদন। দাঁড়াও এখানে, শোনো আমার কথা। বাড়িতে কী-সব ব্যাপার হচ্ছে চোখ রাখ কি?

নবীন। কেন দাদা, কী হয়েছে?

মধুসূদন। বড়োবউ যে কাণ্ডটা করতে বসেছে তার কারণটা কী সে কি আমি জানি নে মনে কর?

নবীন। তোমার কী মনে হচ্ছে বলো।

মধুসূদন। মেজোবউ ওর মাথা বিগড়োতে বসেছেন সন্দেহ নেই।

নবীন। সে কী কথা দাদা! মেজোবউ[১] তো—

মধুসূদন। তর্ক কোরো না। আমি বলে রাখছি, এতে তোমাদের ভালো হবে না।

[প্রস্থান

মোতির মার প্রবেশ

নবীন। শোনো শোনো, কথাটা শুনে যাও, একটা ফ্যাসাদ বেধেছে।

মোতির মা। কেন, কী হয়েছে?

নবীন। সে জানেন অন্তর্যামী আর দাদা, আর সম্ভবত তুমি। কিন্তু তাড়া আরম্ভ হয়েছে আমার উপরেই।

মোতির মা। কেন বলো দেখি?

নবীন। যাতে আমার দ্বারা তোমার সংশোধন হয়, আর তোমার দ্বারা সংশোধন হয় ওঁর নতুন ব্যবসায়ের নতুন আমদানির।

মোতির মা। তা বেশ, আমার উপরে তোমার সংশোধনের কাজটা শুরু করে দাও, দেখি দাদার চেয়ে তোমার হাতযশ আছে কি না।

নবীন। দাদার উড়ে চাকরটা ওঁর দামি ডিনর সেটের একটা পিরিচ ভেঙেছিল, তার জরিমানার প্রধান অংশ আমাকেই দিতে হয়েছিল; কেননা জিনিসটে ছিল আমার জিম্মেয়। কিন্তু এবারে যে দামি জিনিসটি ঘরে এল সেও কি আমারই জিম্মে? একটু কিছু জখম হলেই জরিমানাটা তোমাতে-আমাতেই বাঁটোয়ারা করে দিতে হবে। অতএব যা করতে হয়— আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না, মেজোবউ।

মোতির মা। জরিমানা বলতে কী বোঝায় শুনি।

নবীন। রজবপুরে চালান করে দেবেন; মাঝে মাঝে তো সেই রকম ভয় দেখান।

মোতির মা। ভয় পাও বলেই ভয় দেখান। একবার তো পাঠিয়েছিলেন, আবার রেলভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয় নি? তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না।

নবীন। বুঝলুম, এখন কী করতে হবে বলো-না।

মোতির মা। যাও, তোমার দাদাকে বলো গে যাও, যত বড়ো রাজাই হোন-না, মাইনে করে লোক রেখে রানীর মান ভাঙাতে পারবেন না— মানের বোঝা নিজেকেই মাথা হেঁট করে নামাতে হবে। বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকতে বারণ কোরো।

নবীন। মেজোবউ, উপদেশ তাঁকে দেবার জন্যে আমাকে দরকার হবে না, নিজেরই হুঁশ হবে।

মোতির মা। আচ্ছা, তুমি যাও, দিদির সঙ্গে কথা আছে।

[নবীনের প্রস্থান

দরজা খুলে

মোতির মা। ওকি দিদি, পাথরের মূর্তির মতো ধুলোয় বসে আছ! বদ্ধ ঘরে হাঁপিয়ে উঠবে— এসো, বাইরে এসো।

কুমুদিনী বাইরে এল, আঁচল মুখে চেপে ধরে কেঁদে উঠল।

কুমুদিনীর গলা জড়িয়ে ধরে

মোতির মা। দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, কী হয়েছে বলো আমাকে।

কুমুদিনী। আজও দাদার চিঠি পেলুম না, জানি নে কী হল তাঁর।

মোতির মা। চিঠি পাবার কি সময় হয়েছে ভাই?

কুমুদিনী। নিশ্চয় হয়েছে। আমি তাঁর অসুখ দেখে এসেছি। তিনি তো জানেন খবর পাবার জন্যে আমার মনটা কিরকম করছে।

মোতির মা। তুমি ভেবো না, খবর নেবার আমি একটা কিছু উপায় করব।

কুমুদিনী। তুমি যদি দাদাকে আমার নামে টেলিগ্রাফ করতে পার তো আমি বাঁচি।

মোতির মা। তাই করব, ভয় কী!

কুমুদিনী। তুমি জান আমার কাছে একটিও টাকা নেই।

মোতির মা। কী বল দিদি! সংসার-খরচের যে টাকা আমার কাছে থাকে সে তো তোমারই টাকা। আজ থেকে আমি যে তোমারই নিমক খাচ্ছি।

কুমুদিনী। না না না, এ বাড়ির কিছুই আমার নয়, সিকি পয়সাও নয়।

মোতির মা। আচ্ছা ভাই, তোমার জন্যে নাহয় আমার নিজের টাকা থেকেই খরচ করব। চুপ করে রইলে যে! তাতে দোষ কী? আমি যদি অহংকার করে দিতুম তুমি অহংকার করে না নিতে পারতে। ভালোবেসে যদি দিই তা হলে ভালোবেসেই নিতে হবে।

কুমুদিনী। নেব।

মোতির মা। দিদি, তোমার শোবার ঘর কি আজও শূন্য থাকবে?

কুমুদিনী। ওখানে আমার জায়গা নেই।

মোতির মা। একটু দুধ এনে দেব তোমার জন্যে?

কুমুদিনী। এখন নয়, আর-একটু পরে।

[প্রস্থান

মোতির মা। ওগো, একবার শুনে যাও তো।

নবীনের প্রবেশ

নবীন। আমাকে একটুখানি না দেখলেই অস্থির হয়ে ওঠো, ডাকাডাকি করতে থাক, লোকে বলবে কী?

মোতির মা। রাখো তোমার রঙ্গ, কাজের কথা আছে।

নবীন। কী শুনি।

মোতির মা। বড়োঠাকুরের ঘরে তাঁর ডেস্কের উপর খোঁজ করে এসো গো,[১] দিদির কোনো চিঠি এসেছে কি না। দেরাজ খুলেও দেখো।

নবীন। সর্বনাশ!

মোতির মা। তুমি যদি না যাও তো আমি যাব।

নবীন। এ যে ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকের ছানা ধরতে পাঠানো।

মোতির মা। তা হোক, তোমাকে যেতে হবে।

নবীন। এখনি?

মোতির মা। হাঁ, এখনি। ওঁর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়। আরো একটা কাজ আছে। নুরনগরে এখনি তার করে জানতে হবে বিপ্রদাসবাবু কেমন আছেন।

নবীন। তা বেশ। তা দাদাকে জানিয়ে করতে হবে তো।

মোতির মা। না।

নবীন। মেজোবউ, তুমি তো দেখি মরিয়া হয়ে উঠেছ! এ বাড়িতে টিকটিকি পোকা ধরতে পারে না কর্তার হুকুম ছাড়া, আর আমি—

মোতির মা। দিদির নামে তার যাবে, তোমার তাতে কী?

নবীন। আমার হাত দিয়ে তো যাবে।

মোতির মা। বড়োঠাকুরের আপিসে ঢের তার তো দরোয়ানকে দিয়ে পাঠানো হয়, তার সঙ্গে এটা চালান দিয়ো। এই নাও টাকা। দিদি দিয়েছেন।

নবীন। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী!

মোতির মা। ওই দিদি আসছেন। ওঁকে একটু হাসাতে হবে। আর কিছু না থাক্, তোমার ওই গুণটি আছে, তুমি লোক হাসাতে পার।[১]

কুমুদিনীর প্রবেশ

নবীন। বউদি, তোমার কাছে নালিশ আছে।

কুমুদিনী। কিসের নালিশ?

নবীন। দুঃখের কথা বলি। বড়ো অত্যাচার! এই ভদ্রমহিলা আমার বই লুকিয়ে রেখেছেন।

কুমুদিনী। এমন শাসন কেন?

নবীন। ঈর্ষা। যেহেতু নিজে ইংরেজি পড়তে পারেন না। আমি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে, উনি কিন্তু স্বামীজাতির এডুকেশনের বিরোধী! আমার বুদ্ধির যতই উন্নতি হচ্ছে, ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে ততই গরমিল হয়ে যাওয়াতেই ওঁর রাগ। এত করে বোঝালাম, অত বড়ো যে সীতা তিনিও রামচন্দ্রের পিছনে পিছনেই চলতেন, বিদ্যেবুদ্ধিতে আমি তোমার [চেয়ে][২] অনেক এগিয়ে চলেছি, এতে বাধা দিয়ো না।

মোতির মা। তোমার বিদ্যের কথা মা সরস্বতী জানেন, কিন্তু বুদ্ধির বড়াই করতে এসো না।

কুমুদিনী। কেন ভাই, ঠাকুরপোর বই লুকিয়ে রেখেছ?

মোতির মা। দেখো তো দিদি, শোবার ঘরে কি ওঁর পাঠশালা? ঘরে এসে দেখি মহাপণ্ডিত পড়তে বসে গেছেন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাগিদের পর তাগিদ, হুঁশ নেই।

কুমুদিনী। সত্যি ঠাকুরপো?

নবীন। বউরানী, খাবার ভালোবাসি নে এত বড়ো তপস্বী আমি নই। কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসি ওঁর মুখের মিষ্টি তাগিদ। সেইজন্যেই তো ইচ্ছে করে খেতে দেরি হয়, বই পড়াটা একটা অছিলা!

মোতির মা। ওঁর সঙ্গে কথায় হার মানি।

নবীন। আর আমি হার মানি যখন উনি কথা বন্ধ করেন।

কুমুদিনী। তাও কি কখনো ঘটে নাকি ঠাকুরপো?

নবীন। দুটো একটা তাজা দৃষ্টান্ত দিই তা হলে?

মোতির মা। আচ্ছা, আর তোমার দৃষ্টান্ত দিতে হবে না। এখন আমার চাবি কোথায়

লুকিয়ে রেখেছ বলো। দেখো তো দিদি, আমার চাবি লুকিয়ে রেখেছেন।

নবীন। ঘরের লোকের নামে তো police case করতে পারি না, তাই চোরকে চুরি দিয়েই শাস্তি দিতে হয়। আগে দাও আমার বই।

মোতির মা। তোমাকে দেব না, দিদিকে [১]এনে দিচ্ছি[১]। ওঁকে দিয়ো না। দেখি তোমার সঙ্গে কিরকম রাগারাগি করেন।

[২]বই আনতে প্রস্থান[২]

[৩]নবীন। বৌদি, শুনে তুমি কী ভাববে জানি নে, আমরা পরস্পরের ধন পরস্পর চুরি করে থাকি। এমনি করে আমাদের স্বভাবটা দুই পক্ষেই সমান বিগড়িয়ে যাচ্ছে।

কুমুদিনী। সেজন্যে অনুতাপের কোনো লক্ষণ তো দেখি নে।

নবীন। কড়া পড়ে গেছে মনটাতে। ত্রাণকর্তা যদি অন্তরে প্রবেশ করতে চান সর্জিকাল অপরেশন দরকার হবে।

মোতির মার প্রবেশ

মোতির মা। এই নাও দিদি, [৩]ওঁর বই[৩]।

কুমুদিনী। কিন্তু এ তো dictionary, এই বইয়ে বুঝি ঠাকুরপোর শখ!

মোতির মা। ওঁর শখ নেই এমন বই নেই। সেদিন দেখি কোথা থেকে একখানা গো-পালন জুটিয়ে নিয়ে পড়তে বসে গেছেন।

নবীন। নিজের দেহরক্ষার জন্যে ওটা পড়ি নে, অতএব ওতে লজ্জার কারণ নেই।

মোতির মা। দিদি, তোমার কি কিছু বলবার আছে? চাও তো এই বাচালটিকে এখন বিদায় করি।

কুমুদিনী। না, তার দরকার নেই।
আমার দাদা একজন লোক পাঠিয়েছেন শুনেছি।

নবীন। কিন্তু তিনি বোধ হয় এতক্ষণ চলে গেছেন।

কুমুদিনী। চলে গেছেন? আমার সঙ্গে দেখা না করেই?

মোতির মা। তুমি বড়োঠাকুরকে কিছু বল নি?

কুমুদিনী। বলেছিলুম। কিন্তু— তুমি ঠিক জান ঠাকুরপো, তিনি চলে গেছেন?

নবীন। তাই মনে হয়। আচ্ছা, আমি দেখে আসি!

কুমুদিনী। না, তোমরা বোসো, আমি দেখে আসি।

[প্রস্থান

মোতির মা। কী করবে বলো দিকি? বিপ্রদাসবাবুর উপর ওঁর রাগটা যেন ক্রমে ক্রমে বেড়েই উঠছে।

নবীন। তুমি তো জান না, এ সেই তিন পুরুষ আগেকার আক্রোশ, ঘোষালদের হেরে-যাওয়া লজ্জার প্রতিশোধ। ভাগ্যের দৌলতে দাদা আজ চাটুজ্জেদের সবটাকেই দেনার জালে জড়িয়ে ধরেছেন, তাদের আর পালাবার পথ নেই। কিন্তু বউরানী এখনো রয়ে গেছেন তাঁর আয়ত্তের বাইরে[৪]। দাদা কিছুতেই তাঁকে[৫] নিজের কবলে পাচ্ছেন না। বুঝে উঠতেই পাচ্ছেন না তো আয়ত্তে আনবেন কী। তাই বিপ্রদাসের উপরই

ওঁর রাগ ফুলে ফুলে উঠছে। ভেবেছেন সেই যেন অন্তরায়, তাই তাকে একেবারে লোপ করে দিতে না পারলে বউরানীকে পাবেন না নিজের মুঠোর মধ্যে সর্বস্ব ক'রে।

মোতির মা। কিন্তু এই কি তার সহজ উপায়? এ তো জবরদস্তি। ও মেয়ে এ পথ মানবে কেন? আর ঐশ্বর্য পেতে বড়োঠাকুরের কতদিন সময় লাগল, মন পেতে দুদিন সবুর সইবে না? ধনলক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করে মরতে হয়েছে, এ লক্ষ্মীর কাছে হাত পাততে হবে না? এ কি লুঠ করা সম্পত্তি যে গায়ের জোর দেখালেই কেড়ে নেওয়া যাবে? [1]এখন তুমি যাও।

নবীন। যাব কোথায়?

মোতির মা। বড়োঠাকুরের ডেস্কো খোঁজ করতে যাও।[1]

কুমুদিনীর প্রত্যাবর্তন

মোতির মা। দেখা পেলে দিদি?

কুমুদিনী। না, তাঁকে ওঁরা ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরপো, তোমায় একটি কাজ করতে হবে, বলো করবে?

নবীন। নিজের অনিষ্ট যদি হয় তো এখনি করব; কিন্তু তোমার অনিষ্ট হলে, কখনোই না।

কুমুদিনী। আমার আর কত অনিষ্ট হবে? আমি ভয় করি না। আমার এই বালা বেচে দাদার জন্য স্বস্ত্যেন করাতে হবে। ঠাকুরপো, দাদার জন্যে আর কিছুই তো করতে পারব না, কেবল যদি পারি দেবতার পায়ে তাঁর জন্যে পুজো পাঠিয়ে দেব।

নবীন। দেবতাকে হাতে করে দিতে হয় না বউরানী, তিনি এমনি নেন। তুমি তাঁকে যে ভক্তি কর তারই পুণ্যে তোমার দাদার জন্যে দিনরাত্রি স্বস্ত্যেন হচ্ছে। তোমার আর কিছু করতে হবে না, কিছু দরকার নেই।

কুমুদিনী। ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কত কাজ করতে পার, আমাদের যে সে জোর খাটাবার জোর নেই! ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ করব কী করে? দিন যে কাটে না, কোথাও যে রাস্তা খুঁজে পাই না! ঠাকুরপো, কাউকে জান' যিনি আমাকে গুরুর মতো উপদেশ দিতে পারবেন?

নবীন। কী হবে বউরানী?

কুমুদিনী। নিজের মন নিয়ে যে আর পেরে উঠছি নে!

নবীন। সে তো তোমার মনের দোষ নয়! ভয় কোরো না, তোমার দাদাই তোমাকে উপদেশ দেবেন।

কুমুদিনী। সেদিন আমার আর আসবে না।

মোতির মা। ও মা! বড়োঠাকুর আপিসে যাবেন না?

[সকলের প্রস্থান

মধুসূদনের প্রবেশ

[2]মধুসূদন। বড়োবউ![2]

চতুর্থ দৃশ্য

বাউলের গীত

[লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই?
দেখ্‌ রে চেয়ে আপন-পানে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই॥
ফিরছে কেঁদে প্রভাতবাতাস, আলোক যে তার ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে শুধায় আজি নীরবে তাই॥
কত গোপন আশা নিয়ে কোন্‌ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।
হল না তার ফুটে ওঠা, কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা—
মর্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায় সেই মাধুরী কোথা রে পাই॥][১]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের প্রাসাদে
সকালবেলা বাড়ির ছাদে

মোতির মা। একি দিদি! একি কাণ্ড? [১]এখনো সেই সেজবাতির ঘরে?[১] এখানে কেন ভাই?

কুমুদিনী। আর[২] কোথায় যাব?

মোতির মা। তোমার শোবার ঘরে।

কুমুদিনী। [৩]সেখান থেকে আমার নির্বাসন।[৩]

মোতির মা। কেন ভাই? দিদি, তুমি ভালোবাসতে পারছ না, নয়? আমার কাছে লুকিয়ো না। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো, কখনো কি ভালোবেসেছ? কাকে ভালোবাসা বলে তুমি জান?

কুমুদিনী। যদি বলি জানি তুমি হাসবে। সূর্য ওঠবার আগে যেমন করে আলো হয়, আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল। তুমি দময়ন্তীর কথা পড়েছ। শুভক্ষণে তাঁর বাঁ চোখ নেচেছিল, কিন্তু আগে তো জানতেন না যে নল রাজাকেই তিনি পাবেন; তবু যাঁকে পাবেন তাঁর জন্যেই সর্বান্তঃকরণের অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখলেন। তার পর যখন নল রাজাকে পেলেন তখন মনে হল এইজন্যেই বুঝি তাঁর বাঁ চোখ নেচেছিল। কিন্তু আমার এ কী হল দিদি?

মোতির মা। কী হল দিদি?

কুমুদিনী। আমার স্বপ্নে বোনা জাল কে যেন কঠিন হাতে ছিঁড়ে দিলে। এখন সব জিনিসই কঠিন হয়ে আমার লাগছে। একদিন হয়তো এ সবই সয়ে যাবে। কিন্তু জীবনে কোনোদিন আনন্দ পাব না তো।

মোতির মা। কিছুই বলা যায় না ভাই।

কুমুদিনী। খুব বলা যায়। আমার জীবনটা নির্লজ্জের মতো ফাঁকা হয়ে গেছে। নিজেকে ভোলাবার মতো আড়াল আর কোথাও বাকি নেই। তাই তো ভাবি যে, এখন থেকে কেবল কষ্ট পাব, কষ্ট দেব, আর মনে জানব এ সমস্তই আমার নিজের সৃষ্টি!

মোতির মা। তুমি কি বড়োঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবে না মনে কর?

কুমুদিনী। পারতুম ভালোবাসতে। মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সব জিনিসই পছন্দমতো করে নেওয়া সহজ হত। কিন্তু এখন যেন সে উপায় আর রইল না।

মনে হয় আমি যেন পথ ভুলে গেছি! আগে মনে করতুম ভালোবাসাই সহজ। সব স্ত্রী সব স্বামীকে আপনিই ভালোবাসে; আজ দেখছি ভালোবাসতে পারাটাই সব চেয়ে দুর্লভ, জন্মজন্মান্তরের সাধনায় ঘটে। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো ভাই, সব স্ত্রীই কি স্বামীকে ভালোবাসে?

মোতির মা। ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়। নইলে সংসার চলবে কী করে?

কুমুদিনী। সেই আশ্বাস দাও আমাকে। আর কিছু না হই, ভালো স্ত্রী যেন হতে পারি। পুণ্য তাতেই বেশি। সেইটাই কঠিন সাধনা। স্বামীকে ভালোবাসি নে এ কথা বলা পাপ, ভাবা পাপ! মন তো আমার কিছুতেই এ কথা মেনে নিতে রাজি নয়। কিন্তু কই, তবু তো বুকের মাঝে তাঁকে পাচ্ছি নে যেমন করে পেয়েছিলুম আমার ঠাকুরকে। [১]আচ্ছা, দাদাকে টেলিগ্রাফ করতে বলেছিলুম, করেছ?

মোতির মা। হাঁ, তখনি করেছি।

কুমুদিনী। উত্তর আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

মোতির মা। তোমার মনের উদ্‌বেগে দেরি বোধ হচ্ছে।

কুমুদিনী। মন কেন এত ছটফট্ করছে, বলব?

মোতির মা। বলো।

কুমুদিনী। ঠাকুরকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, দাদা ছাড়া ত্রিভুবনে আমার আর কেউ নেই। সেই আমার দাদার জন্যে দিনরাত্রি ভাবনা। যে দেবতা জীবনের সফলতা থেকে আমাকে বিনা দোষে নিঃশেষে বঞ্চিত করতে পারলেন, আমার এই দুঃখে তাঁর কি কোনো দরদ আছে, দাদাকেই আমি এই প্রশ্ন করব।

মোতির মা। তাই কোরো।

কুমুদিনী। আমার টেলিগ্রামের জবাব এলে তখনি যেন পাই বোন।

মোতির মা। আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না।[১]

[নেপথ্যে গান][২]

[আজি   কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
              কোন্ জনে করে বঞ্চিত,
  তব   চরণ-কমল-রতন-রেণুকা
              অন্তরে আছে সঞ্চিত॥
  কত   নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে
              মর্মমাঝারে শল্য বরষে,
        তবু প্রাণ মন পীযূষ-পরশে
              পলে পলে পুলকাঞ্চিত॥

আজি কিসের পিপাসা মিটিল না ওগো
পরম পরানবল্লভ।
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার তব
সকরুণ করপল্লব।
নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্,
আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত—
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত॥]

দ্বিতীয় দৃশ্য[১]

ঘর। সেদিনই মধ্যাহ্ন

মধুসূদন। বড়োবউয়ের কানে মন্ত্র ফোসলাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করি নে। আমার ঘরের বউ আমার ইচ্ছেমতো চলবে, আর-কারও পরামর্শ নিয়ে চলবে না, এই হল নিয়ম।

নবীন। সে তো ঠিক কথা।

মধুসূদন। তাই আমার ইচ্ছে মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।

নবীন। ভালো হল দাদা। আমি আরো ভাবছিলুম পাছে তোমার মত না হয়।

মধুসূদন। তার মানে?

নবীন। কদিন থেকে দেশে যাবার জন্যে মেজোবউ অস্থির করে তুলেছে। জিনিসপত্র সব গোছানোই আছে, এবার একটা ভালো দিন দেখলেই যাত্রা করবে।

মধুসূদন। তার মানে! এ-সব কি তাঁর নিজের ইচ্ছেতেই হবে নাকি! আর, আমি বুঝি বাড়ির কেউ নই! কেন, যাবার জন্যে এত তাড়া কিসের শুনি।

নবীন। বাড়ির গিন্নি এখন এ বাড়িতে এসেছেন। এখন এ বাড়ির সমস্ত ভার তো তাঁকেই নিতে হবে। তাই মেজোবউ বললে, আমি মাঝে থাকলে কী জানি কখন কী কথা ওঠে, তার চেয়ে মানে মানে সরে যাওয়াই ভালো।

মধুসূদন। এ-সব কথার বিচারভার কি তাঁরই উপর নাকি!

নবীন। কী করব বলো দাদা, মেয়েমানুষের বুঝ।

মধুসূদন। দেখো নবীন, মেজোবউকে আদর দিয়ে তুমিই বিগড়ে দিয়েছ। তাকে একটু কড়া করেই বলো, এখন তার যাওয়া চলবে না। তুমি পুরুষমানুষ, নিজের ঘরে তোমার শাসন চলবে না, এ আমি দেখতে পারি নে।

নবীন। চেষ্টা করে দেখব দাদা। কিন্তু—

মধুসূদন। আচ্ছা, আমার নাম করেই বলো, এখন তার যাওয়া চলবে না। যখন সময় বুঝব তখন যাবার দিন আমিই ঠিক করে দেব।

নবীন। না, তুমিই বললে কিনা, মেজোবউকে দেশে পাঠাতে হবে। তাই ভাবছি—

মধুসূদন। আমি কি বলেছি এই মুহূর্তেই পাঠিয়ে দিতে হবে? যাও যাও, ও-সব চালাকি চলবে না আমার কাছে। [২]আমার আপিসের গাড়ি বলে দাও।

[প্রস্থান

কুমুদিনীকে[৩] নিয়ে মোতির মার প্রবেশ

মোতির মা। এই ওঁর আপিস-ঘর।

কুমুদিনী। কোথা[৪] ওঁর ডেস্ক, কোথায় উনি চিঠি রাখেন?

মোতির মা। মাপ করো, সে আমি[৫] বলতে পারব না।

কুমুদিনী। কেন পারবে না?

মোতির মা। তোমাকে দুঃখে ফেলা হবে।

কুমুদিনী। দাদার চিঠি আমাকে দিল না তার চেয়ে দুঃখ আমাকে আর কী দেবে?

মোতির মা। আচ্ছা, তুমি তবে যাও, তোমার চিঠি আমিই নিয়ে গিয়ে দেব।

কুমুদিনী। সে হবে না, আমার দায় আমিই নেব। আমার চিঠি যদি কেউ চুরি করে রাখে তবে আমিই সেটা উদ্ধার করব।

মোতির মা। আমি জানি ওঁকে, ক্ষমা করবেন না।

কুমুদিনী। নিজের চিঠি নিজে চুরি করে পড়তে হল এর চেয়ে শাস্তি কী হতে পারে?

মোতির মা। কোন্‌টা নিজের কোন্‌টা নিজের নয় সে বিচার এ বাড়ির কর্তা করে দেন।

কুমুদিনী। আমি বিচারের অপেক্ষা করতে পারব না। দেখিয়ে দাও— ওই চিঠিখানির জন্যে বুকের পাঁজরগুলোর উপর মনটা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে মরছে। কী দুঃখ বুঝতে পারছ না কি?

দেরাজ খুলে

মোতির মা। ওই তোমার চিঠি সক্কলের উপরে।

চিঠি তুলে নিয়ে

কুমুদিনী। এ তো আজকের তারিখের ছাপ নয়। আচ্ছা, তুমি যাও।

মোতির মা। থাকি-না তোমার কাছে?

কুমুদিনী। না, যাও।

মোতির মা। তা, চিঠিটা নিয়ে চলে এসো।

কুমুদিনী। এই ডেস্কেই রেখে যাব।

[মোতির মার প্রস্থান[১]

আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন করুন, আমি তাই বলে চুরি করে চুরির শোধ দিতে চাই নে।

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। এ ঘরে তুমি যে!

কুমুদিনী। আমার নামে দাদার চিঠি এসেছে কি না দেখতে এসেছিলেম।

মধুসূদন। চিঠি তো আমিই তোমার কাছে নিয়ে যেতুম, সেজন্যে তোমার তো আসবার দরকার ছিল না।

কুমুদিনী। তোমারও নিয়ে যাবার দরকার নেই। এ চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিতে চাও নি— পড়ব না। এই ছিঁড়ে ফেললুম। কিন্তু এমন কষ্ট তুমি আমাকে আর কখনো দিয়ো না।

[মুখে আঁচল চেপে ধরে দ্রুত প্রস্থান

সগর্জনে

মধুসূদন। নবীন!

নবীনের প্রবেশ

নবীন। আজ্ঞে।[১]

মধুসূদন। ডেস্কের চিঠির কথা বড়োবউকে কে বললে?

নবীন। আমি[২]ই বলেছি[২]।

মধুসূদন। হঠাৎ তোমার এত সাহস বেড়ে উঠল কোথা থেকে?

নবীন। বউরানী আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাই বলেছিলুম।

মধুসূদন। আমাকে জিজ্ঞাসা করতে সবুর সয় নি?

নবীন। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই।

মধুসূদন। তাই আমার হুকুম উড়িয়ে দিতে হবে?

নবীন। তিনি তো এ বাড়ির কর্ত্রী, কেমন করে জানব তাঁর হুকুম এখানে চলবে না? তিনি যা বলবেন আমি তা অমান্য করব এত বড়ো আস্পর্ধা আমার নেই। [৩]এই আমি তোমার কাছে বলছি, তিনি তো শুধু আমার মনিব নন, তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে যে মানব সে নিমক খেয়ে নয়, সে আমার ভক্তি থেকে।[৩]

মধুসূদন। নবীন, তোমাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি। এ-সব বুদ্ধি তোমার নিজের নয়। জানি তোমার বুদ্ধি কে জোগায়। যাই হোক, আজ আর সময় নেই, কাল সকালের ট্রেনেই তোমাদের দেশে যেতে হবে।

নবীন। [৪]যে আজ্ঞা।[৪] বেশ, তাই যাব।

প্রস্থানোদ্যম[৫]

মধুসূদন। শোনো। তোমার মাইনে চুকিয়ে নিয়ে যাও। এখন থেকে তোমাদের খরচপত্র জোগাতে পারব না।

নবীন। তা জানি। দেশে আমার অংশে যে জমি আছে তাই আমি চাষ করে খাব।

মধুসূদন। হাঁ, ওই চাষাগিরিই তোমার কপালে আছে।

[প্রস্থান

মোতির মার প্রবেশ

নবীন। দেখো মেজোবউ, এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি, এ বাড়ির অন্নজলে অনেক বার আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু এইবার আমার অসহ্য হচ্ছে যে, এমন বউ ঘরে পেয়ে কী করে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয়, দাদা তো[৬] বুঝলে না। সমস্ত নষ্ট করে দিলে। ভালো জিনিসের ভাঙা টুকরো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।

মোতির মা। সে কথা তোমার দাদার বুঝতে বাকি থাকবে না। কিন্তু তখন ভাঙা আর জোড়া লাগবে না।

নবীন। লক্ষ্মণ দেওর হবার ভাগ্য আমার সইল না এইটাই মনে লাগছে। যা হোক, তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলো, এ বাড়িতে যখন সময় আসে তখন তার আর তর সয় না।

মোতির মা। হুকুম হয়েছে তবে, এবার বিদায় নিতে হবে?

নবীন। হাঁ, আমাদের আর সহ্য করতে পারছেন না। ভেবেছেন তাঁর অংশে অন্যায় ভাগ বসাচ্ছি আমরা।

মোতির মা। তাঁর ন্যায্য অংশ যে কী, কেমন করে তা পেতে হয়, তাই কি তোমার দাদা জানেন? অথচ লোভটুকু আছে ষোলো আনা। কিন্তু পাচ্ছেন না বলে পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের উপর রেগে উঠছেন[১]। অথচ হুঁশ নেই যে লক্ষ্মী-বিদেয় নিজেই করে বসে আছেন।[২]

কুমুদিনীর প্রবেশ

[নবীন][৩]। বৌদি, বিদায় নেব, পায়ের ধুলো দাও।

কুমুদিনী। কেন ভাই!

নবীন। তোমাকে সেবা করতে পারব এই খুশিতে বুক ভরে উঠেছিল। কিন্তু নবীনের কপালে এতটা সৌভাগ্য সইবে কেন? ক'টা দিন মাত্র তোমাকে পেয়েছি, কিছুই করতে পারি নি, এই আফশোসটাই মনে রয়ে গেল।

কুমুদিনী। কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

নবীন। দাদা আমাদের দেশেই পাঠাবে। এখানে আর আমাদের সইল না।

কুমুদিনী। তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব।

মোতির মা। তোমাকে নিয়ে যাবার সাধ্য কী দিদি?

কুমুদিনী। কেন?

মোতির মা। বড়োঠাকুর তা হলে আমাদের মুখ দেখবেন না।

কুমুদিনী। তা হলে আমারও দেখবেন না।

মোতির মা। কিন্তু দিদি, তোমার জন্যে এ শাস্তি নয়, এ যে আমাদের নিজেদের পাপের জন্যে।

কুমুদিনী। কিসের পাপ তোমাদের?

মোতির মা। আমরাই তো খবর দিয়েছি তোমাকে।

কুমুদিনী। আমি যদি খবর জানতে চাই তা হলে খবর দেওয়াটা অপরাধ?

নবীন। কর্তাকে না জানিয়ে দেওয়াটা অপরাধ।

কুমুদিনী। তাই ভালো। অপরাধ তোমরাও করেছ, আমিও করেছি। একসঙ্গেই ফলভোগ করব। ঠাকুরপো, দ্বিধা কোরো না, আমারও যাবার আয়োজন করো।

নবীন। আচ্ছা, দেখি ব'লে, দাদা কী বলেন।

[প্রস্থান

মোতির মা। দিদি, এটা একটা ভুল হবে না তো?

কুমুদিনী। কোন্‌টা?

মোতির মা। এই ছেড়ে চলে যাওয়া?

কুমুদিনী। তাড়িয়েই যদি দেয় তো কী করব?

মোতির মা। কিন্তু দিদি—

কুমুদিনী। না ভাই, এর মধ্যে আর কিছু নেই। এ শাস্তি আমাকেই দেওয়া হয়েছে। আমি যাদের স্নেহ করি একে একে তাদের সরিয়ে দিয়ে ভেবেছেন আমাকে পাবেন সম্পূর্ণ করে। কিন্তু তাই কি কখনো হয়? একটা জিনিসকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললে পাবার মতো তাতে বাকি থাকে কী? আমার দুর্ভাগ্য! দেবার মতো করে যখনি থালা সাজিয়ে নৈবেদ্য গড়ে তুলেছি তখনি কে যেন ধাক্কা দিয়ে আমার নৈবেদ্য ছারখার করে দিচ্ছে!

মোতির মা। কিন্তু আমরা যে গরিব দিদি!

কুমুদিনী। আমিও কম গরিব না। আমারও বেশ চলে যাবে। আজ আমার কী মনে হচ্ছে জান? এই-যে আমার হঠাৎ বিয়ে হল, এ তো সমস্ত আমি নিজে ঘটিয়ে তুললুম। কিন্তু কী অদ্ভুত মোহে, কী ছেলেমানুষি ক'রে! যা-কিছুতে সেদিন আমাকে ভুলিয়েছিল তার মধ্যে সমস্তই ছিল ফাঁকি। অথচ এমন দৃঢ় বিশ্বাস, এমন বিষম জেদ, যে, সেদিন আমাকে কিছুতেই কেউ ঠেকাতে পারত না। দাদা বাধা দেন নি বটে, কিন্তু কত ভয় পেয়েছেন, কত উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন, তা কি আমি বুঝতে পারি নি! বুঝতে পেরেও নিজের ঝোঁকটাকে একটুও দমন করি নি।

মোতির মা। আচ্ছা দিদি, তুমি যে বিয়ে করতে মনস্থির করলে, কী ভেবে?

কুমুদিনী। তখন মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে প্রজাপতি যাকেই স্বামী বলে ঠিক করে দিয়েছেন তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেছি, মনে হয়েছে শাস্ত্রের শ্লোকের সঙ্গে নিজের জীবনকে গেঁথে দেওয়া খুব সহজ।

মোতির মা। দিদি, উনিশ বছরের কুমারীর জন্যে শাস্ত্র লেখা হয় নি।

কুমুদিনী। আজ বুঝতে পেরেছি সংসারে ভালোবাসাটা উপরি পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে সংসার-সমুদ্রে ভাসতে হয়। ধর্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।

মধুসূদনের প্রবেশ। মোতির মার প্রস্থান

মধুসূদন। বড়োবউ, তুমি যেতে পারবে না।

কুমুদিনী। কেন?

মধুসূদন। আমি বলছি বলে।

কুমুদিনী। তোমার হুকুম?

মধুসূদন। হাঁ, আমার হুকুম।

কুমুদিনী। বেশ, তা হলে যাব না। তার পরে, আর কী হুকুম আছে বলো।

মধুসূদন। না, আর কিছু নেই। শোনো, শোনো, তোমার জন্যে আংটি এনেছি।

কুমুদিনী। আমার যে আংটির দরকার ছিল সে তুমি পরতে বারণ করেছ, আর আমার আংটির দরকার নেই।

এক বাক্স আংটি খুলে

মধুসূদন। একবার দেখোই-না চেয়ে। এর যেটা তোমার পছন্দ সেইটাই তুমি পরতে পার।

কুমুদিনী। তুমি যেটা হুকুম করবে সেইটাই পরব।

মধুসূদন। আমি তো মনে করি তিনটেই তিন আঙুলে মানাবে।

কুমুদিনী। হুকুম করো তিনটেই পরি।

মধুসূদন। আমি পরিয়ে দিই?

কুমুদিনী। দাও পরিয়ে—

মধুসূদন আংটি তিনটি পরালে

আর কিছু হুকুম আছে?

মধুসূদন। বড়োবউ, রাগ করছ কেন?

কুমুদিনী। আমি একটুও রাগ করছি নে।

মধুসূদন। আহা, যাও কোথা? শোনো, শোনো।

কুমুদিনী। কী বলো।

মধুসূদন। আচ্ছা, যাও। দাও, আংটিগুলো ফিরিয়ে দাও।

কুমুদিনী তাই করিল

যাও চলে।—

[কুমুদিনীর প্রস্থান

নবীন!

নবীনের প্রবেশ

মধুসূদন। বড়োবউকে তোরা খেপিয়েছিস?

নবীন। দাদা, কালই তো আমরা যাচ্ছি। তোমার কাছে ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলে আর কথা কব না। আমি আজ এই স্পষ্ট বলে যাচ্ছি— বউরানীকে খেপাবার জন্যে সংসারে আর কারও দরকার হবে না, তুমি একাই তা পারবে। আমরা থাকলে তবু যদি-বা কিছু ঠাণ্ডা রাখতে পারতুম, কিন্তু সে তো তোমার সইবে না!

মধুসূদন। জ্যাঠামি করিস নে। রজবপুরে যাবার কথা তোরাই ওকে শিখিয়েছিস।

নবীন। এ কথা ভাবতেই পারি নে তো শেখাব কী?

মধুসূদন। দেখ্‌, এই নিয়ে যদি ওকে নাচাস, তোদের ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

নবীন। দাদা, এ-সব কথা বলছ কাকে? যেখানে বললে কাজে লাগে সেখানে বলো গে।

মধুসূদন। তোরা কিছু বলিস নি?

নবীন। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কল্পনাও করি নি।

মধুসূদন। বড়োবউ যদি এখন জেদ ধ'রে বসে, কী করবি তোরা?

নবীন। তোমাকে ডেকে আনব। তোমার পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা আছে, তুমি ঠেকাতে *পারবে।* [১]*তার পরে যুদ্ধের সংবাদ কাগজে রটলে মেজোবউকে সন্দেহ কোরো না।*

মধুসূদন। চুপ কর্।[১] বড়োবউ যদি রজবপুরে যেতে চায় তো যাক। আমি কিছু বলব না।

নবীন। আমরা তাঁকে খাওয়াব কী করে?

মধুসূদন। তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে। যা, যা বলছি, বেরো ঘর থেকে।[২]

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্যের আরম্ভে[১]

নবীন ও মোতির মা

নবীন। মেজোবউ, আমি একটা পাপকর্মের ভূমিকা রচনা করেছি।

মোতির মা। সে শক্তি তোমার আছে। তার ফল হবে কী?

নবীন। পাপের ফল হবে পুণ্য। অন্তত সেই আশা।

মোতির মা। কী কুকীর্তি করেছ শুনি!

নবীন। ব্যাঙ্কটস্বামী নাম দিয়ে এক গ্রহাচার্য খাড়া করেছি। মাদ্রাজি। মস্ত ঝুঁটি, কপালে তিলক। মোটা লালপেড়ে ধুতি, চটিজোড়া আধখানা নৌকোর গড়নে।

মোতির মা। জ্যোতিষী নাকি?

নবীন। সাতপুরুষে না। ম্যাকিনন কোম্পানির আপিসে হিসেবের খাতা লেখে। চলনসই বাংলা জানে।

মোতির মা। কী করবে সে?

নবীন। তাকে দিয়ে যেটা বলাতে চাই বলিয়ে নেব।

মোতির মা। উল্‌টো বলবে না তো?

নবীন। খুব কষে তাকে তালিম দিয়ে নিয়েছি।

মোতির মা। তোমার দাদা এ-সব মানে না যে।

নবীন। ব্যাবসা যখন ভালো চলে তখন মানবার দরকার করে না। সম্প্রতি ওঁর লোকসানের কপাল পড়েছে, এইবার লাভের কপাল খুলবে দৈবজ্ঞের।

মোতির মা। কথাটা তুললেই বড়োঠাকুর তোমাকে কষে বকুনি দেবেন।

নবীন। সেটা বকুনির ভান, বুদ্ধির গুমর দেখাবার জন্যে। সেই গুমর ভাঙে ভয়ের তাড়া খেলেই। বোকামি বেরিয়ে পড়ে নির্লজ্জ হয়ে ভিতর থেকে, যখন বিপদ ঘাড়ে দেয় চাপ।

মোতির মা। আমরা তো চলে যাচ্ছি, বুদ্ধির লঙ্কাকাণ্ড করবে কখন?

নবীন। এখনি। এই রাত্রেই।

মোতির মা। এখনি? কী বলো!

নবীন। সময় কই! লোকটাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখেছি। শেষ চেষ্টা করে যাব। সত্যি গ্রহ যদি আমাদের তাড়া করে তবে মিথ্যে গ্রহ লাগিয়ে তাকেই লাগাব তাড়া।

মোতির মা। দিবেরাত্রি অনেক ভুল করে থাক, তার উপরে নাহয় আরো একটা হবে, বোঝার উপর শাকের আঁটি। ওই আসছেন বড়োঠাকুর, যাই আমি।

[প্রস্থান

মধুসূদনের প্রবেশ

নবীন। দাদা, একটু দরকার আছে।

মধুসূদন। কিসের দরকার? বিপ্রদাসবাবুর মোক্তারি করতে চাও?

নবীন। এত বড়ো শক্তি আমার নেই। দরকার আমার নিজের।

মধুসূদন। কী শুনি।

নবীন। শুনলে তুমি রাগ করবে।

মধুসূদন। না শুনলে আরো রাগ করব।

নবীন। কুম্ভকোনাম থেকে এক জ্যোতিষী এসেছে, তাকে দিয়ে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করাতে চাই।

মধুসূদন। কোথাকার মূর্খ! এ-সব বিশ্বাস কর নাকি?

নবীন। সহজ অবস্থায় করি নে, ভয় লাগলেই করি।

মধুসূদন। ভয়টা কিসের শুনি।

নবীন মাথা চুলকোতে লাগল

মধুসূদন। ভয়টা কাকে বলোই-না।

নবীন। এ সংসারে তোমাকে ছাড়া ভয় কাউকেই করি নে। দেখছি তোমার ভাবগতিক ভালো নয়, তাই স্পষ্ট করে জানতে চাই গ্রহ কী করতে চান আমাকে নিয়ে, আর তিনি ছুটিই বা দেবেন কোন্ নাগাত।

মধুসূদন। তোমার মতো নাস্তিক, কিচ্ছু বিশ্বাস কর না, শেষকালে—

নবীন। দেবতার 'পরে বিশ্বাস থাকলে গ্রহকে বিশ্বাস করতুম না, দাদা। ডাক্তারকে যে মানে না, হাতুড়েকে মানতে তার বাধে না।

মধুসূদন। লেখাপড়া শিখে, বাঁদর, তোমার এই বিদ্যে!

নবীন। লোকটার কাছে যে ভৃগুসংহিতা রয়েছে। যেখানে যে-কেউ যে-কোনোখানেই জন্মাবে সকলেরই কুষ্ঠি একেবারে তৈরি— খাস সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এর উপরে তো আর কথা চলে না। হাতে হাতে পরীক্ষা করে নাও।

মধুসূদন। বোকা ভুলিয়ে যারা খায় ভগবান তাদের পেট ভরাবার জন্যে তোমাদের মতো বোকা জুগিয়ে থাকেন।

নবীন। আবার সেই বোকাদের বাঁচাবার জন্যে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মতো বুদ্ধিমান। ভৃগুসংহিতার উপরে তোমার বুদ্ধি খাটিয়ে দেখোই-না। তোমার কাছে বড়ো বড়ো ঋষিমুনিদের ফাঁকিও ধরা পড়বে।

মধুসূদন। আচ্ছা, দেখব তোমার কুম্ভকোনামের চালাকি।

নবীন। তোমার যে-রকম জোর অবিশ্বাস দাদা, ওতে গণনায় ভুল হয়ে যায়। মানুষকে বিশ্বাস করলে মানুষ বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, গ্রহদেরও সেই দশা। এই দেখো-না, সাহেবগুলো গ্রহ মানে না, তাই তারা তেরস্পর্শে যাত্রা করলেও লড়াই জেতে। সেদিন ছিল দিক্‌শূল, আরো কত কী, বেরিয়ে পড়ল তোমাদের ছোটোসাহেব,

ঘোড়দৌড়ে জিতে এল বাজি— আমি হলে বাজি জেতা দূরস্তাং, ঘোড়াটা ছুটে এসে লাথি বসিয়ে দিত আমার পেটে। দাদা, এই-সব পাজি গ্রহনক্ষত্রের উপর তোমার বুদ্ধি খাটিয়ো না— একটু বিশ্বাস মনে রেখো।

মধুসূদন। আচ্ছা, কালকে তাকে দেখা যাবে।

নবীন। আমি তাকে আনিয়েছি। তোমাকে নির্জনে পাব বলে এই দশটা রাত্রেই তাকে নিয়ে এলুম।

মধুসূদন। কোথায় সে?

নবীন। চলো-না সেখানে[১] গিয়ে একবার—

মধুসূদন। না না, বাইরে নয়, লোকজন এসে পড়বে।

নবীন। তা হলে কি—

মধুসূদন। হাঁ, তাকে এইখানেই ডেকে আনো, শোবার ঘরেই।

[নবীনের প্রস্থান

চঞ্চলভাবে মধুসূদন পায়চারি করে বেড়াতে লাগল

কেদার!

কেদারের প্রবেশ

কেদার। মহারাজ!

মধুসূদন। এই কার্পেটটা সরিয়ে নিয়ে যা। বেটা কোন্ বড়োবাজারের ধুলো পায়ে করে আনবে!

কেদারের তথাকরণ। বেঙ্কটকে নিয়ে নবীনের প্রবেশ।

কেদারের প্রতি

মধুসূদন। এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? যা তুই!

[কেদারের প্রস্থান

দেখো, আমার কিন্তু সময় নেই, জরুরি কাজ। আজ রাত্রেই খাতা নিয়ে পড়তে হবে।

নবীন। কিছু ভয় নেই দাদা, দেরি হবে না। আসল কাজটা দশ হাজার বছর আগেই সারা হয়ে আছে। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই গ্রহচক্রান্তের খোঁজ পাওয়া যাবে।

মধুসূদন। আচ্ছা, তা হলে চট্‌পট্‌ শুরু করে দাও স্বামীজি।

সামনে ঘড়ি খুলে রেখে দিল

মাটিতে খড়ি দিয়ে বেঙ্কটের আঁক কষা

নবীন। দাদার ঠিকুজি এই আমি এনেছি। দেখতে চান?

উল্‌টে পালটে দেখে, মাথা নেড়ে

বেঙ্কট। প্রমাদবহুলমেতৎ।

চমকে উঠে

মধুসূদন। কী বলছ স্বামী, প্রমাদ? প্রমাদ ঘটেছে!

নবীন। ভাষায় বলো প্রভু।

বেঙ্কট। ভুলানি প্রভৃতানি।

নবীন। বুঝেছি। ভুল থাকে তো ওটা ফেলেই দাও-না।

আঁক কষে

বেঙ্কট। পঞ্চমো বর্গঃ।

আঙুলের পর্ব গুনতে গুনতে

ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ, প বর্গ। পঞ্চম বর্ণ, প ফ ব ভ ম।

মধুসূদন। বিদ্যেসাগরের বর্ণপরিচয় আওড়াতে শুরু করলে যে, একেবারে গোড়া থেকেই। তা হলে তো রাত পুইয়ে যাবে!

বেঙ্কট। পঞ্চাক্ষরকং।

হাঁটু চাপড়ে

নবীন। পঞ্চাক্ষর! বুঝেছি দাদা। কী আশ্চর্য!

মধুসূদন। কী বুঝলে?

নবীন। পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম, তাকে নিয়ে পাঁচটা অক্ষর। ম-ধু-সূ-দ-ন! জন্মগ্রহের অদ্ভুত কৃপায় তিনটে পাঁচ এক জায়গায় এসে ঠেকেছে। এ'কে বলে পাঁচের ত্রিবেণীসংগম। কী বলো স্বামী?

গম্ভীরভাবে

বেঙ্কট। ইত্যেব।

নস্যগ্রহণ

নবীন। দাদা, দেখলে কাণ্ড? নামকরণ হয়েই গেছে ভৃগুমুনির খাতায়— সত্যযুগে— বাপ-মা তো উপলক্ষ। তপস্যার কী জোর! বাস্ রে! মনে করলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়!

বেঙ্কট। সহর্ষের্ঘঃ।

নস্যগ্রহণ।

ব্যস্ত হয়ে

মধুসূদন। কী মানে?

নবীন। স্বামীজি, অর্থটা কী বলে দিন।

বেঙ্কট। লিখনমিদং।

একখানা কাগজ দিল।

নবীনকে

মধুসূদন। তুমি পড়ে দাও।

নবীন। অল্প যে একটু সংস্কৃত জানি তাতে দেখছি ভৃগুমুনি বলছেন, জাতকের ঘরে সম্প্রতি নববধূ-সমাগম, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! মনে আছে তো দাদা, বউরানী আমাদের ঘরে আসতে-না-আসতেই একদিনে মুনফা ফেঁপে উঠল।

বেঙ্কট। সাম্প্রতম্ কুপিতা লক্ষ্মীঃ।

নবীন। কী বল স্বামী? কুপিতা? সেই রকমটাই তো দেখা যাচ্ছে। লোকসান তো শুরু হয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে

মধুসূদন। এখন কী করতে হবে বলে দাও।

বেঙ্কট। প্রপরাপসংনির্‌দুর্‌ অভি অধি উপ আং।

ঝুঁকে পড়ে

মধুসূদন। কী হল, কী হল, কী বলছে?

বেঙ্কট। মনস্তুষ্টিঃ নাতিবিলম্বেন।

নবীন। ভৃগুমুনি লিখে দিয়েছেন বুঝি?

বেঙ্কট। এবমেব।

নবীন। দাদা, লক্ষ্মীর মন অবিলম্বে প্রসন্ন করতে হবে। ভাবনা কী! আমরা সকলে মিলে উঠেপড়ে লাগব। দাদা, আর দেরি নয়।

মধুসূদন। দেখো নবীন, তোমরা রজবপুরে যাওয়া বন্ধ করে দাও।

নবীন। যাব না? কিন্তু মালপত্র রওনা করব বলে গোরুর গাড়ি ডাকতে বলেছি।

মধুসূদন। থাক্‌ তোমার গোরুর গাড়ি। কেদার!

[কেদারের প্রবেশ]

কেদার। হুজুর!

মধুসূদন। দেওয়ানজিকে বলে দে— নবীন, স্বামীজিকে বকশিশ কত দেওয়া যায়?

নবীন। আপাতত পঁচিশ দিলেই চলবে।

মধুসূদন। কেদার, স্বামীজিকে দেওয়ানজির আপিসে নিয়ে যা, বল্‌ পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা দিতে হবে। স্বামীজি, আবার কিন্তু আসছে রবিবারে অবশ্য অবশ্য আসা চাই, অনেক কথা শোনবার বাকি রইল।

[বেঙ্কটকে নিয়ে কেদারের প্রস্থান

নবীন। ওই বেঙ্কটশাস্ত্রীর কথা একটুও বিশ্বাস করি নে দাদা। নিশ্চয় কারও কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে।

মধুসূদন। ভারি বুদ্ধি তোমার! যেখানে যত মানুষ আছে সক্কলের খবর আগেভাগে জুটিয়ে রাখা! সহজ কথা কিনা!

নবীন। এটাই তো সহজ। মানুষ জন্মাবার আগে কুষ্ঠি লেখা সহজ নয়। ভৃগুমুনি কি কুষ্ঠির হিমালয় পর্বত বানিয়েছেন? বেঙ্কটের ঘরে সেটা ধরলই বা কোথায়!

মধুসূদন। এক আঁচড়ে লক্ষ লক্ষ কথা লিখতে পারতেন তাঁরা।

নবীন। অসম্ভব।

রেগে

মধুসূদন। অসম্ভব! যা তোমার বুদ্ধিতে কুলোয় না তাই অসম্ভব। ভারি তোমার সায়াান্স! যা যা, আর বকিস নে।

[নবীনের প্রস্থান[১]

তৃতীয় দৃশ্য[১]

ছাদের এক কোণে শ্যামাসুন্দরী দাঁড়িয়ে দেখছিল

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। তুমি কী করছ এত রাত্রে এখানে?

শ্যামাসুন্দরী। শুয়ে ছিলুম। তোমার পায়ের শব্দ শুনে ভয় হল। ভাবলুম বুঝি—

মধুসূদন। আস্পর্ধা বাড়ছে দেখছি। আমার সঙ্গে চালাকি করতে চেয়ো না। সাবধান করে দিচ্ছি।

শ্যামাসুন্দরী। চালাকি করব না ঠাকুরপো। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসি নি, কতকালের সম্বন্ধ। আমরা সইব কী করে?

[২]মধুসূদন। আচ্ছা, থামো। বড়োবউকে পাঠিয়ে দাও আমার শোবার ঘরে।

[শ্যামাসুন্দরীর প্রস্থান

কুমুদিনীর প্রবেশ

মধুসূদন। এসো, বোসো।

কুমুদিনী সোফায় বসল, মধুসূদন বসল মেঝের উপর পায়ের কাছে। কুমুদিনী উঠতে যাচ্ছিল। মধুসূদন হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে।

মধুসূদন। উঠো না, শোনো আমার কথা। আমি এখনি আসছি। বলো তুমি চলে যাবে না।

কুমুদিনী। না, যাব না।

মধুসূদনের প্রস্থান। কুমুদিনীর মৃদুস্বরে গান[৩]।

নবীন ও মোতির মাকে নিয়ে মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। শোনো বলি, কাল তোমাদের রজবপুরে যেতে বলেছিলুম, কিন্তু তার দরকার নেই। কাল থেকে বিশেষ করে বড়োবউয়ের সেবায় তোমাকে নিযুক্ত করে দিলুম। এই বলে দিলুম, এখন যাও।

[উভয়ের প্রস্থান[৪]

কাছে এসে

বড়োবউ— তোমার দাদার টেলিগ্রাম এসেছে!

কুমুদিনী চমকে উঠল

[৫]"আশীর্বাদ জানিয়েছেন,"[৫] লিখেছেন [৬]"উদ্‌বেগের কারণ নেই"[৬]। বড়োবউ, তুমি কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছ?

কুমুদিনী। না, আমার রাগ নেই, একটুও না।

মধুসূদন। তোমার জন্যে কী এনেছি দেখো। তোমার দাদার দেওয়া সেই নীলার আংটি, আমাকে তুমি এই আংটি পরিয়ে দিতে দেবে? ভুল করেছিলুম তোমার হাতের আংটি খুলে নিয়ে। তোমার হাতে কোনো জহরতে দোষ নেই।

মুক্তোমালা বের করে

তোমার জন্যে মুক্তার মালা এনেছি। কেমন, পছন্দ হয়েছে? খুশি হয়েছ? আমি পরিয়ে দেব?

কুমুদিনী নিরুত্তর

বুঝেছি, দরখাস্ত নামঞ্জুর। বড়োবউ, তোমার বুকের কাছে আমার অন্তরের এই দরখাস্তটি লটকিয়ে দেব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার আগেই ডিস্‌মিস্‌। আচ্ছা, আর-একটি জিনিস যদি দিই তো কী দেবে বলো। যেমন জিনিসটি তার উপযুক্ত দাম নেব কিন্তু!

এস্রাজ এনে দিলে

কুমুদিনী। কোথায় পেলে?

মধুসূদন। তোমার দাদা পার্সেল করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেমন, এবার খুশি হয়েছ তো? তবে দাম দাও।

কুমুদিনী। কী?

মধুসূদন। বাজিয়ে শোনাও আমাকে। আমার সামনে লজ্জা কোরো না।

কুমুদিনী। সুর বাঁধা নেই।

মধুসূদন। তোমার নিজের মনেরই সুর বাঁধা নেই, তাই বলো-না কেন।

কুমুদিনী। যন্ত্রটা ঠিক করে রাখি, তোমাকে আর-এক দিন শোনাব।

মধুসূদন। কবে, ঠিক করে বলো, কাল?

কুমুদিনী। বেশ, কাল।

মধুসূদন। সন্ধেবেলায় আপিস থেকে ফিরে এলে?

কুমুদিনী। তাই হবে।

মধুসূদন। এস্রাজটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছ?

কুমুদিনী। হয়েছি।[১]—

মধুসূদন। বড়োবউ, আজ তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে।

কুমুদিনী। মুরলীকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাই।

মধুসূদন। লক্ষ্মীছাড়া মুরলী বুঝি তোমাকে বিরক্ত করেছে?

কুমুদিনী। না, আমি নিজেই ওকে একটা আলোয়ান দিতে গেলুম, ও নিলে না। তুমি যদি হুকুম কর তবেই সাহস করে নেবে।

মধুসূদন। ভিক্ষে দিতে চাও? আচ্ছা, কই দেখি তোমার আলোয়ান!

কুমুদিনীর আলোয়ান নিজের গায়ে জড়িয়ে নিলে

মুরলী!

মুরলীর প্রবেশ

মুরলী। হুজুর!

একশো টাকার নোট দিয়া

মধুসূদন। তোমার মা'জি তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন।

মুরলী। হুজুর—

মধুসূদন। হুজুর কী রে ব্যাটা! বোকা, নে তোর মায়ের হাত থেকে। এই টাকা দিয়ে যত খুশি গরম কাপড় কিনে নিস। যা!—

মুরলীর প্রস্থান [ও পুনঃপ্রবেশ][১]

[২]মুরলী। হুজুর, বড়োসাহেবের কাছ থেকে কানু দালাল এসেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে

মধুসূদন। আমি যত শীগগির পারি আসছি। ডেকে দিয়ে যাচ্ছি মেজোবউকে।

[প্রস্থান

মোতির মায়ের প্রবেশ[২]

মোতির মা। দিদি!

কুমুদিনী। এসো ভাই, এসো। আমার দাদার টেলিগ্রাম পেয়েছি।

মোতির মা। কেমন আছেন? বড়োঠাকুর এনে দিলেন বুঝি?

কুমুদিনী। ভালোই আছেন।

মোতির মা। আজ মনে হল বড়োঠাকুরের মনটা যেন প্রসন্ন।

কুমুদিনী। এ প্রসন্নতা যে কেন ঠিক বুঝতে পারি নে। তাই ভয় হয়। কী করতে হবে কিছুই ভেবে পাই নে।

মোতির মা। কিছুই ভাবতে হবে না। এটুকু বুঝতে পারছ না, এতদিন উনি কেবল কারবার করে এসেছেন, তোমার মতো মেয়েকে কোনোদিন দেখেন নি। এখন একটু একটু করে যতই তোমায় চিনছেন, ততই তোমার আদর বাড়ছে।

কুমুদিনী। বেশি দেখলে বেশি চিনবেন, এমন কিছুই আমার মধ্যে নেই ভাই। আমি নিজেই যেন দেখতে পাচ্ছি আমার ভিতরটা একেবারে শূন্য! সেইজন্যে হঠাৎ যখন দেখি উনি খুশি হয়েছেন, আমার মনে হয় উনি বুঝি ঠকেছেন; যেই সেটা ফাঁস হবে অমনি আরো রেগে উঠবেন!

মোতির মা। এ তোমার ভুল ধারণা। বড়োঠাকুর সত্যিই তোমাকে ভালোবাসেন, এ

কথা মনে রেখো!

কুমুদিনী। সেইটেই তো আমার আরো আশ্চর্য ঠেকে!

মোতির মা। বলো কী দিদি! তোমাকে ভালোবাসা আশ্চর্য! কেন, উনি কি পাথরের?

কুমুদিনী। আমি ওঁর যোগ্য নই।

মোতির মা। তুমি যার যোগ্য নও সে পুরুষ পৃথিবীতে আছে?

কুমুদিনী। ওঁর কত বড়ো শক্তি, কত সম্মান, কত মস্ত মানুষ উনি। আমার মধ্যে উনি কতটুকু পেতে পারেন?

মোতির মা। দিদি, তুমি হাসালে! বড়োঠাকুরের মস্ত বড়ো কারবার, কারবারি বুদ্ধিতে ওঁর জুড়ি নেই— সব মানি। কিন্তু তুমি কি ওঁর আপিসের ম্যানেজারি করতে এসেছ যে যোগ্য নই বলে ভয় পাবে? বড়োঠাকুর যদি মনের কথা খোলসা করে বলেন তো দেখবে, তিনিও স্বীকার করবেন যে তিনি তোমার যোগ্য নন। আর, তোমার নিজের দাম তুমি কী জান দিদি? যে দিন এদের বাড়িতে এসেছ সেই দিনই তোমার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হল, এরা সবাই মিলে তা শুধতে পারলে না। আমার কর্তাটি একেবারে মরিয়া। তোমার জন্য সাগর লঙ্ঘন করতে না পারলে স্থির থাকতে পারছেন না। আমি যদি তোমায় ভালো না বাসতুম তো এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে যেত।

কুমুদিনী। কত ভাগ্যে এমন দেওর পেয়েছি।

মোতির মা। আর, তোমার এই জা'টি? বুঝি ভাগ্যস্থানে রাহু, না কেতু?

কুমুদিনী। তোমাদের একজনের নাম করলে আর-একজনের নাম করবার দরকার হয় না।

[১]মোতির মা। ওই-যে আসছেন তোমার দেওর লক্ষ্মণটি।

নবীনের প্রবেশ

কুমুদিনী। এসো এসো ঠাকুরপো। কী খুঁজছ?

নবীন। ঘরের আলোটিকে ঘরে দেখতে [না][২] পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছি।

মোতির মা। হায় হায়, মণিহারা ফণী যাকে বলে!

নবীন। কে মণি আর কে ফণী তা চক্র নাড়া দেখলেই বোঝা যায়, কী বলো বউরানী?

কুমুদিনী। আমাকে সাক্ষী মেনো না ঠাকুরপো।

নবীন। ও-সব কথা এখন থাক্। তোমার দাদার চিঠি এনেছি।

কুমুদিনী। দেখি দেখি।

দাদা আজ বিকেলে তিনটের সময় কলকাতায় এসেছেন।

নবীন। আজই এসেছেন! তাঁর তো—

কুমুদিনী। লিখেছেন, বিশেষ কারণে আজই আসতে হল।

নবীন। বউরানী, তাঁর কাছে তো কালই যাওয়া চাই।

কুমুদিনী। না, আমি যাব না।

মুখে আঁচল চেপে কান্না

মোতির মা। কেন, কী হল দিদি?
কুমুদিনী। দাদা আমাকে যেতে বারণ করেছেন।
নবীন। বউরানী, তুমি নিশ্চয় ভুল করেছ।
কুমুদিনী। না, এই তো লিখেছেন।
নবীন। কোথায় ভুল করেছ বলব? তোমার দাদা নিশ্চিত ঠিক করেছেন যে, আমার দাদা তোমাকে তাঁদের ওখানে যেতে দেবেন না। সেই অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি তোমার রাস্তা সোজা করে দিয়েছেন। বুঝতে পেরেছ?
কুমুদিনী। পেরেছি।

কুমুদিনীর চিবুক ধরে

মোতির মা। বাস্ রে! দাদার কথার একটু আড় হাওয়াতেই অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠে।
নবীন। বউরানী, কাল তা হলে তোমার যাবার আয়োজন করি।
কুমুদিনী। না, তার দরকার নেই।
নবীন। দরকার আমাদের পক্ষেই যে আছে। তোমার দাদাকে দেখতে যাবার বাধা ঘটলে সে নিন্দে আমাদের সইবে কেন? চুপ করে রইলে কেন বউরানী? তোমার যাওয়া ঘটবেই, আর কালই ঘটবে এ আমি বলে দিচ্ছি।
মোতির মা। কী উপায়টা ভেবেছ একটু খোলসা করে বলো দেখি বুদ্ধিমান।
নবীন। দাদাকে গিয়ে বলব, বউরানীকে ওদের ওখানে যেতে দেওয়া চলবেই না। তুমি হয়তো রাজি হতে পার, কিন্তু এ অপমান আমরা সইব না। শুনলেই দাদা আমার উপরে আগুন হয়ে উঠবে। তখনি পালকির হুকুম হবে। ওই-যে আসছেন দাদা।

[উভয়ের প্রস্থান[১]

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। শুতে আসবে না বড়োবউ? এখানে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে যে। চলো, তোমার আপন ঘরে। যেতে ইচ্ছে করছে না? বড়োবউ, দোষ করে থাকি তো মাপ করো! আমি তোমার অযোগ্য— আমাকে দয়া করবে না?
কুমুদিনী। ছি ছি, অমন করে বোলো না। আমাকে অপরাধী[২] কোরো না। আমি তোমার দাসী। আমাকে আদেশ করো।
মধুসূদন। না, আর তোমাকে আদেশ করব না। তুমি আপন ইচ্ছাতে আমার কাছে এসো। নিজে থেকে কি তুমি আমার কাছে আসবে না, বড়োবউ?
কুমুদিনী। তুমি আদেশ করলে আমার কর্তব্য সহজ হয়। আমি নিজে ভেবে কিছু করতে পারি নে।

মধুসূদন। বেশ! তবে তুমি তোমার গায়ের ওই চাদরখানা খুলে ফেলো।

কুমুদিনী গায়ের চাদর নামিয়ে রাখল

আশ্চর্য সুন্দর তুমি!

কুমুদিনী। আমাকে তুমি মাপ করো, দয়া করো।

মধুসূদন। কী দোষ করেছ যে তোমায় মাপ করতে হবে?

কুমুদিনী। এখনো আমার মন তৈরি হয় নি। আমায় একটুখানি সময় দাও।

মধুসূদন। কিসের জন্য সময় দিতে হবে বুঝিয়ে বলো!

কুমুদিনী। ঠিক বলতে পাচ্ছি না। কাউকে বুঝিয়ে বলা শক্ত!

মধুসূদন। কিছুই শক্ত না! তুমি বলতে চাও, আমাকে তোমার ভালো লাগছে না।

কুমুদিনী। তোমাকে ফাঁকি দিতে চাই না বলেই বলছি— আমাকে একটু সময় দাও।

মধুসূদন। সময় দিলে কী সুবিধে হবে শুনি? তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও? তোমার দাদা তোমার গুরু? সে যেমন চালাবে তুমি তেমনি চলবে?

কুমুদিনী। হাঁ! আমার দাদা আমার গুরু!

মধুসূদন। তাঁর হুকুম না হলে বিছানায় শুতে আসবে না, কেমন? তা হলে টেলিগ্রাম করে হুকুম আনাই, রাত অনেক হল!

[১]কুমু যেতে উদ্যত[১]

যেয়ো না বলছি!

[২]কুমুদিনী। কী চাও বলো।

মধুসূদন। এখনি কাপড় ছেড়ে এসো, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

কুমুদিনী। দরকার নেই, এই আমার আটপৌরে কাপড়। এখন কী করতে চাও আমাকে বলো।

মধুসূদন। বড়োবউ, তোমার মন কি পাথরে গড়া?

হাত ধরে সবলে নাড়া দিয়ে

তুমি কি কিছুতে আমাকে সইতে পাচ্ছ না? কিছুতে আমার কাছে ধরা দেবে না? আমাকে কোনোমতেই সইতে পারছ [না][৩]? আচ্ছা, যাও, যাও, তোমার দাদার কাছে যাও! কালই যেয়ো। কী, চুপ করে রইলে যে! যেতে চাও না?

কুমুদিনী। না, আমি চাই নে।

মধুসূদন। কেন?

কুমুদিনী। তা আমি বলতে পারি নে।

মধুসূদন। বলতে পার না? আবার তোমার সেই নুরনগরী চাল!

কুমুদিনী। আমি নুরনগরেরই মেয়ে।

মধুসূদন। যাও, তাদেরই কাছে যাও। যোগ্য নও তুমি এখানকার। অনুগ্রহ করেছিলেম, মর্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে। কাঠ হয়ে বসে রইলে যে!

ঝাঁকানি দিয়ে

মাপ চাইতেও জান না?

কুমুদিনী। কিসের জন্যে?

মধুসূদন। তুমি যে আমার এই বিছানা[য়][1] শুতে পেরেছ সেই অযোগ্যতার জন্যে? রোসো, একটু দাঁড়াও। আমি বলে দিচ্ছি, কালই তোমাকে যেতেই হবে তোমার দাদার ওখানে, কিংবা যেখানে খুশি। ভেবে রেখেছ তোমাকে নইলে আমার চলবে না। এতদিন চলেছিল, আজও চলবে, ভালোই চলবে। যাও তবে, তোমার ওই ফরাসখানার ঘর পড়ে আছে, যাও ওখানে শুতে।[2]

[কুমুদিনীর প্রস্থান

যাক গে।

শ্যামাসুন্দরীর আবির্ভাব

কে, শ্যামা? কী করছ শ্যামা? কী চাই তোমার? আমায় কিছু বলবে? চলো, যাচ্ছি।

শ্যামাসুন্দরী। ঠাকুরপো, আমায় মেরে ফেলো তুমি। আর সইছে না—

মধুসূদন। ঈস্! তোমার গা যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। চলো, চলো, হিমে নয়। [3]চলো আমার ঘরে।[3]

নিজের শালের এক অংশে শ্যামাকে আবৃত করে চলে
গেল। সেই মুহূর্তে মোতির মা এবং নবীনের প্রবেশ

মোতির মা। না, এ আমি কিছুতেই সইব না। আমি বাধা দেব।

নবীন। তাতে আরো অনর্থ বাড়বে মেজোবউ। বাধা দিতে পারবে না।

মোতির মা। ভগবান কি তবে এও চোখ মেলে দেখবেন? [4]এমন নীচের হাতে অপমান দিদির কপালে ছিল?[4]

নবীন। আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই। যে ঘুমন্ত ক্ষুধাকে বউরানী জাগিয়েছেন তার অন্ন জোগাতে পারেন নি। তাই সে অনর্থপাত করতে বসেছে।

মোতির মা। তবে কি এটা এমনি ভাবেই চলবে?

নবীন। যে আগুন নেভাবার কোনো উপায় নেই সেটাকে আপনি জ্বলে ছাই হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।

[5]কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। আজ তোমার ঘরে আমাকে জায়গা দিতে হবে বোন।

মোতির মা। সে কী কথা!

কুমুদিনী। আজ রাত্তির থেকেই আমার শুভ নির্বাসন মঞ্জুর হয়েছে। কাল যাব দাদার ওখানে। ঠাকুরপো, রাগ কোরো না।

নবীন। বউরানী, ফিরে আসতে দেরি কোরো না এই কথাটা সব মন দিয়ে বলতে

পারলে বেঁচে যেতুম— কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল না। যাদের কাছে তোমার যথার্থ সম্মান সেইখানেই থাকো গিয়ে। অভাগা নবীনকে যদি কোনো কারণে কোনো কালে দরকার হয় স্মরণ কোরো।

কুমুদিনী। আপাতত দরকার তোমার ঘরে আশ্রয় নেওয়া। রাগ করবে না তো?

নবীন। রাগ করব আমি! দ্বারের বাইরে দরোয়ানি করবার এমন সুযোগ আর আমি পাব না।

কুমুদিনী। আনন্দে ঘুম তো হবে না সারা রাত— তোমাকেও যদি জাগিয়ে রাখি ঠাকুরপো!

নবীন। তা হলে তো আমার ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা হবে।

কুমুদিনী। তোমাদের ভাগ্নী ওই ফুট্‌কিকে ডেকে আনো তো ভাই।

নবীন। কেন, তাকে কিসের দরকার?

কুমুদিনী। সীতার অগ্নিপ্রবেশে সেই তো সীতা সেজেছিল। আবার শুনব তার মুখে তার পালার শেষ কথা ক'টি।

[নবীনের প্রস্থান

মোতির মা। ইতিহাসটা খুলে বলো দিদি।

কুমুদিনী। সেই একই কথা। হরিণী পিছু হটছিল, ব্যাধ তার গলায় ফাঁসটা ধরে জোরে দিয়েছিল টান। ফাঁস গেল ছিঁড়ে। ব্যাধ অহংকার করে বললে, ভালোই হল; হরিণ নম্র হয়ে বললে, ভালোই হয়েছে।

মোতির মা। এইখানেই কি শেষ হবে বোন? অদৃষ্টের মৃগয়া যে এখনো চলবে।

কুমুদিনী। তা জানি, ওই ব্যাধের হাতে ধনুক আছে, বল্লম আছে, খাঁড়া আছে, আর হরিণীর আছে কেবল তার শেষ পরিত্রাণ মরণ।

ফুট্‌কিকে লইয়া নবীনের প্রবেশ

কুমুদিনী। ফুট্‌কি!

ফুট্‌কি। কী রানীমা!

কুমুদিনী। আগুন থেকে বেরিয়ে এসে সীতা কী বললেন গান গেয়ে বল্‌।

ফুট্‌কির গান

ফুরালো পরীক্ষার এই পালা,
পার হয়েছি আমি অগ্নিদহনজ্বালা।
মা গো মা, মা গো মা,
এবার তুমিই[১] জাগো মা,
তোমার কোলে উজাড় করে দেব অপমানের ডালা।
তোমার শ্যামল আঁচলখানি
আমার অঙ্গে দাও মা, টানি[১],
আমার বুকের থেকে লও খসিয়ে নিঠুর কাঁটার মালা।
মা গো মা।

কুমুদিনী। তার পরে যখন রাম বললেন, এসো আমার সিংহাসনে এসো, বোসো আমার বামে—

ফুট্‌কির গান

ফিরে আমায় মিছে ডাক', স্বামী।
সময় হল, বিদায় লব[১] আমি॥
অপমানে যার সাজায় চিতা
সে যে বাহির হয়ে এল অগ্নিজিতা,
রাজাসনের কঠিন অসম্মানে
ধরা দিবে না সে যে মুক্তিকামী॥
আমায় মাটি নেবে আঁচল পেতে
বিশ্বজনের চোখের আড়ালেতে,
তুমি থাকো সোনার সীতার অনুগামী।
ফিরে ফিরে আমায় মিছে ডাক' [স্বামী]॥[২]

চতুর্থ অঙ্ক[১]

প্রথম দৃশ্য[১]

ঘরে এসেই দাদার পায়ের তলায় মাথা রেখে
কুমুদিনী কাঁদতে লাগল

বিপ্রদাস। কুমু যে, এসেছিস? আয়, এইখানে আয়!

দুই হাত দিয়ে বিপ্রদাসের আলুথালু চুল
একটু পরিপাটি করতে করতে

কুমুদিনী। দাদা, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে?

বিপ্রদাস। আমার চেহারা ভালো হবার মতো ইদানীং তো কোনো ঘটনা ঘটে নি— কিন্তু তোর এ কী রকম শ্রী! ফেকাশে হয়ে গেছিস যে!

ক্ষেমাপিসির প্রবেশ

কুমুদিনী। (প্রণাম করিল) পিসি, দাদার চেহারা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে।

পিসি। সাধে হয়েছে! তোমার হাতের সেবা না পেলে ওর দেহ যে কিছুতেই ভালো হতে চায় না। কতদিনের অভ্যেস।

বিপ্রদাস। পিসি, কুমুকে খেতে বলবে না?

পিসি। খাবে না তো কী? সেও কি বলতে হবে? ওদের পাল্কির বেহারা দরোয়ান সবাইকে বসিয়ে এসেছি, তাদের খাইয়ে দিয়ে আসি গে। তোমরা দুজনে এখন গল্প করো, আমি চললুম।

বিপ্রদাস ক্ষেমাপিসিকে ইশারা করে কাছে ডেকে
কানে কানে কিছু বলে দিলে

বিপ্রদাস। আজ তোকে কখন যেতে হবে?

কুমুদিনী। আজ যেতে হবে না।

বিস্মিত হয়ে

বিপ্রদাস। এতে তোর শ্বশুরবাড়িতে কোনো আপত্তি নেই?

কুমুদিনী। না, আমার স্বামীর সম্মতি আছে।

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ পরে

বিপ্রদাস। তোকে কি তবে কাল যেতে হবে?

কুমুদিনী। না, এখন আমি কিছুদিন তোমার কাছে থাকব।

খানিক বাদে

দাদা, তোমার বার্লি খাবার সময় হয়েছে, এনে দিই।

বিপ্রদাস। না, সময় হয় নি। তুই বোস্‌।— কুমু, আমার কাছে খুলে বল্‌, কী রকম চলছে তোদের।

কুমুদিনী। দাদা, আমি সবই ভুল বুঝেছি, আমি কিছুই জানতুম না।

কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে

বিপ্রদাস। আমি তোকে ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারি নি। মা থাকলে তোকে তোর শ্বশুরবাড়ির জন্যে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন।

কুমুদিনী। আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাত তা আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা-কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান।

আচ্ছা, দাদা, স্বামীর 'পরে কোনোমতে মন প্রসন্ন করতে পারছি নে, এটা কি আমার পাপ?

বিপ্রদাস। কুমু, তুই তো জানিস, পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমার মতামত শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন তার ঘটনায় ও অবস্থায় এতই ভিন্ন হতে পারে যে ভালোমন্দর সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা করে বেঁধে দিলে অনেক সময়ে সেটা নিয়মই হয়, ধর্ম হয় না।

কুমুদিনী। যেমন মীরাবাইয়ের জীবন। মীরাবাই আপনার যথার্থ স্বামীকে অন্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু সংসারকে ছাড়বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে?

বিপ্রদাস। কুমু, তোর ঠাকুরকে তুই তো সমস্ত মন দিয়েই পেয়েছিস।

কুমুদিনী। এক সময়ে তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু যখন সংকটে পড়লুম তখন দেখি, প্রাণ আমার কেমন শুকিয়ে গেছে, এত চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতে তাঁকে যেন আমার কাছে সত্য করে তুলতে পারছি নে। আমার সবচেয়ে দুঃখ সেই।

বিপ্রদাস। কুমু, মনের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। কিছু ভয় করিস নে, রাত্তির মাঝে মাঝে আসে, দিন তা বলে তো মরে না। যা পেয়েছিস, তোর প্রাণের সঙ্গে তা এক হয়ে গেছে।

কুমুদিনী। সেই আশীর্বাদ করো, তাঁকে যেন না হারাই। নির্দয় তিনি দুঃখ দেন, নিজেকে দেবেন বলেই।

দাদা, আমার জন্যে ভাবিয়ে আমি তোমাকে ক্লান্ত করছি।

বিপ্রদাস। কুমু, তোর শিশুকাল থেকে তোর জন্যে ভাবা যে আমার অভ্যেস! আজ

যদি তোর কথা জানা বন্ধ হয়ে যায়, তোর জন্যে ভাবতে না পাই, তা হলে শূন্য ঠেকে। সেই শূন্যতা হাতড়াতে গিয়েই তো মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

বিপ্রদাসের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে

কুমুদিনী। আমার জন্যে তুমি কিন্তু কিছু ভেবো না, দাদা। আমাকে যিনি রক্ষা করবেন তিনি ভিতরেই আছেন, আমার বিপদ নেই।

বিপ্রদাস। আচ্ছা, থাক্ ও-সব কথা। তোকে যেমন গান শেখাতুম, ইচ্ছে করছে তেমনি করে আজ তোকে শেখাই।

কুমুদিনী। ভাগ্যি শিখিয়েছিলে দাদা, ওতেই আমাকে বাঁচায়। কিন্তু আজ নয়, তুমি আগে একটু জোর পাও।

দাদা, কিছুদিন আগে মনে মনে গুরু খুঁজছিলুম,— আমার দরকার কী? তুমি যে আমাকে গানের মন্ত্র দিয়েছ।

বিপ্রদাস। কুমু, আমাকে লজ্জা দিস নে। আমার মতো গুরু রাস্তায়-ঘাটে মেলে, তারা অন্যকে যে মন্ত্র দেয় নিজে তার মানেই জানে না। কুমু, কতদিন এখানে থাকতে পারবি ঠিক করে বল্ দেখি।

কুমুদিনী। যতদিন না ডাক পড়ে।

বিপ্রদাস। তুই এখানে আসতে চেয়েছিলি?

কুমুদিনী। না, আমি চাই নি।

বিপ্রদাস। এর মানে কী?

কুমুদিনী। মানের কথা ভেবে লাভ নেই দাদা। চেষ্টা করলেও বুঝতে পারব না। তোমার কাছে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট। যতদিন থাকতে পারি সেই ভালো। দাদা, তোমার খাওয়া হচ্ছে না, খেয়ে নাও।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। মুখুজ্জেমশায় এসেছেন।

একটু ব্যস্ত হয়ে উঠে

বিপ্রদাস। ডেকে দাও।

[চাকরের প্রস্থান[১]

কালুর প্রবেশ। কুমুদিনী প্রণাম করল

কালু। ছোটোখুকি, এসেছ? এইবার দাদার সেরে উঠতে দেরি হবে না।

কুমুদিনী। দাদা, তোমার বার্লিতে নেবুর রস দেবে না?

বিপ্রদাস হাত ওলটালে

কুমুদিনী। বার্লি ভালো করে তৈরি করে আনি, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

[প্রস্থান[২]

উদ্‌বিগ্নমুখে

বিপ্রদাস। কালুদা, খবর কী বলো।

কালু। তোমার একলার সইয়ে টাকা ধার দিতে কেউ রাজি হয় না, সুবোধের সই চায়। মাড়োয়ারি ধনীদের কেউ কেউ দিতে পারে, কিন্তু সেটা নিতান্ত বাজি খেলার মতো করে— অত্যন্ত বেশি সুদ চায়, সে আমাদের পোষাবে না।

বিপ্রদাস। কালুদা, সুবোধকে তার করতে হবে আসবার জন্যে। আর দেরি করলে তো চলবে না।

কালু। আমারও ভালো ঠেকছে না। সেবারে তোমার সেই আংটি-বেচা টাকা নিয়ে যখন মূল দেনার এক অংশ শোধ করতে গেলুম, মধুসূদন নিতে রাজিই হল না; তখনি বুঝলুম সুবিধে নয়। নিজের মর্জি-মতো একদিন হঠাৎ কখন ফাঁস এঁটে ধরবে।

বিপ্রদাস চুপ করে ভাবতে লাগল

কালু। দাদা, ছোটোখুকি যে হঠাৎ আজ সকালে চলে এল, রাগারাগি করে আসে নি তো? মধুসূদনকে[১] চটাবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, এটা মনে রাখতে হবে।

বিপ্রদাস। কুমু বলছে ওর স্বামীর সম্মতি পেয়েছে।

কালু। সম্মতিটার চেহারা কিরকম না জানলে মন নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। কত সাবধানে ওর সঙ্গে ব্যবহার করি সে আর তোমাকে কী বলব দাদা। রাগে সর্ব অঙ্গ যখন জ্বলছে তখনো ঠাণ্ডা হয়ে সব সয়েছি। গৌরীশঙ্করের পাহাড়টার মতো, দুপুর রোদ্দুরেও তার বরফ গলে না। একে মহাজন তাতে ভগ্নীপতি, এঁকে সামলে চলা কি সোজা কথা!

কুমু এল বার্লি নিয়ে। বিপ্রদাসের মুখের কাছে পেয়ালা ধরে

কুমুদিনী। দাদা, খেয়ে নাও।[২]

কালুদা, আমাকে সব কথা বলতে হবে।

কালু। কী কথা বলতে হবে দিদি।

কুমুদিনী। তোমাদের কী একটা নিয়ে ভাবনা চলছে।

কালু। বিষয় আছে ভাবনা নেই, সংসারে এও কি কখনো সম্ভব হয় খুকি? ও-যে কাঁটাগাছের ফল, ক্ষিদের চোটে পেড়ে খেতে হয়, পাড়তে গিয়ে সর্বাঙ্গ ছড়েও যায়।

কুমুদিনী। সে-সব কথা পরে হবে, আমাকে বলো কী হয়েছে।

বিপ্রদাস। বিষয়কর্মের কথা মেয়েদের বলতে নিষেধ।

কুমুদিনী। আমি নিশ্চয় জানি তোমাদের কী নিয়ে কথা হচ্ছে। বলব?

কালু। আচ্ছা বলো।

কুমুদিনী। আমার স্বামীর কাছে দাদার ধার আছে, সেই নিয়ে।

কালু সবিস্ময়ে কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল

আমাকে বলতেই হবে, ঠিক বলেছি কি না।

কালু। দাদারই বোন তো, কথা না বলতেই কথা বুঝে নেয়।

কুমুদিনী। কালুদা, আমার কাছে লুকিয়ো না, দাদা টাকা ধার করতে এসেছে।

কালু। তা ধার করেই তো ধার শুধতে হবে; টাকা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কুটুম্বদের খাতক হয়ে থাকাটা তো ভালো নয়।

কুমুদিনী। সে তো ঠিক কথা, তা টাকার জোগাড় করতে পেরেছ?

কালু। ঘুরে-ঘেরে দেখছি, হয়ে যাবে, ভয় কী?

কুমুদিনী। না, আমি জানি, সুবিধে করতে পার নি।

কালু। আচ্ছা ছোটোখুকি, সবই যদি জান, আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ছেলেবেলায় একদিন আমার গোঁফ টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলে, গোঁফ হল কেমন করে? বলেছিলুম, সময় বুঝে গোঁফের বীজ বুনেছিলুম বলে। তাতেই প্রশ্নটার তখনি নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এখন হলে জবাব দেবার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হত। সব কথাই যে তোমাকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে সংসারের এমন নিয়ম নয়।

কুমুদিনী। আমি তোমাকে বলে রাখছি, কালুদা, দাদার সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানতে হবে।

কালু। কী করে দাদার গোঁফ উঠল, তাও?

কুমুদিনী। দেখো, অমন করে কথা চাপা দিতে পারবে না। আমি দাদার মুখ দেখেই বুঝেছি, টাকার সুবিধে করতে পার নি।

কালু। ও-সব কথা থাক্ খুকি, এখানে যে তুমি আজ চলে এলে, তার মধ্যে তো কোনো কাঁটাখোঁচা নেই? ঠিক সত্যি করে বলো।

কুমুদিনী। আছে কি না তা আমি খুব স্পষ্ট করে জানি নে।

কালু। স্বামীর সম্মতি পেয়েছ?

কুমুদিনী। না চাইতেই তিনি সম্মতি দিয়েছেন।

কালু। রাগ করে?

কুমুদিনী। তাও আমি ঠিক জানি নে; বলেছেন, ডেকে পাঠাবার আগে আমার যাবার দরকার নেই।

কালু। সে কোনো কাজের কথা নয়; তার আগেই যেয়ো, নিজে থেকেই যেয়ো।

কুমুদিনী। গেলে হুকুম মানা হবে না।

কালু। আচ্ছা, সে আমি দেখব।

কুমুদিনী। চললুম, কাজ আছে।

[কুমুদিনীর ও কালুর] প্রস্থান[১]

চাকরের প্রবেশ[২]

চাকর। ও বাড়ির নবীনবাবু এসেছেন।

বিপ্রদাস। ডেকে আনো।

[চাকরের প্রস্থান][৩]। নবীনের প্রবেশ

আসুন নবীনবাবু, এইখানে বসুন।

নবীন। আমার পরিচয়টা পান নি বোধ হচ্ছে। মনে করেছেন আমি রাজবাড়ির কোন্

আদুরে ছেলে। যিনি আপনার ছোটো বোন, আমি তাঁর অধম সেবক, আমাকে সম্মান করে আমায় আশীর্বাদটা ফাঁকি দেবেন না। কিন্তু করেছেন কী? আপনার অমন শরীরের কেবল ছায়াটি বাকি রেখেছেন?

বিপ্রদাস। শরীরটা সত্য নয়, ছায়া, মাঝে মাঝে সে খবরটা পাওয়া ভালো। ওতে শেষের পাঠ এগিয়ে থাকে।

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। ঠাকুরপো, চলো, কিছু খাবে।

নবীন। খাব, কিন্তু একটা শর্ত আছে। যতক্ষণ পূরণ না হবে, ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত তোমার দ্বারে পড়ে থাকবে।

কুমুদিনী। শর্তটা কী শুনি?

নবীন। আমাদের বাড়িতে থাকতেই দরবার জানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু সেখানে জোর পাই নি। ভক্তকে একখানি ছবি তোমায় দিতে হবে। সেদিন বলেছিলে নেই, আজ তা বলবার জো নেই, তোমার দাদার ঘরের দেয়ালে ওই তো সামনেই ঝুলছে।

বুঝতে পারছেন, বিপ্রদাসবাবু। বউরানীর দয়া হয়েছে। দেখুন-না ওঁর চোখের দিকে চেয়ে। অযোগ্য বলেই আমার প্রতি ওঁর একটু বিশেষ করুণা।

হেসে

বিপ্রদাস। কুমু, আমার ওই চামড়ার বাক্সয় আরো খান-কয়েক ছবি আছে, তোর ভক্তকে বরদান করতে চাস যদি তো অভাব হবে না।

আর-একটি কাজ কর্— ও ঘরে আমার বইগুলো একটু গুছিয়ে দে।

[কুমুদিনীর প্রস্থান

কুমু তোমাকে স্নেহ করে।

নবীন। তা করেন। বোধ করি আমি অযোগ্য বলেই ওঁর স্নেহ এত বেশি।

বিপ্রদাস। তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই, তুমি আমাকে কোনো কথা লুকিয়ো না।

নবীন। কোনো কথা আমার নেই যা আপনাকে বলতে আমার বাধবে।

বিপ্রদাস। কুমু যে এখানে এসেছে, আমার মনে হচ্ছে তার মধ্যে যেন বাঁকা কিছু আছে।

নবীন। আপনি ঠিকই বুঝেছেন। যাঁর অনাদর কল্পনা করা যায় না, সংসারে তাঁরও অনাদর ঘটে।

বিপ্রদাস। অনাদর ঘটেছে তবে?

নবীন। সেই লজ্জায় এসেছি। আর তো কিছুই পারি নে, পায়ের ধুলো নিয়ে মনে মনে মাপ চাই।

বিপ্রদাস। কুমু যদি আজই স্বামীর ঘরে ফিরে যায় তাতে ক্ষতি আছে কি?

নবীন। সত্যি কথা বলি, যেতে বলতে সাহস করি নে।

বিপ্রদাস। একখানা বেনামী চিঠি পেয়েছিলুম। বেনামী বলে শ্রদ্ধা করে পড়ি নি। এই সেই চিঠি। এখন বোধ হচ্ছে সব কথা সত্যি।

নবীন। হাঁ, সত্যি।

বিপ্রদাস। এর প্রতিকার কিছু নেই?

নবীন। দৈবের হাতে হয়তো আছে।

বিপ্রদাস। এই নোংরামির মধ্যে কুমুকে পাঠিয়ে কি তার অপমান ঘটাব?

নবীন। আমাদেরও তা সইবে না। যে পর্যন্ত না হাওয়া শুধরে যায়, বউদিকে এখানে রাখা চাই। আমার মুখ দিয়ে আপনার সামনে-যে এমন কথা বুক না ফাটলে বেরোত না! নিজের বংশের লজ্জা স্বীকার করতেই এসেছি, বউরানীকে বাঁচাবার জন্যে।

বিপ্রদাস। আচ্ছা, আমাকে একটু ভাবতে দাও— জানি নে কী করা উচিত।

[নবীনের প্রস্থান

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। বই পরে গোছাব। কী তুমি ভাবছ আমাকে বলো।

বিপ্রদাস। ভাবছি দুঃখ এড়াবার জন্যে চেষ্টা করলে দুঃখ পেয়ে বসে। ওকে জোরের সঙ্গে মানতে হবে।

কুমুদিনী। তুমি উপদেশ দাও, আমি মানতে পারব দাদা।

বিপ্রদাস। আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়। ব্যথাটাকে আমারই আপনার মনে করে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলুম, আজ বুঝতে পারছি এর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, সকলের হয়ে।

বিপ্রদাস বিছানা থেকে উঠে পাশের হাতাওয়ালা চৌকির উপর বসতে যাচ্ছিল, কুমু ওর হাত চেপে ধরে

কুমুদিনী। শান্ত হও দাদা, উঠো না, তোমার অসুখ বাড়বে।

বিপ্রদাস। সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো রাস্তা একেবারেই নেই ব'লেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে, সহ্য করব না। কুমু, এখানেই তোর ঘর মনে করে থাকতে পারবি? ও বাড়িতে তোর যাওয়া চলবে না।

কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবি করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।

কুমুদিনী। দাদা, তুমি কোন্ অপমানের কথা বলছ ঠিক বুঝতে পারছি নে।

বিপ্রদাস। তুই কি তবে সব কথা জানিস নে?

কুমুদিনী। না, কতকটা আন্দাজে বুঝতে পারছি। কুৎসিতের আভাস দেখে এসেছি। তখন বিশ্বাস করতেও লজ্জা হয়েছিল, তাতেও নিজেকে ছোটো করতে হয়।

বিপ্রদাস। মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে।

কুমুদিনী। আমার ভয় হচ্ছে আজকেকার এই-সব কথাবার্তায় তোমার শরীর আরো দুর্বল হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস। না কুমু, ঠিক তার উল্‌টো। এতদিন দুঃখের অবসাদে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ছিল। আজ যখন মন বলছে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আসছে।

কুমুদিনী। কিসের লড়াই দাদা!

বিপ্রদাস। যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।

কুমুদিনী। তুমি তার কী করতে পার দাদা?

বিপ্রদাস। আমি তাকে না মানতে পারি। তা ছাড়া আরো আরো কী করতে পারি সে আমাকে ভাবতে হবে, আজ থেকেই শুরু হল কুমু! এই বাড়িতে তোর জায়গা আছে, সে সম্পূর্ণ তোর নিজের, আর-কারো সঙ্গে আপোস করে নয়। এইখানেই তুই নিজের জোরে থাকবি।

কুমুদিনী। আচ্ছা দাদা, সে হবে, কিন্তু আর তুমি কথা কোয়ো না। তুমি একটুখানি মাথায় জল দিয়ে এসো গে।

[বিপ্রদাসের প্রস্থান

[1][নূতন দৃশ্য]

[কুমুদিনী][2]

মোতির মার প্রবেশ

কুমুদিনী। একি? তুমি যে!

কানে কানে কী বলবার পর

মোতির মা। বাড়িকে ভূতে পেয়েছে বউরানী। ওখানে টিঁকে থাকা দায়। তুমি কি যাবে না?

কুমুদিনী। আমার কি ডাক পড়েছে?

মোতির মা। না, ডাকবার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে তো চলবেই না।

কুমুদিনী। আমার কী করবার আছে? আমি তো তাঁকে তৃপ্ত করতে পারব না। ভেবে দেখতে গেলে আমার জন্যেই সমস্ত কিছু হয়েছে, অথচ কোনো উপায় ছিল না। আমি যা দিতে পারতুম সে তিনি নিতে পারলেন না। আজ আমি শূন্য হাতে গিয়ে কী করব?

মোতির মা। বল কী বউরানী, সংসার যে তোমারই, সে তো তোমার হাতছাড়া হলে চলবে না।

কুমুদিনী। সংসার বলতে কী বোঝ ভাই? ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র, লোকজন? লজ্জা করে এ কথা বলতে যে, তাতে আমার অধিকার আছে। অধিকার অন্তরে খুইয়েছি, এখন কি ওই-সব বাইরের জিনিস নিয়ে লোভ করা চলে?

মোতির মা। কী বলছ ভাই বউরানী? ঘরে কি তুমি একেবারেই ফিরবে না?

কুমুদিনী। সব কথা ভালো করে বুঝতে পারছি নে। আর কিছুদিন আগে হলে ঠাকুরের কাছে সংকেত চাইতুম, দৈবজ্ঞের কাছে শুধোতে যেতুম। কিন্তু আমার সে-সব ভরসা ধুয়ে মুছে গেছে। আরম্ভে সব লক্ষণই তো ভালো ছিল। শেষে কোনোটাই তো একটুও খাটল না। আজ কতবার বসে বসে ভেবেছি, দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না। তবুও, মনের মধ্যে যে দেবতাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেছে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারি নে। ফিরে ফিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।

মোতির মা। তোমার কথা শুনে যে ভয় লাগে। ঘরে কি যাবেই না?

কুমুদিনী। কোনো কালেই যাব না সে কথা ভাবা শক্ত, যাবই সে কথাও সহজ নয়।

মোতির মা। আচ্ছা, তোমার দাদার কাছে একবার কথা বলে দেখব। দেখি তিনি কী বলেন। তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তো?

কুমুদিনী। তিনি এলেন বলে।

বিপ্রদাসের প্রবেশ

মোতির মা প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মেজের উপর বসল।

ব্যস্ত হয়ে

বিপ্রদাস। উঠে বোসো। এইখানে।

মোতির মা। না, এখানে বেশ আছি।

কুমুদিনী। দাদা, ইনি বিশেষ করে এসেছেন তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে।

মোতির মা। না না, মত জিজ্ঞাসা পরের কথা, আমি এসেছি ওঁর চরণ দর্শন করতে।

কুমুদিনী। উনি জানতে চান, ওঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কি না।

বিপ্রদাস। সে তো পরের বাড়ি, সেখানে কুমু গিয়ে থাকবে কী করে?

মোতির মা ফিস্ ফিস্ করে কী বললে। তার অভিপ্রায় ছিল, পাশে বসে কুমুদিনী তার কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে।

সম্মত না হয়ে

কুমুদিনী। তুমিই গলা ছেড়ে বলো।

আর-একটু স্পষ্ট করে

মোতির মা। যা ওঁর আপনারই, কেউ তাকে পরের করে দিতে পারে না, তা সে যেই হোক-না।

বিপ্রদাস। সে কথা ঠিক নয়। উনি আশ্রিত মাত্র। ওঁর নিজের অধিকারের জোর নেই। ওঁকে ঘরছাড়া করলে হয়তো নিন্দা করবে, বাধা দেবে না। যত শাস্তি সমস্তই কেবল ওঁর জন্যে। তবু অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেত যদি তা মহদাশ্রয় হত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

মোতির মা। কিন্তু আপন সংসার না থাকলে মেয়েরা যে বাঁচে না। পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।

বিপ্রদাস। স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারো নেই, চক্রবর্তী সম্রাটেরও না।

মোতির মা। একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।

বিপ্রদাস। যেতে হবেই এ কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে খাটে না।

মোতির মা। মন্ত্র পড়ে স্ত্রী যে কেনা হয়েই গেছে। সাত পাক যেদিন ঘোরা হল সেদিন সে যে দেহে-মনে বাঁধা পড়ল, তার তো আর পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।

কুমুর মাথায় হাত দিয়ে

বিপ্রদাস। একটা কথা তোকে বলি, কুমু, বোঝবার চেষ্টা করিস। ক্ষমতা জিনিসটা যেখানে

পড়ে-পাওয়া জিনিস, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলই হীনতার সৃষ্টি করে। এ কথা তোকে অনেকবার বলেছি, তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি, কষ্ট পেয়েছিস।

অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছিস, বুঝতে পারছিস নে, এইরকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে! যত-সব ইচ্ছাকৃত দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে, তারই বাসা ভাঙবার দিন এল।

[১]মাথা নিচু করেই[১]

কুমুদিনী। দাদা, তুমি কি বল স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে?

বিপ্রদাস। অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকেই দোষ দিচ্ছি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না— এই আমার মত।

কুমুদিনী। যদি করে, স্ত্রী কি তাই ব'লে—

বিপ্রদাস। স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েছে।

অধৈর্যের স্বরে

মোতির মা। আমাদের বউরানী সতীলক্ষ্মী, অপমান করলে সে অপমান ওঁকে স্পর্শ করতেও পারে না।

উত্তেজিত কণ্ঠে

বিপ্রদাস। তোমরা সতীলক্ষ্মীর কথাই ভাবছ। আর, যে কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান করবার অধিকার পেয়ে, সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্ছে, তার দুর্গতির কথা ভাবছ না কেন?

উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে

কুমুদিনী। দাদা, তুমি আর কথা কোয়ো না। তুমি যাকে মুক্তি বল, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে। যতই ঘা খাই, ঘুরে ফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জান, তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায় ; আমরা অনেক মানি, তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি, হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা আর ভুল ছাড়তে পারা কি

একই? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব-কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক— তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারি নে।

বিপ্রদাস। সেইজন্যেই তো সংসারে কাপুরুষের পূজার পূজারিনীর অভাব হয় না। তারা জানবার বেলা অপবিত্রকে অপবিত্র বলেই জানে, কিন্তু মানবার বেলায় তাকে পবিত্রের মতো করেই মানে।

কুমুদিনী। কী করব দাদা, সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে বলেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁকড়ে ধরি, শুকনো কুটোকেও। গুরুকেও মানতে আমাদের যতক্ষণ লাগে, ভণ্ডকে মানতেও ততক্ষণ। জাল যে আমাদের নিজের ভিতরেই। দুঃখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে কে? সেইজন্যেই ভাবি, দুঃখ যদি পেতেই হয়, তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় করতে হবে। তাই তো মেয়েরা এত করে ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে।

নেপথ্য থেকে

চাটুজ্জে। দাদা, এ ঘরে একবার এসো, একটি কথা বলবার আছে। দেরি হবে না।

বিপ্রদাস। এই যাই।

[প্রস্থান[১]

মোতির মা। কী ঠিক করলে বউরানী?

কুমুদিনী। যেতে পারব না। তা ছাড়া, আমাকে তো ফিরে যাবার অনুমতি দেন নি।

মোতির মা। স্বামী ভালোই হোক মন্দই হোক, সংসারটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তা হলে মরণ ছাড়া আর গতিই নেই।

কুমুদিনী। নাহয় তাই হল। মরণের অপরাধ কী?

মোতির মা। অমন কথা বোলো না।

নবীনের প্রবেশ

কুমুদিনী। জানতুম ঠাকুরপোর আসতে বেশি দেরি হবে না।

নবীন। ন্যায়শাস্ত্রে বউরানীর দখল আছে। আগে দেখেছেন শ্রীমতী ধোঁয়াকে, তার থেকে শ্রীমান আগুনের আবির্ভাব হিসেব করতে শক্ত ঠেকে নি।

মোতির মা। বউরানী, তুমিই ওকে নাই দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছ। ও বুঝে নিয়েছে ওকে দেখলে তুমি খুশি হও, সেই দেমাকে—

নবীন। আমাকে দেখলেও খুশি হতে পারেন যিনি, তাঁর কি কম ক্ষমতা? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও নিজের হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

কুমুদিনী। ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে মিলে কথা-কাটাকাটি করো, তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না, আমি এখন চললুম।

মোতির মা। সে কী কথা ভাই! এখানে তৃতীয় ব্যক্তিটা কে? তুমি না আমি? গাড়ি ভাড়া করে ও কি আমাকে দেখতে এসেছে ভেবেছ?

কুমুদিনী। না, ওঁর জন্যে খাবার বলে দিই গে।

[কুমুদিনীর প্রস্থান

মোতির মা। কিছু খবর আছে বুঝি?

নবীন। আছে। দেরি করতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। তুমি তো চলে এলে, তার পরে দাদা হঠাৎ আমার ঘরে এসে উপস্থিত। মেজাজটা খুবই খারাপ। সামান্য দামের একটা গিল্টি-করা চুরোটের ছাইদান টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সম্প্রতি যাঁর অধিকারে সেটা এসেছে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে সোনা বলেই ঠাউরেছেন, নইলে পরকাল খোওয়াতে যাবেন কোন্ সাধে? জান তো, তুচ্ছ একটা জিনিস নড়ে গেলে দাদার বিপুল সম্পত্তির ভিতটাতে যেন নাড়া লাগে, সে তিনি সইতে পারেন না। আজ সকালে আপিসে যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন শ্যামাকে দেশে পাঠাতে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই পবিত্র কাজে লেগেছিলুম। ঠিক করেছিলুম তিনি আপিস থেকে ফেরবার আগেই কাজ সেরে রাখব। এমন সময়ে বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ দাদা এক দমে আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। বললেন, এখনকার মতো থাক্। যেই ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, আমার ডেস্কের উপর বউরানীর সেই ছবিটি চোখে পড়ল। থম্‌কে গেলেন। বুঝলুম আড় চাহনিটাকে সিধে করে নিয়ে ছবিটিকে দেখতে দাদার লজ্জা বোধ হচ্ছে। বললুম, দাদা, একটু বোসো, একটা ঢাকাই কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির মার ছোটো ভাজের সাধ, তাই তাকে দিতে হবে। কিন্তু গণেশরাম দামে আমাকে ঠকাচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। আমার যতটা আন্দাজ তাতে মনে হয় না তো তেরো টাকা তার দাম হতে পারে।

মোতির মা। ও আবার তোমার মাথায় কোথা থেকে এল? আমার ছোটো ভাজের সাধ হবার কোনো উপায়ই নেই। তার কোলের ছেলেটির বয়স তো সবে দেড় মাস। বানিয়ে বলতে তোমার আজকাল দেখছি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন বিদ্যে পেলে কোথায়?

নবীন। যেখান থেকে কালিদাস তাঁর কবিত্ব পেয়েছেন, বাণী বীণাপাণির কাছ থেকে।

মোতির মা। বীণাপাণি তোমাকে যতক্ষণ না ছাড়েন ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে ঘর করা যে দায় হবে।

নবীন। পণ করেছি স্বর্গারোহণকালে নরকদর্শন করে যাব, বউরানীর চরণে এই আমার দান।

মোতির মা। ঢাকাই কাপড় তখনি তখনি তোমার জুটল কোথায়?

নবীন। কোথাও না। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এসে বললুম, গণেশরাম সে কাপড় আমাকে না বলেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দাদার মুখ দেখে বুঝলুম, ইতিমধ্যে ছবিটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে স্বপ্নের রূপ ধরেছে। কী জানি কেন, পৃথিবীতে আমারই কাছে

দাদার একটু আছে চক্ষুলজ্জা, আর কারো হলে ছবিটা ধাঁ করে তুলে নিতে তাঁর বাধত না।

মোতির মা। তুমিও তো লোভী কম নও। দাদাকে নাহয় সেটা দিতেই।

নবীন। তা দিয়েছি, কিন্তু সহজ মনে দিই নি। বললেম, দাদা, এই ছবিটা থেকে একটা অয়েল পেন্টিঙ করিয়ে নিয়ে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে হয় না? দাদা যেন উদাসীনভাবে বললে, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।' বলেই ছবিটা নিয়ে উপরের ঘরে চলে গেল। তার পরে কী হল ঠিক জানি নে। বোধ করি আপিসে যাওয়া হয় নি, আর ওই ছবিটাও ফিরে পাবার আশা রাখি নে।

মোতির মা। তোমার বউরানীর জন্যে স্বর্গটাই খোওয়াতে যখন রাজি আছ, তখন নাহয় একখানা ছবিই বা খোওয়ালে।

নবীন। স্বর্গটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ছবিটা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ ছিল না। এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল, ঠিক সেই শুভযোগটি ওই ছবিতে ধরা পড়ে গেছে। এক-একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ওই ছবিটি দেখেছি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরো বেশি করে দেখা যায়।

মোতির মা। দেখো, আমার কাছে অত বাড়াবাড়ি করতে তোমার একটুও ভয় নেই?

নবীন। ভয় যদি থাকত তা হলেই তোমার ভাবনার কথাও থাকত। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য কিছুতে ভাঙে না। মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা সম্ভব হল কী করে? আমি যে ওঁকে বউরানী বলতে পারছি এ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর উনি যে সামান্য নবীনের মতো মানুষকেও হাসিমুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও এত সহজ হল কী করে? আমাদের পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগ্য আমার দাদা। যাকে সহজে পেলেন তাকে কঠিন করে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।

মোতির মা। বাস্ রে, বউরানীর কথায় তোমার মুখ যখন খুলে যায় তখন থামতে চায় না।

নবীন। মেজোবউ, জানি তোমার মনে একটুখানি বাজে।

মোতির মা। না, কখ্খনো না।

নবীন। হাঁ, অল্প একটু! কিন্তু এই উপলক্ষে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। নুরনগরে স্টেশনে প্রথম বউরানীর দাদাকে দেখে যে-সব কথা বলেছিলে, চলতি ভাষায় তাকেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।

মোতির মা। আচ্ছা, আচ্ছা, ও-সব তর্ক থাক্, এখন কী বলতে চাচ্ছিলে বলো।

নবীন। আমার বিশ্বাস, আজকালের মধ্যেই দাদা বউরানীকে ডেকে পাঠাবেন। বউরানী যে এত আগ্রহে বাপের বাড়ি চলে এলেন, আর তার পর থেকে এতদিন ফেরবার নাম নেই, এতে দাদার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে তা জানি। দাদা কিছুতেই বুঝতে পারেন না সোনার খাঁচাতে পাখির কেন লোভ নেই। নির্বোধ পাখি! অকৃতজ্ঞ পাখি!

মোতির মা। তা ভালোই তো, বড়োঠাকুর ডেকেই পাঠান-না। সেই কথাই তো ছিল।

নবীন। আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই বউরানী যদি যান ভালো হয়, দাদার ওইটুকু অভিমানের নাহয় জিত রইল। তা ছাড়া বিপ্রদাসবাবু তো চান বউরানী তাঁর সংসারে ফিরে যান, আমিই নিষেধ করেছিলুম।

দরজার বাইরে থেকে

কুমুদিনী। ঘরে ঢুকব কি?

মোতির মা। তোমার ঠাকুরপো পথ চেয়ে আছেন।

কুমুদিনীর প্রবেশ[১]

নবীন। জন্ম জন্ম পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার দর্শন পেলুম।

কুমুদিনী। আঃ ঠাকুরপো, এত কথা তুমি বানিয়ে বলতে পার কী করে?

নবীন। নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই, বুঝতে পারি নে।

কুমুদিনী। আচ্ছা, চলো এখন খেতে যাবে।

নবীন। খাবার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা কয়ে আসি গে।

কুমুদিনী। না, সে হবে না।

নবীন। কেন?

কুমুদিনী। আজ দাদা অনেক কথা বলেছেন, আজ আর নয়।

নবীন। ভালো খবর আছে।

কুমুদিনী। তা হোক, কাল এসো বরঞ্চ। আজ কোনো কথা নয়।

নবীন। কাল হয়তো ছুটি পাব না, হয়তো বাধা ঘটবে। দোহাই তোমার, আজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে। তোমার দাদা খুশি হবেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর।

কুমুদিনী। আচ্ছা, আগে তুমি খেয়ে নাও, তার পরে হবে।

কুমুদিনী বিপ্রদাসকে ডেকে আনল। তিনি বিছানায়
আধশোওয়া হয়ে শুলেন। পায়ের ধুলো নিয়ে

নবীন। বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে চাই নে। একটি কথা বলে যাব। সময় হয়েছে, এইবার বউরানী ঘরে ফিরে আসবেন বলে আমরা চেয়ে আছি।

খানিক পরে

আপনার অনুমতি পেলেই ওঁকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।

কুমুদিনীর প্রতি

বিপ্রদাস। মনে যদি করিস তোর যাবার সময় হয়েছে তা হলে যা, কুমু।

কুমুদিনী। না দাদা, যাব না।

এই বলে বিপ্রদাসের হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ল—
একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনের প্রতি

চলো, আর দেরি নয়। দাদা, তুমি ঘুমোও।

জনান্তিকে[১]

মোতির মা। এতটা কিন্তু ভালো না।

জনান্তিকে[২]

নবীন। অর্থাৎ চোখে খোঁচা দেওয়াটা যেম্‌নি হোক-না, চোখটা রাঙা হয়ে ওঠা একেবারেই ভালো নয়।

মোতির মা। না গো, না, ওটা ওঁদের দেমাক। সংসারে ওঁদের যোগ্য কিছুই মেলে না, ওঁরা সবার উপরে।

নবীন। মেজোবউ, এত বড়ো দেমাক সবাইকে সাজে না, কিন্তু ওঁদের কথা আলাদা।

মোতির মা। তাই বলে কি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করতে হবে?

নবীন। আত্মীয়স্বজন বললেই আত্মীয়স্বজন হয় না। ওঁরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পর্ক ধরে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে আমার সংকোচ হয়।

মোতির মা। যিনি যত বড়ো লোকই হোন-না-কেন, তবু সম্পর্কের জোর আছে এটা মনে রেখো।

নবীন। আর কিছুদিন দেখাই যাক-না। দাদার আগ্রহটাও একটু বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।

পরের দৃশ্য

শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনের ডেস্কের উপর থেকে কুমুদিনীর ছবি তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছিল— মধুসূদনকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেললে। শ্যামাসুন্দরী নিয়মমতো পানের বাটা নিয়ে মধুসূদনকে পান দিলে, তার পরে পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

একটা রুপোর ফোটোগ্রাফের ফ্রেম নিয়ে

মধুসূদন। এই নাও, তোমার জন্যে কিনে এনেছি।

ব্রাউন কাগজে জিনিসটা মোড়া ছিল, আস্তে আস্তে
কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে

শ্যামাসুন্দরী। কী হবে এটা?

মধুসূদন। জান না? এতে ফোটোগ্রাফ রাখতে হয়।

শ্যামাসুন্দরী। কার ফোটোগ্রাফ রাখবে?

মধুসূদন। তোমার নিজের। সেদিন সেই-যে ছবিটা তোলানো হয়েছে।

শ্যামাসুন্দরী। আমার এত সোহাগে কাজ নেই।

সেই ফ্রেমটা ছুঁড়ে মেজের উপর ফেলে দিলে।

মধুসূদন। এর মানে কী হল?

শ্যামাসুন্দরী। এর মানে কিছুই নেই।

বলে মুখে হাত দিয়ে কেঁদে উঠল, তার পরে বিছানা থেকে
মেজের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

মধুসূদন। পছন্দ হল না? ভাবছ কম দাম! তুমি এর দাম কী বুঝবে? ওঠো বলছি, এখনি ওঠো!

শ্যামাসুন্দরী উঠে, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল

মধুসূদন। এ কিছুতেই চলবে না। কেদার!

ভৃত্যের প্রবেশ

তোর শ্যামাদিদিকে শিগ্‌গির ডেকে দে!

[ভৃত্যের প্রস্থান

মধুসূদন খানিকক্ষণ খবরের কাগজ নিয়ে পড়লে। টেবিলে রুপোর ফুলদানিটা রুমাল দিয়ে ঘষে দেখলে ময়লা আছে কি না। ঝরা ফুলের পাপড়িগুলো টেবিলের উপর থেকে ঝেড়ে ফেললে। সোফার উপর কুশনগুলো গুছিয়ে ফেললে। হঠাৎ চোখে পড়ল ফোটোগ্রাফটা নেই।

মধুসূদন। কেদার!

ভৃত্যের প্রবেশ[১]

কেদার। মহারাজ!

মধুসূদন। এখানে মহারানীর ছবি ছিল, কী হল?

কেদার। তাই তো, দেখছি নে।

মধুসূদন। ডেকে আন্ তোর শ্যামাদিদিকে।

কেদার। তাঁর মাথা ধরেছে।

মধুসূদন। ধরুক মাথা। আস্পর্ধা তো কম নয়, হুকুম করলে আসে না। নিয়ে আয় তাকে।

[ভৃত্যের প্রস্থান][১]

শ্যামাসুন্দরী এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

গর্জন করে

মধুসূদন। এসো বলছি, শিগ্‌গির চলে এসো। ন্যাকামি কোরো না।

শ্যামাসুন্দরীর প্রবেশ

টেবিলের উপর ছবি ছিল, কী হল?

অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান ক'রে

শ্যামাসুন্দরী। ছবি! কার ছবি!

ক্রুদ্ধ স্বরে

মধুসূদন। ছবিটা দেখ নি!

ভালোমানুষের মতো মুখ ক'রে

শ্যামাসুন্দরী। না, দেখি নি তো!

গর্জন ক'রে

মধুসূদন। মিথ্যে কথা বলছ!

শ্যামাসুন্দরী। মিথ্যে কথা কেন বলব, ছবি নিয়ে আমি করব কী?

মধুসূদন। কোথায় রেখেছ বের করে নিয়ে এসো বলছি! নইলে ভালো হবে না!

শ্যামাসুন্দরী। ওমা, কী আপদ! তোমার ছবি আমি কোথায় পাব যে বের করে আনব?

মধুসূদন। কেদার!

[ভৃত্যের প্রবেশ][২]

কেদার। মহারাজ!

মধুসূদন। মেজোবাবুকে ডেকে আন্।

[ভৃত্যের প্রস্থান][৩]

নবীনের প্রবেশ

বড়োবউকে আনিয়ে নাও।

শ্যামাসুন্দরী মুখ বাঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে বসে রইল।
খানিকক্ষণ পরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে

নবীন। দাদা, ওখানে একবার কি তোমার নিজে যাওয়া উচিত হবে না? তুমি আপনি গিয়ে যদি বল তা হলে বউরানী খুশি হবেন।

গুড়গুড়ি টেনে

মধুসূদন। আচ্ছা, কাল রবিবার আছে, কাল যাব।

[শ্যামাসুন্দরী ও মধুসূদনের প্রস্থান

মোতির মা'র প্রবেশ

মোতির মা। তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নবীন। পলকে পলকে হারাচ্ছ! প্রয়োজনটা কী?

মোতির মা। আমার প্রয়োজন নয়, তোমারই প্রয়োজন। তোমার খাবার যে ঠাণ্ডা হয়ে এল।

নবীন। আমার মনটাও সেইরকম।

মোতির মা। কেন বলো তো?

নবীন। দৈবাৎ একটা ভালো কাজ করে ফেলেছি।

মোতির মা। আমার পরামর্শ না নিয়েই?

নবীন। পরামর্শ নেবার সময় ছিল না।

মোতির মা। তা হলে তো দেখছি তোমাকে পস্তাতে হবে।

নবীন। অসম্ভব নয়। কুষ্টিতে আমার বুদ্ধিস্থানে আর কোনো গ্রহ নেই, আছেন নিজের স্ত্রী। এইজন্যে সর্বদা তোমাকে হাতের কাছে রেখেই চলি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই— দাদা আজ হুকুম করলেন, বউরানীকে আনানো চাই। আমি ফস্ করে বলে বসলেম, তুমি নিজে গিয়ে যদি কথাটা তোল' ভালো হয়। দাদা কী মেজাজে ছিলেন, রাজি হয়ে গেলেন। তার পর থেকেই ভাবছি, এর ফলটা কী হবে।

মোতির মা। ভালো হবে না। বিপ্রদাসবাবুর যেরকম ভাবখানা দেখলুম, কী বলতে কী বলবেন, শেষকালে কুরুক্ষেত্রের লড়াই বেধে যাবে। এমন কাজ করলে কেন?

নবীন। প্রথম কারণ, বুদ্ধির কোঠা ঠিক সেই সময়টাতেই শূন্য ছিল, তুমি ছিলে অন্যত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, সেদিন বউরানী যখন বললেন 'আমি যাব না', তার ভিতরকার মানেটা বুঝেছিলুম। তাঁর দাদা রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে কলকাতায় এলেন, তবু এক দিনের জন্যে মহারাজ দেখতে গেলেন না— এই অনাদরটা তাঁর মনে সব চেয়ে বেজেছিল।
নিজের বুদ্ধিতে কথাটা আমার হয়তো মনে আসত না— তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে।

মোতির মা। কিরকম শুনি?

নবীন। ওই-যে সেদিন বললে, কুটুম্বিতার দায়িত্ব আত্মমর্যাদার দায়িত্বের চেয়েও বড়ো।

তাই মনে করতে সাহস হল যে, মহারাজার মতো অত বড়ো লোকেরও বিপ্রদাসবাবুকে দেখতে যাওয়া উচিত।

মোতির মা। কাজের সময় এত বাজে কথাও বলতে পার! কী করা উচিত এখন সেই কথাটা ভাবো দেখি।

নবীন। গোড়াতেই সকল কথার শেষ পর্যন্ত ভাবতে গেলে ঠকতে হয়। আশু ভাবা উচিত, প্রথম কর্তব্যটা কী। সেটা হচ্ছে, বিপ্রদাসবাবুকে দাদার দেখতে যাওয়া। দেখতে গিয়ে তার ফলে যা হতে পারে তার উপায় এখনি চিন্তা করতে বসলে তাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা হবে অতি-চিন্তাশীলতা।

মোতির মা। কী জানি! আমার বোধ হচ্ছে মুশকিল বাধবে।

পরের দৃশ্য

কুমুদিনী বিপ্রদাসের পায়ের কাছে বসে
তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহারাজ মধুসূদন এসেছেন।

বিপ্রদাস। কুমু, তুই বাড়ির ভিতরে যা। তোকে হয়তো দরকার হবে না।

[কুমুদিনীর ও ভৃত্যের প্রস্থান][১]

মধুসূদনের প্রবেশ

একটা অসমাপ্ত নমস্কারের দ্রুত আভাস দিয়ে খাটের
পাশের একটা কেদারায় বসে

মধুসূদন। কেমন আছেন বিপ্রদাসবাবু? শরীরটা তো তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।

বিপ্রদাস। তোমার শরীর ভালোই আছে দেখছি—

মধুসূদন। বিশেষ ভালো যে তা বলতে পারি নে— সন্ধের দিকটা মাথা ধরে, আর ক্ষিদেও ভালো হয় না। খাওয়া-দাওয়ার অল্প একটু অযত্ন হলেই সইতে পারি নে। আবার অনিদ্রাতেও মাঝে মাঝে ভুগি, ওইটেতে সব চেয়ে দুঃখ দেয়।

বিপ্রদাস। বোধ করি আপিসের কাজ নিয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

মধুসূদন। এমনিই কী! আপিসের কাজকর্ম আপনিই চলে যাচ্ছে, আমাকে বড়ো কিছু দেখতে হয় না। ম্যাক্‌নটন্ সাহেবের উপরেই বেশির ভাগ কাজের ভার, সার আর্থর পীবডিও আমাকে অনেকটা সাহায্য করেন।

ভৃত্যের প্রবেশ[২]

ভৃত্য। জলখাবার প্রস্তুত।

ব্যস্ত হয়ে

মধুসূদন। ওইটি তো পারব না। আগেই তো বলেছি, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব ধর্‌কাট করেই চলতে হয়।

বিপ্রদাস। পিসিমাকে বলো গে, ওঁর শরীর ভালো নেই, খেতে পারবেন না।

[ভৃত্যের প্রস্থান][৩]

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। দাদার শরীর ক্লান্ত, ওঁকে বেশি কথা কওয়াতে ডাক্তারের মানা। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বলো। বলো কী বলবার আছে।

মধুসূদন। যাবে না বাড়িতে?

কুমুদিনী। না।

মধুসূদন। সেকি কথা!

কুমুদিনী। আমাকে তোমার তো দরকার নেই।

মধুসূদন। কী-যে বল তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কী? শূন্য ঘর কি ভালো লাগে?

কুমুদিনী। আমি যাব না।

মধুসূদন। মানে কী? বাড়ির বউ বাড়িতে যাবে না—

কুমুদিনী। না।

মধুসূদন। কী! যাবে না! যেতেই হবে। জান পুলিস ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ধরে। 'না' বললেই হল!

গর্জন করে

দাদার স্কুলে নুরনগরী কায়দা শিক্ষা আবার আরম্ভ হয়েছে?

কুমুদিনী। চুপ করো, অমন চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না।

মধুসূদন। কেন? তোমার দাদাকে সামলে কথা কইতে হবে নাকি? জান এই মুহূর্তে ওকে পথে বার করতে পারি।

উঠে দাঁড়িয়ে

বিপ্রদাস। আর নয়, তুমি চলে যাও।

মধুসূদন। মনে থাকবে তোমার এই আস্পর্ধা! তোমার নুরনগরের নুর মুড়িয়ে দেব, তবে আমার নাম মধুসূদন।

[প্রস্থান

ক্ষেমাপিসির প্রবেশ

ক্ষেমাপিসি। আজ কি খেতে হবে না কুমু? বেলা যে অনেক হল।

বিপ্রদাস। কুমু, যা, খেতে যা।— তোর কালুদাদাকে পাঠিয়ে দে।

কুমুদিনী। দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, এখন কালুদাকে না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।

[প্রস্থান

কালুর প্রবেশ

কালু। কী হল বলো তো। কুমুকে ওদের ওখানে ফিরে নিয়ে যাবার কথা কিছু বললে কি?

বিপ্রদাস। হাঁ বলেছিল। কুমু তার জবাব দিয়েছে, সে যাবে না।

কালু। বল কী দাদা! এ যে সর্বনেশে কথা!

বিপ্রদাস। সর্বনাশকে আমরা কোনো কালে ভয় করি নে, ভয় করি অসম্মানকে।

কালু। তা হলে তৈরি হও, আর দেরি নেই। রক্তে আছে, যাবে কোথায়? জানি তো, তোমার বাবা ম্যাজিস্ট্রেটকে তুচ্ছ করতে গিয়ে অন্তত দু-লাখ টাকা লোকসান

করেছিলেন। বুক ফুলিয়ে নিজের বিপদ ঘটানো, ও তোমাদের পৈতৃক শখ। ওটা অন্তত আমার বংশে নেই, তাই তোমাদের সাংঘাতিক পাগলামিগুলো চুপ করে সইতে পারি নে। কিন্তু বাঁচব কী করে?

বিপ্রদাস। দলিলের শর্ত অনুসারে মধুসূদন ছ মাস নোটিস না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি করতে পারে না। ইতিমধ্যে সুবোধ আষাঢ় মাসের মধ্যেই এসে পড়বে— তখন একটা উপায় হতে পারবে।

কালু। উপায় হবে বৈকি। বাতিগুলো এক দমকায় নিবত, সেইগুলো একে একে ভদ্র রকম করে নিববে।

বিপ্রদাস। বাতি তলার খোপটার মধ্যে এসে জ্বলছে, এখন যে ফরাস এসে তাকে যেরকম ফুঁ দিয়েই নেবাক-না— তাতে বেশি হাহুতাশ করবার কিছু নেই। ওই তলানির আলোটার তদ্‌বির করতে আর ভালো লাগে না ; ওর চেয়ে পুরো অন্ধকারে সোয়াস্তি পাওয়া যায়।

কালু। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই, যা করবার আমিই করব। যাই, একবার দালাল-মহলে ঘুরে আসি গে।

[কালুর প্রস্থান][১]

কুমুদিনীর প্রবেশ

বিপ্রদাস। কুমু, ভালো করে সব ভেবে দেখেছিস?

কুমুদিনী। ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছি, তাই আমার মন আজ খুব নিশ্চিন্ত। ঠিক মনে হচ্ছে যেমন এখানে ছিলুম তেমনি আছি— মাঝে যা-কিছু ঘটেছে সমস্ত স্বপ্ন।

বিপ্রদাস। যদি তোকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়, তুই জোর করে সামলাতে পারবি?

কুমুদিনী। তোমার উপর উৎপাত যদি না হয় তো খুব পারব।

বিপ্রদাস। এইজন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি শেষকালে ফিরে যেতেই হয় তা হলে যত দেরি করে যাবি ততই সেটা বিশ্রী হয়ে উঠবে। ওদের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্র তোর মনকে কোথাও কিছুমাত্র জড়িয়েছে কি?

কুমুদিনী। কিছুমাত্র না। কেবল আমি নবীনকে, মোতির মা'কে, হাবলুকে ভালোবাসি।

বিপ্রদাস। দেখ্ কুমু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করবার ক্ষমতা ওদের আছে। সেইজন্যেই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই। করতে গেলেই লজ্জা সংকোচ ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে লোকসমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে। ঘরে বাইরে চারি দিকে নিন্দের তুফান উঠবে, তার মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাকা চাই।

কুমুদিনী। দাদা, তাতে তোমার অনিষ্ট, তোমার অশান্তি হবে না?

বিপ্রদাস। অনিষ্ট অশান্তি কাকে তুই বলিস কুমু? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস, তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হতে পারে? যদি জানি যে, যে ঘরে তুই আছিস সে তোর ঘর হয়ে উঠল না, তোর উপর যার একান্ত অধিকার সে তোর একান্ত

পর, তবে আমার পক্ষে তাঁর চেয়ে অশান্তি ভাবতে পারি নে। বাবা তোকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু তখনকার দিনে কর্তারা থাকতেন দূরে দূরে। তোর পক্ষে পড়াশুনোর দরকার আছে তা তিনি মনেই করতেন না। আমিই নিজে গোড়া থেকে তোকে শিখিয়েছি, তোকে মানুষ করে তুলেছি। তোর বাপ-মার চেয়ে আমি কোনো অংশে কম না। সেই মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে কী, আজ তা বুঝতে পারছি। তুই যদি অন্য মেয়ের মতো হতিস তা হলে কোথাও তোর ঠেকত না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্ প্রাণে তোকে সেখানে নির্বাসিত করে থাকব? যদি আমার ছোটো ভাই হতিস তা হলে যেমন করে থাকতিস, তেমনি করেই চিরদিন থাক্-না আমার কাছে।

কুমুদিনী। কিন্তু আমি তোমাদের তো ভার হয়ে থাকব না? ঠিক বলছ?

বিপ্রদাস। ভার কেন হবি বোন? তোকে খুব খাটিয়ে নেব। আমার সব কাজ দেব তোর হাতে। কোনো প্রাইভেট সেক্রেটারি এমন করে কাজ করতে পারবে না। আমাকে তোর বাজনা শোনাতে হবে ; আমার ঘোড়া তোর জিম্মেয় থাকবে। তা ছাড়া জানিস আমি শেখাতে ভালোবাসি। তোর মতো ছাত্রী পাব কোথায় বল্? এক কাজ করা যাবে— অনেক দিন থেকে পার্শি পড়বার শখ আমার আছে, একলা পড়তে ভালো লাগে না, তোকে নিয়ে পড়ব। তুই নিশ্চয় আমার চেয়ে এগিয়ে যাবি, আমি একটুও হিংসে করব না দেখিস।

আরো একটা কথা তোকে বলে রাখি কুমু, খুব শীঘ্রই আমাদের কাল-বদল হবে, আমাদের চালও বদলাবে। আমাদের থাকতে হবে গরিবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের গরিবের ঐশ্বর্য হয়ে।

চোখের জল মুছে

কুমুদিনী। আমার এমন ভাগ্য যদি হয় তো বেঁচে যাই।

পরের দৃশ্য

কুমুদিনী[১]

মোতির মা ও হাবলুকে নিয়ে নবীনের প্রবেশ। কুমুদিনীর বুকে মাথা দিয়ে অভিমানে হাবলুর কান্না।

হাবলুকে জড়িয়ে ধরে

কুমুদিনী। কঠিন সংসার, গোপাল, কান্নার অন্ত নেই। কী আছে আমার, কী দিতে পারি, যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে। কান্না দিয়ে কান্না মেটাতে চাই, তার বেশি শক্তি নেই। যে ভালোবাসা আপনাকে দেয়, তার অধিক আর কিছু দিতে পারে না, বাছারা, সেই ভালোবাসা তোরা পেয়েছিস। জ্যাঠাইমা চিরদিন থাকবে না, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিস, মনে রাখিস, মনে রাখিস।

নবীন। বউরানী, এবার রজবপুরে পৈতৃক ঘরে চলেছি। এখানকার পালা সাঙ্গ হল।

ব্যাকুল হয়ে

কুমুদিনী। আমি হতভাগিনী এসে তোমাদের এই বিপদ ঘটালুম।

নবীন। ঠিক তার উলটো। অনেক দিন থেকেই মনটা যাই-যাই করছিল, বেঁধে-সেধে তৈরি হয়ে ছিলুম, এমন সময় তুমি এলে আমাদের ঘরে। ঘরের আশ খুব করেই মিটেছিল, কিন্তু বিধাতার সইল না।

তুমি কি শ্বশুরবাড়ি একেবারেই যাবে না ঠিক করেছ?

কুমুদিনী। না, যাব না।

মোতির মা। তা হলে তোমার গতি কোথায়?

কুমুদিনী। মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় আমারও একটুখানি ঠাঁই হতে পারবে। জীবনে অনেক যায় খসে, তবুও কিছু বাকি থাকে।

ঠাকুরপো, তা হলে কী করবে এখন?

নবীন। নদীর ধারে কিছু জমি আছে, তার থেকে মোটা ভাত জুটবে, হাওয়া খাওয়াও চলবে।

উষ্মার সঙ্গে

মোতির মা। ওগো মশায়, না, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ওই মির্জাপুরের অন্নজলে দাবি রাখি, সে কেউ কাড়তে পারবে না। আমরা তো এত বেশি সম্মানী লোক নই, বড়োঠাকুর তাড়া দিলেই অমনি বিবাগী হয়ে চলে যাব! তিনিই আবার আজ বাদে কাল ফিরিয়ে ডাকবেন, তখন ফিরেও আসব, ইতিমধ্যে সবুর সইবে, এই বলে রাখলুম।

নবীন। সে কথা জানি মেজোবউ, কিন্তু তা নিয়ে বড়াই করি নে। পুনর্জন্ম যদি থাকে তবে সম্মানী হয়েই যেন জন্মাই, তাতে অন্নজলের যদি টানাটানি ঘটে সেও স্বীকার।

[মোতির মা ও নবীনের][1] প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কুমুদিনী। ডেকে দাও।

[ভৃত্যের প্রস্থান][2]

ডাক্তারের প্রবেশ

ডাক্তার। নাড়ি আরো খারাপ, রাত্তিরে ঘুম কমেছে। বোধ হয় রোগী ঠিক বিশ্রাম পাচ্ছে না। সাবধানে রেখো। আমি চললুম।

[প্রস্থান

কালুর প্রবেশ

কালু।[3] একটা কথা না বলে থাকতে পারছি নে— জাল বড়ো জটিল হয়ে এসেছে, তুমি যদি এই সময়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে না যাও, বিপদ আরো ঘনিয়ে ধরবে। আমি তো কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছি নে।

তোমার স্বামীর ওখান থেকে তাগিদ এসেছে, সেটা অগ্রাহ্য করবার শক্তি কি আমাদের আছে? আমরা যে একেবারে তার মুঠোর মধ্যে।

কুমুদিনী। আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, কালুদা। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয় মরণ ছাড়া কোনো রাস্তাই আমার খোলা নেই।

কালু। না দিদি, শান্ত হও, কিছু ভেবো না, একটা কিছু উপায় হবেই। চললুম আমি।

[প্রস্থান

মোতির মার প্রবেশ

মোতির মা। দিদি, একটা কথা তোমাকে বলে যাই। পোয়াতি হয়েছ সে খবর কি এখনো তুমি নিজে জানতে পার নি? এই মাত্র তোমার পিসিমাকে বলে এসেছি জানাতে তোমার দাদাকে।

হাত মুঠো করে

কুমুদিনী। না, না, এ কখনোই হতে পারে না, কিছুতেই না।

বিরক্ত হয়ে

মোতির মা। কেন হতে পারবে না ভাই? তুমি যত বড়ো ঘরেরই মেয়ে হও-না-কেন, তোমার বেলাতেই তো সংসারের নিয়ম উল্‌টে যাবে না। তুমি ঘোষালদের ঘরের

বউ তো, ঘোষাল বংশের ইষ্টিদেবতা কি তোমাকে সহজে ছুটি দেবেন? পালাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

উদ্‌বিগ্নমুখে

কুমুদিনী। কী করে তুমি নিশ্চয় জানলে?

মোতির মা। ছেলের মা আমি, আমি জানব না? কিছুদিন থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, আর সন্দেহ নেই।

কুমুদিনী। খবরটা কি সবাই জানে?

মোতির মা। এই খানিক আগেই তোমার দেওরকে বলেছি। সে লাফিয়ে গেল বড়োঠাকুরকে খবর দিতে।[১]

কুমুদিনী। দাদা জেনেছেন?

মোতির মা। ক্ষ্যামাপিসি তাঁকে নিশ্চয় খবর দিয়েছেন। এখন যাই বোন, তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার আয়োজন করতে হবে।

[প্রস্থান

পরের দৃশ্য[১]

বিপ্রদাস[২]

কুমুদিনীর প্রবেশ

কুমুদিনী। দাদা, আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে।

বিপ্রদাস। ভুল বলছিস কুমু। তোর ভালোই লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন উঠবে ভরে।

কুমুদিনী। কিন্তু তা হলে—

বিপ্রদাস। তা জানি— এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?

কুমুদিনী। তবে কি যেতে হবে দাদা?

বিপ্রদাস। তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘর-ছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায়?

কুমুদিনী। তা হলে কবে যেতে হবে?

বিপ্রদাস। কালই, আর দেরি সইবে না।

কুমুদিনী। দাদা, একটা কথা বোধ হয় বুঝতে পারছ, এবার গেলে ওরা আমাকে আর কখনো তোমার কাছে আসতে দেবে না।

বিপ্রদাস। তা আমি খুবই জানি।

কুমুদিনী। আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু তোমাকে বলে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে না দেখতে হয়। সে আমি সইতে পারব না।

বিপ্রদাস। না, কুমু, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

কুমুদিনী। ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।

বিপ্রদাস। ওরা যা করতে পারে তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনি আমি হব স্বাধীন। তাকে তুই বিপদ বলছিস কেন?

কুমুদিনী। দাদা, সেই দিন তুমিও আমাকে স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।

বিপ্রদাস। আচ্ছা— আগে হোক ছেলে, তার পরে বলিস।

কুমুদিনী। তুমি বিশ্বাস করছ না, মানুষ যখন মুক্তি চায় তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন বাঁধন কাটব, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।

বিপ্রদাস। বাঁধন তোর ভিতরে কেটেছে। বাইরের বাঁধন তো মায়া।

কুমুদিনী। আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে কোরো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না, আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটানা একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা! সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব, চলে আসবই— এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?

বিপ্রদাস। ওদের বড়োবউ হওয়ার হীনতাও তোকে স্পর্শ করতে পারবে না। সোনায় কি কখনো মরচে ধরে?

কুমুদিনী। আজ সমস্ত দিন ধরেই এই কথা ভাবছি যে, চারি দিকে এত এলোমেলো, এত উল্‌টো-পাল্‌টা, তবু এ সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্রসূর্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলছে। তোমার কাছে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে— কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্যে মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে, এই কথাটা বুঝতে পেরেছি ; সেই আমার অফুরান, সেই আমার দেবতা। এ যদি না বুঝতুম তা হলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ, এ কথাটাকে তো কোনো কিছুতেই মিথ্যে করতে পারবে না— তা আমি তোমার কাছেই থাকি আর দূরেই থাকি।

পরের দৃশ্য[১]

বিপ্রদাস ও কুমুদিনী[২]

মধুসূদনের প্রবেশ

মধুসূদন। এলুম তোমাকে নিতে। তোমার আপন ঘরে যাবে না মহারানী? ভয় কিসের?

কুমুদিনী। ভয়? আমার ভয় গেছে ভেঙে। আপন ঘরে আসছি মনে করেই বেরিয়েছিলুম, এসে দেখলুম আমার আপন ঘর নেই ওখানে। তাই ভয় পেয়েছিলুম।

মধুসূদন। কিসের ভয়?

কুমুদিনী। তখন মনে বিশ্বাস ছিল, সমাজে মেয়েদের জন্যে খাঁচাকল তৈরি করেছে, সেখানে একবার ঢুকলে জীবনান্তকাল পর্যন্ত আর বেরোবার জো নেই।

মধুসূদন। আজ ভয় ভাঙল কিসে?

কুমুদিনী। আজ আমি জেনেছি, আমি শুধু মেয়েমানুষ নই, আমি মানুষ। জোর করে আমাকে বাঁধবে কী করে? আমার মনকে শ্রদ্ধা করে যদি না পাও তবে অপমান করে কিছুতেই পাবে না। কারাগারের দরজা বানিয়েছিল আমার আপন মনের অন্ধ[৩] বিশ্বাস, আজ ভেঙেছে আমার সেই বিশ্বাস। আজ আমি মুক্ত।

মধুসূদন। তা হলে তুমি কী করবে?

কুমুদিনী। যাব তোমার ঘরে। যদি আমাকে বরণ করে নিতে পার তো নিয়ো ; যদি না পার তো জেনো, আমার মন ছুটি পেয়েছে, আমাকে পারবে না ধরে রাখতে। আর কোথাও আশ্রয় যদি না থাকে, যম তো আমাকে ঠেলতে পারবে না।

মধুসূদন। তা হলে আসবে তুমি, এখনি আসবে?

কুমুদিনী। হাঁ, আসব।

বিপ্রদাস। কুমু, যাবি তুই?

কুমুদিনী। হাঁ, যাব দাদা। বন্দিনী হয়ে নয়, আপন সম্মান নিয়ে যাব— যাব সেইখানে যেখানে যাবার আসবার দরজা সমান খোলা রয়েছে। একদিন ভেবেছিলুম, [৪]আমার অদৃষ্টের বিধান[৪], খাঁচার মধ্যেই পুজোর ঘর বানাতে হবে। আজ জেনেছি, পুজো খাঁচার বাইরে। আর কারো দাসীকে [৫]আমার দেবতা[৫] তাঁর আপন দাসীর সম্মান দেবেন না।

বিপ্রদাস। তা হলে তোর যাওয়া স্থির হল?

কুমুদিনী। হাঁ দাদা, মনের মধ্যে বেড়ি খসেছে, তাই যাচ্ছি, নইলে যেতেম না। দাদা, আশীর্বাদ করে বলো, আমাকে কেউ বন্দী করতে পারবে না, [৬]বন্দীশালার মধ্যেও নয়[৬]।

বিপ্রদাস। কেউ পারবে না, কেউ না, কারো অধিকার নেই।

মধুসূদনের হাত ধরে

কুমুদিনী। চলো, তবে যাই আমাদের ঘরে।

মধুসূদনের প্রতি

বিপ্রদাস। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ'কে নিয়ে যেতে পারবে সাহস করে?

মধুসূদন। পারব। আমি মহারানীকেই খুঁজেছিলুম, পেয়েছি মহারানীকে। আজ আমি বুঝতে পেরেছি আমি জেলখানার দারোগা নই।

বিপ্রদাসকে প্রণাম করে

দাদা, এবার আমাকেও আশীর্বাদ দিয়ো।

যবনিকা

পরিশিষ্ট

নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ

যোগাযোগ নাটকের গান

পাণ্ডুলিপি-বিবরণ

টীকা : পাঠভেদ। অন্যান্য প্রসঙ্গ

নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ

শিশিরকুমার ভাদুড়ির প্রযোজনায় ও পরিচালনায় নবনাট্যমন্দিরে 'যোগাযোগ' নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৯৩৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর। 'শিশিরকুমারের অনুরোধে কবি স্বয়ং যোগাযোগ উপন্যাসটিকে নাটকে পরিণত' করিয়াছিলেন।[১] বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন :

মধুসূদন	—	শিশিরকুমার ভাদুড়ি
কুমুদিনী	—	কঙ্কাবতী
বিপ্রদাস	—	শৈলেন চৌধুরী
নবীন	—	কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
মোতির মা	—	রানীবালা
শ্যামাসুন্দরী	—	উষা

রবীন্দ্রনাথ নিপুণ নাট্যপ্রয়োগশিল্পী রূপে শিশিরকুমারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার 'নটরাজ শিশির ভাদুড়ি' সম্ভাষণ[২] তাহার সাক্ষ্য বহন করে। সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি করিয়াছেন :

'শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার দুই একটা নাটক অভিনয়ের ভার তাঁর হাতে দিয়েছি।'[৩]

সমসাময়িক সাপ্তাহিক 'ছন্দা'য় (৯ মাঘ ১৩৪৩) হেমেন্দ্রকুমার রায় যোগাযোগ অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচনা করেন। সূচনায় উপন্যাসের নাট্যরূপ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যের পর সমালোচক লেখেন :

"সম্প্রতি 'নব-নাট্যমন্দিরে' 'যোগাযোগ' অভিনয় দেখতে গিয়ে অনেক কথাই মনে হচ্ছে। শুনেছিলুম, 'যোগাযোগ'কে নাটকে পরিণত করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। নাট্যশাস্ত্রে রবীন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞানের কথা আমরা সকলেই জানি। মঞ্চের 'যোগাযোগ' সত্যিসত্যিই যদি তাঁর সাহায্য পেয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, 'যোগাযোগ'কে তিনি স্বেচ্ছায় নাটক করে তুলতে চান নি। কারণ মঞ্চের 'যোগাযোগে'র একাধিক চরিত্র ফুটতে চেয়েছে অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের মৌখিক বর্ণনার সাহায্যে। নাটকের পক্ষে এটা সুবিধার কথা নয়।... কিন্তু তবু 'যোগাযোগ' দেখতে আমাদের ভালো লেগেছে। এর প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সুন্দর সংলাপ বা ডায়ালগ্ এবং শিশিরকুমার ও কঙ্কাবতীর বিচিত্র নিরুপম অভিনয়।"[৪]

নবনাট্যমন্দিরে যোগাযোগ অভিনয়ের একই কালে নাট্যনিকেতনে প্রখ্যাত নট নরেশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক নাট্যীকৃত গোরা নাটক তাঁহার প্রযোজনায় অভিনীত হইতে থাকে। দুইটি নাটকের মঞ্চাভিনয়ের উৎকর্ষ সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনায় 'গোরা' অধিকতর প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। এ প্রসঙ্গে প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'রবিচ্ছবি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের পত্রের যে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ প্রণিধানযোগ্য :

"তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুসি হলুম। গোরা অভিনয়ের প্রশংসা অনেকেরই কাছে শুনেছি— যোগ্য অভিনেতা নির্বাচন তার একটা কারণ। যোগাযোগে ঠিক তার বিপরীত। অর্থাভাবে শিশির যাকে-তাকে নিয়ে কাজ সারতে বাধ্য হয়, মাঝের থেকে অপযশ হয় লেখার।"[৫]

যোগাযোগ অভিনয়ের এই নিন্দা এবং তৎপ্রসঙ্গে কবির মন্তব্য বিষয়ে শ্রীঅমল মিত্র তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"একই সময়ে সেদিন দুটি রঙ্গালয়ে কবির নাটক অভিনীত হচ্ছিল। প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে যদি এক রঙ্গালয়ের তরফ থেকে অপরটির অভিনয়ের নিন্দা রটনা করা হয়ে থাকে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে। শিশিরকুমারের নাট্যশালায় 'সীতা'র অসামান্য মঞ্চসাফল্যে চিন্তিত আর্ট থিয়েটার গোষ্ঠীর তরফ থেকে 'সীতা' অভিনয়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়েছিল। ...এমনকি সেই অশালীন ঘটনায় বিশ্ববরেণ্য কবিকেও টেনে আনা হয়েছিল। যোগাযোগ অভিনয়ের বিরূপ সমালোচনা শুনে কবি প্রভাতচন্দ্র গুপ্তকে লেখা পত্রে ওই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু অভিনয়টি নিজে দেখার পর তাঁর মত যে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল তার প্রমাণ তিনি নিজেই লিখে রেখে গেছেন। যোগাযোগ-এর অভিনয় শেষ হলে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করার আগে কবি কাগজ ও কলম চেয়ে নিয়ে অভিনয়টি সম্বন্ধে তাঁর মতামত লিখে নাট্যাচার্যের হাতে তুলে দেন। তিনি লিখেছিলেন :

'নবনাট্যমন্দিরে যোগাযোগ দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ফিরে এসেছি। এমন সুসম্পূর্ণপ্রায় অভিনয় সর্বদা দেখা যায় না— তৎসত্ত্বেও যদি শ্রোতার মনস্তুষ্টি না হয়ে থাকে তবে সেজন্যে নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়িকে দোষ দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।"[৬]

কাহিনীর পরিসমাপ্তি উপন্যাসে যেমন নাটকে তেমন নয়। মঞ্চের প্রয়োজনে, শ্রোতা ও দর্শকের আকাঙ্ক্ষিত পরিণতির জন্য, আখ্যানের পরিবর্তন কখনো কখনো হয়তো অনিবার্য। এই পরিবর্তনে নাট্যপরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ির পরামর্শ সম্পর্কে তারাকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'অন্তরালের শিশিরকুমার' গ্রন্থে শিশিরকুমারের যে উক্তি সংকলন করিয়াছেন তাহা হইতে এ কথা মনে হইতে পারে যে পরিবর্তন শিশিরকুমারের প্রস্তাব অনুসারেই কৃত। প্রাসঙ্গিক অংশ নীচে মুদ্রিত হইল :

"যোগাযোগের শেষটা বদলাতে চাইলুম। কবি রাজি নন আদৌ। আমি বললুম, অপরাজিতা ফুল দিয়ে যে-কুমুদিনী স্বামী কামনা করে, সেই চিরকেলে সতীকে বিদ্রোহী করবেন কি করে? কবি বললেন, তুমি আমার কুমুকে মামুলি হিঁদুটি করতে চাও? ওর সমস্ত বিশ্বাসকে ধূলিসাৎ করে জীবনের নাড়ীতে এসেছে বিদ্রোহ। এ তোমার সস্তার বিদ্রোহিণী নয়।

"আমি তখন বললুম, তাকে একবার মধুসূদনের ঘরে যেতে তো হবে। শুনে কবি খুব ক্ষেপে গেলেন। বললেন, তা তো যাবে। যাবে কি থাকবার জন্য। যাবে ফিরে আসার জন্য।

"আমি বললুম, ঐ মধুসূদনের ঘরে তার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করবে কুমু। দৃশ্য শেষ হবে। কথাটায় আরো উগ্র হয়ে কবি বললেন, কখ্খনো নয়, তা হবে না। হতে পারে না। আমি বললুম, তাই যদি হয় তবে সমগ্র দর্শক সমাজ খুশি হবে। আমি দক্ষিণাটা ভালো পাবো। শুনে কবি যেন অতলগম্ভীর হলেন। বললেন, তুমি তো খুব দুষ্টু লোক হে। তারপর বললেন, যা খুশি করো গে। তোমার যোগাযোগ লোকে কদিন মনে রাখবে? আমার যোগাযোগ বরাবর থাকবে।"[৭]

কবি-কর্তৃক সংশোধিত অভিনয়ের কপিতে (পাণ্ডুলিপি ২৮৩ক) নাটকের যে পরিসমাপ্তি দেখা যায় তাহা উপন্যাস, অথবা উপরি-উদ্‌ধৃত শিশিরকুমারের উক্তি, কোনোটার সঙ্গেই মেলে না— বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত নাটকের পাঠে তাহা লক্ষণীয়। সেখানে মধুসূদন স্বয়ং বিপ্রদাসের গৃহে সমুপস্থিত, তাঁহার 'মহারানী'কে সাদরে সসম্মানে গ্রহণ করিবেন ইহাই তাঁহার আশা। কুমু যখন মধুসূদনের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'চলো, তবে যাই আমাদের ঘরে', ততক্ষণে তাঁহার মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে— সমাজের বিধির প্রতি এবং ভাবী সন্তানের প্রতি তাঁহার যে কর্তব্য তাহা পালন করিবার জন্য মধুসূদনের গৃহে তিনি চলিলেও তাঁহার মন রহিল মুক্ত স্বাধীন, প্রয়োজন ফুরাইলেই তাহা নিজ আলয়ে বিপ্রদাসের কাছে ফিরিবার পথে কোনো বাধাই স্বীকার করিবে না।

কিন্তু কুমুর অনুপস্থিতিকালে নিজ গৃহে যে শূন্যতা মধুসূদনের চিত্তকে নিয়ত পীড়ন করিয়াছে, শ্যামার সুস্পষ্ট ছলনা যে শূন্যতাকে বর্ধিত করিয়াছে, নবীন ও মোতির মা'র রজবপুরে ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাবে অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় আকস্মিক বিপর্যয়ের যে সূচনা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সর্বোপরি কুমুর মধ্যে তাঁহার বংশের উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব সূচিত হওয়ার সংবাদ তাঁহার অন্তরে যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে মধুসূদনের চিত্তেও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে— সেই চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে নাটকের শেষ দৃশ্যে। 'মধুসূদনের ঘরে তার পায়ে গড় হয়ে প্রণাম' কুমু করে নাই, মধুসূদনই বিপ্রদাসের পদধূলি মাথায় লইয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন।

নাট্যরূপে এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র[৮] এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

অত্যন্ত ব্যস্ততার সময়ে রোগশয্যায় যোগাযোগের প্রথম তিনটি দৃশ্য লিখেছিলেম, শেষ করবার সময় পেলে দেখতে নাটকের পরিণাম তোমার রচিত নাট্যের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হোত। সতীধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি নাটকটাকে যে পথে নিয়ে গেছ বিশুদ্ধ সাহিত্যের আদর্শে সেটা হৃদ্য নয়। শিশিরকুমারকে বলেছিলুম যথোচিত শোধন ক'রে ওটাকে গ্রহণ করতে— তিনি কী করেছেন জানি নে। ইতি ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শিশিরকুমারকে বলেছিলুম যথোচিত শোধন করে ওটাকে গ্রহণ করতে', এই কথা কয়টি হইতে স্বভাবতই মনে হয়, হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ-কৃত নাট্যরূপটি লইয়া শিশিরকুমার ভাদুড়ি রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া সম্প্রতি হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের পুত্র শ্রীকমলকুমার ভঞ্জের নিকট হইতে তাঁহার পিতার কৃত যোগাযোগের নাট্যরূপের একটি প্রতিলিপি সংগৃহীত হইয়াছে ; শিশিরকুমার ভাদুড়ির পুত্র শ্রীঅশোক ভাদুড়িও তাঁহার ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে যোগাযোগ নাটকের একটি কপি আমাদের দেখিতে দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক আদ্যন্ত সংশোধিত 'যোগাযোগ' নাটকের পাণ্ডুলিপির (২৮৩ক) সহিত এই দুইটি পাণ্ডুলিপি মিলাইলে সহজেই প্রতীতি হয় যে, হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ-কৃত নাট্যরূপটিই শিশিরকুমার নকল করাইয়া লইয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনার পর তাহার আর-একটি পরিচ্ছন্ন কপি প্রস্তুত করাইয়া সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন।[৯] বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধন করাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে যে পরিচ্ছন্ন প্রতিলিপিটি তাঁহাকে দেওয়া হয় (ইহাই রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পরিমার্জিত পাণ্ডুলিপি ২৮৩ক) তাহাতেও পুনরায় যৎসামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ-কৃত নাট্যরূপে তথা শ্রীঅশোক ভাদুড়ির সংগ্রহস্থিত প্রতিলিপিতে যে তিনটি রবীন্দ্রগীত সন্নিবিষ্ট, রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত প্রতিলিপিতে তাহার একটিও লিখিত হয় নাই, যথাস্থানে 'গান' এই শব্দটি মাত্র লিখিত হইয়াছে— স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান নির্বাচন এবং/বা রচনা করিয়া দিবেন এই অভিপ্রায়ে। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পরিমার্জিত নাট্যরূপে ছয়টি গান দেখা যায়, ইহার দুইটি নূতন।[১০]

যাহা হউক, 'যথোচিত শোধন' করিয়া লওয়ার ব্যাপারে অন্যের উপরে নির্ভর না করিয়া, 'শেষ করবার সময়' যখন পাইলেন, কবি স্বয়ং অভিপ্রেত পরিবর্তন করিয়া নাটকটিকে চমৎকার

পরিসমাপ্তির দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দিলেন। নাট্যীকরণের কাজ সম্পূর্ণ করিবার পর তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন [১৯৩৬], তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া বর্তমান আলোচনা শেষ করি :

"... শিশির ভাদুড়ি যোগাযোগের নাট্যীকরণ সম্বন্ধে ধন্না দিয়ে পড়ে ছিলেন। খানিকটা অংশ পূর্বেই করে দিয়েছিলুম।[১১] বাকি অনেকখানিই তিন চারদিনের মধ্যেই লিখে দেবার জন্যে তার আবেদন। দুঃসাধ্য কাজ করতে হয়েছে, এমন একটানা পরিশ্রম আর কখনো করিনি। আমার নিজের বিশ্বাস জিনিসটা ভালোই হয়েছে। খ্রীষ্টোৎসব সপ্তাহে বোধ হচ্ছে অভিনয় হবে— দেখতে যেয়ো। উপযুক্ত অভিনেতা সংগ্রহ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ— বিশেষ দক্ষ লোকের দরকার— নইলে শোচনীয় হবে।"[১২]

১ শ্রীঅমল মিত্র, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার', পৃ ৪৮। টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট। ১৯৭৭। অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা বর্তমান গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান', সংগীতচিন্তা (১৩৭৩), পৃ ৮০।

৩ দ্রষ্টব্য, পূর্বোল্লিখিত 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার', পৃ ৫-৬।

৪ তদেব, পৃ ৫০-৫১।

যোগাযোগের নাট্যরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রানুরাগী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের এই বিরূপ মন্তব্য এককালে নাটকাকারে যোগাযোগ প্রকাশের অন্তরায় হইয়া থাকিতে পারে ; অন্তত তাহা যে অন্যতম কারণ, এ অনুমান ভ্রান্ত না হওয়াই সম্ভব।

৫ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, 'রবিচ্ছবি' (১৩৬৮), পৃ ১৭।

৬ পূর্বোল্লিখিত 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার', পৃ ৫৩-৫৪। রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মুদ্রিত।

৭ তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, 'অন্তরালের শিশিরকুমার' (১৩৬৮), পৃ ৩৭-৩৮।

৮ রবীন্দ্রনাথের পত্রের প্রতিলিপি রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ-ভুক্ত।

৯ শ্রীকমলকুমার ভঞ্জ তাঁহার মাতৃদেবী শ্রীমতী মীরা ভঞ্জের পক্ষ হইতে সম্প্রতি এই নাট্যরূপের যে প্রতিলিপি রবীন্দ্রভবনে উপহার দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। শ্রীকমলকুমার ভঞ্জ এক দীর্ঘ পত্রে শিশিরকুমারের সহিত তাঁহার পিতৃদেবের পত্রালাপের এবং তাঁহার পিতার কৃত যোগাযোগের নাট্যরূপের প্রথম ও পরবর্তী অভিনয়-সমূহের বিবরণ বিশেষ যত্নের সহিত লিখিয়া জানাইয়াছেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, প্রথম অভিনয় হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ তারিখে (শিশিরকুমার-কর্তৃক নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার এক বৎসর তিন মাস পূর্বে), প্রেসিডেন্সি কলেজের শারদ সম্মেলন উপলক্ষে, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে। এই অভিনয় দেখিয়া শিশিরকুমার পেশাদার মঞ্চে ইহার অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের নাট্যরূপের সহিত শ্রীঅশোক ভাদুড়ি-প্রদত্ত প্রতিলিপির পাঠে যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয় তাহা শিশিরকুমারের নির্দেশে অভিজ্ঞ লিপিকর বা সংলাপ-লেখকের দ্বারা সম্ভব। এই প্রতিলিপির শেষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরান্তে যে তারিখটি লিপিকর বসাইয়াছেন (৪-১২-৩৫) তাহা হইতে শ্রীকমলকুমার ভঞ্জ-প্রদত্ত বিবরণ সমর্থিত হয়। লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, ইহার অত্যল্পকাল পরেই (৬.২.১৯৩৬) রবীন্দ্রনাথ হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জকে পূর্বমুদ্রিত পত্রটি লিখিয়াছিলেন।

১০ দ্রষ্টব্য, পরবর্তী আলোচনা : 'যোগাযোগ নাটকের গান'।

১১ প্রথম তিন দৃশ্য ও চতুর্থ দৃশ্যের সূচনাংশ। পাণ্ডুলিপিতে সন-তারিখ নাই ; অন্য সূত্র হইতেও জানা যায় নাই প্রথম তিনটি দৃশ্য কোন্ সময়ের রচনা।

১২ রবীন্দ্রনাথের পত্র, দেশ, ১০ আশ্বিন ১৩৮২, পৃ ৬৫৯।

যোগাযোগ নাটকের গান

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে (পা. ২৮৩ ক) যে-সকল গান লিখিত আছে, অথবা গানের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, অঙ্ক ও দৃশ্য -বিভাগ অনুসারে সেগুলি নিম্নরূপ :

অঙ্ক ২, দৃশ্য ২॥ গানের দলের গান

১ আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে। পৃ ২৯

২ মধুর বসন্ত এসেছে। পৃ ২৯

অঙ্ক ৩, দৃশ্য ৩[১]॥ ফুট্‌কির গান

৩ ফুরালো পরীক্ষার এই পালা। পৃ ৬৭

৪ ফিরে আমায় মিছে ডাক' স্বামী। পৃ ৬৮

সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ২৮৩ (ক)-এ আরও তিনটি স্থলে গানের উল্লেখ দেখা যায় :

অঙ্ক ২, দৃশ্য ৪॥ বাউলের গীত [লক্ষ্মী যখন আসবে তখন] পৃ ৪৪

অঙ্ক ৩, দৃশ্য ১॥ গান। চৈতালি থেকে[২] [আজি কোন্ ধন হতে] পৃ ৪৬-৪৭

অঙ্ক ৩, দৃশ্য ৩[১]॥ কুমুদিনীর মৃদুস্বরে গান। পৃ ৬০

ইহা ছাড়া সুধীরচন্দ্র কর -কৃত নকলে (পা. ২৮৩ গ) আরও একটি স্থলে[৩] রবীন্দ্র হস্তাক্ষরে 'music' কথাটি লিখিত থাকিলেও, এই অংশের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত নাট্যরূপে, অথবা অপর কোনো পাণ্ডুলিপিতে, বা তাহার প্রতিলিপিতে, গানের উল্লেখ দেখা যায় না।

অঙ্ক ২, দৃশ্য ৪-এ 'বাউলের গীত' এই নির্দেশটুকু মাত্র দেখা যায় ২৮৩ (ক) পাণ্ডুলিপিতে। বস্তুত গানটি লইয়াই এ দৃশ্য, ইহাতে আর কিছু নাই। নাটকের এই বিশেষ অংশে, দুইটি দৃশ্যের মধ্যে, ঘটনা-সংস্থানের দিক হইতে যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন আবশ্যক, 'বাউলের গীত' দ্বারা তাহা সম্পাদন করা নাট্যকারের অভিপ্রায়। পাণ্ডুলিপিতে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় এবং নাটকের কোনো প্রোগ্রাম সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায়, এ স্থলে কোন্ গান গাওয়া হইয়াছিল সে বিষয়ে সুনিশ্চিত করিয়া বলা না গেলেও, যোগাযোগ নাটকের গানগুলি যিনি শিখাইয়াছিলেন, শান্তিনিকেতনের সংগীত-শিক্ষক শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যায়, যোগাযোগের গান বলিয়া পরিচিত 'লক্ষ্মী যখন আসবে তখন' এই গান এ স্থলে গীত হইয়াছিল।[৪] অঙ্ক ৩, দৃশ্য ৩-এ 'কুমুর মৃদুস্বরে গানে'র প্রসঙ্গে বলা যায়, কুমুদিনী কোন্ গান গাহিয়াছিল, অথবা আদৌ গাহিয়াছিল কি না, তাহা অপরিজ্ঞাত।[৫]

প্রথম-উল্লিখিত যে চারিটি গান ২৮৩ (ক)-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ লিখিত আছে তাহার প্রথম দুইটির প্রথম চরণ মাত্র রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে (পা. ২৮৩ খ) দৃষ্ট হয়। পরবর্তী দুইটি গান ২৮৩ (ক) -সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের সংযোজনে সম্পূর্ণ লিখিত।

যোগাযোগ নাটকের গান সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া নাট্য-সমালোচক হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখিয়াছিলেন :

"এর মধ্যে এমন গানও আছে যা রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়—যা আমাদের কল্পনাতীত।"[৬]

অভিনীত নাটকের প্রোগ্রাম সংগ্রহ করিতে না পারায় এ বিষয়ে সুনিশ্চিত রূপে কিছু বলা না গেলেও, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁহার কৃত নাটকে অপরের রচিত গানের ব্যবহার সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। এ বিষয়ে তৎকালীন সংগীতভবন অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের সহিত আলোচনায় জানিয়াছি, তিনি হেমেন্দ্রকুমারের এ উক্তির সমর্থন করেন না। তিনি

বলেন, যোগাযোগ নাটক মঞ্চস্থ করিবার পূর্বে ইহার গানগুলি সঠিকভাবে শিখিয়া লইবার জন্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি নবনাট্যমন্দিরের সংগীত-শিক্ষককে শান্তিনিকেতনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কাছে গানগুলি শিখিয়া লইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শৈলজাবাবু শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠে আর-একটি গানের উল্লেখ করেন—'ওলো সই, ওলো সই'। কিন্তু পাণ্ডুলিপির কোথাও এই গানের অথবা শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠে গানের নির্দেশ নাই, অতএব কোনো অংশে ইহা গীত হইয়াছিল কি না তাহা নির্ণয় করা যায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—

১ ফুরালো পরীক্ষার এই পালা

২ ফিরে আমায় মিছে ডাক' স্বামী

৩ লক্ষ্মী যখন আসবে তখন[৭]

এই তিনটি গানের স্বরলিপি শৈলজারঞ্জন মজুমদার -কৃত।[৮]

১ পা. ২৮৩ (ক)-এ 'তৃতীয় দৃশ্য' বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, এই দৃশ্যের পূর্বে কবি স্বহস্তে 'তৃতীয় দৃশ্যের আরম্ভে' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র দৃশ্য সংযোজন করিয়াছেন।

২ চৈতালি কাব্যে দুইটি গান আছে : ১ 'গান' : তুমি পড়িতেছ হেসে
২ 'প্রার্থনা' : আজি কোন্ ধন হতে

ভাববিচারে মনে হয়, কবি ২-সংখ্যক গান নাটকে ব্যবহার করার কথা ভাবিয়াছিলেন। মোতির মার প্রস্থানের পর (প্রস্থানের উল্লেখ যদিচ পাণ্ডুলিপিতে নাই) কুমুর কণ্ঠে এ গান ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সংগত মনে হয়। এই গানের কাঙালিচরণ সেন -কৃত স্বরলিপি স্বরবিতান ২২ -ভুক্ত। নাটকের কোনো প্রোগ্রাম দেখার সুযোগ না হওয়ায়, গানটি গীত হইয়াছিল কি না সে বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই।

৩ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রবীক্ষা ৫, বর্তমান সংকলন, পৃ ১১। কুমুর উক্তি : 'ওই যে ভিখিরি যাচ্ছে...' ছত্রের পাশে।

৪ এই সময়ে এই গানের নূতন সুর রবীন্দ্রনাথ শৈলজারঞ্জনকে শিখাইয়া দেন। দ্রষ্টব্য, স্বরবিতান ৪৪।

৫ মধুসূদনের প্রস্থানের পর মঞ্চে একাকিনী কুমুদিনীর কণ্ঠে 'মৃদুস্বরে গান' নাট্যক্রিয়ার পক্ষে সংগত মনে হয়। অবশ্য গুন্ গুন্ করিয়া সুর গাওয়া অসম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে কথা না থাকিলেও চলে। পরিচালক কিভাবে ইহা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন তাহা তৎকালীন দর্শক-শ্রোতাদের কাহারও স্মরণ থাকিতেও পারে।

৬ সাপ্তাহিক ছন্দা, ৯ মাঘ ১৩৪৩। দ্র. শ্রীঅমল মিত্র, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার', পৃ ৫১। অনুমান হয়, উল্লিখিত তৃতীয়-চতুর্থ গান রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় বলিয়া হেমেন্দ্রকুমার রায় সন্দিহান হইয়া থাকিবেন। কথায় ও ভাবে গান দুইটি প্রচলিত রবীন্দ্রসংগীতের তুলনায় কিছু ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় এবং নূতন গান বলিয়া অভিনয়ের পূর্বে প্রচারলাভ না করায় এই ভ্রম হইয়া থাকিবে। অথচ সন্দেহের কারণ এজন্যই নাই যে, ১. শ্রদ্ধেয় শৈলজারঞ্জন মজুমদারের অনুকূল সাক্ষ্য তো আছেই ; তাহা ছাড়া এ কথা প্রায় নিশ্চিত রূপেই বলা যায় যে, স্বরচিত আখ্যানের যে-সকল নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন—তাঁহার নির্দেশ ও পরামর্শ যে ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়— তাহাতে এ কালের অন্য কাহারও রচিত গান থাকিবার কথা নয় ; ২. সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে (২৮৩ক) রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের লেখায় গান দুইটি দেখা যায় ; ৩. রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত ও তাঁহার আয়ুষ্কালে মুদ্রিত (ভাদ্র ১৩৪৩) গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডে দুইটি গানই প্রকাশিত হইয়াছে।

৭ ইহার একটি সুরের স্বরলিপিকার সুধীরচন্দ্র কর। যোগাযোগ নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে নূতন সুর দেন তাহার স্বরলিপিকার শৈলজারঞ্জন মজুমদার। দ্রষ্টব্য স্বরবিতান ৪৪।

৮ শৈলজারঞ্জন মজুমদার বলেন, তিনি যেদিন যোগাযোগ অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন সেদিন 'আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে' গানটি গাওয়া হয় নাই। শৈলজাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে নাট্য-কর্তৃপক্ষ জানান, এই গানটির সুর ভালোরূপ আয়ত্ত না হওয়ায় শৈলজাবাবুর উপস্থিতিতে গাহিতে ভরসা হয় নাই।

পাণ্ডুলিপি-বিবরণ

রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত যে কয়টি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করিয়া যোগাযোগ নাটক মুদ্রিত হইল সেগুলির অভিজ্ঞান-সংখ্যা ২৮৩ (ক-গ), গুচ্ছ ৭৯, এবং এম ৩৫।[১] এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল—

পাণ্ডুলিপি ২৮৩ ক॥ ছাই রঙের কাপড়ে বোর্ড বাঁধাই, মাপ বোর্ড সহ ৩৬×২৪$\frac{১}{২}$ সে.মি.। রুলটানা কাগজে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির হাতে লেখা কার্বন-কপি। ১৯৫৯ সালে দিল্লীর 'ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স্' কর্তৃক দুই পিঠে স্বচ্ছ কাগজ সাঁটিয়া (laminated) কাপড়ে ও বোর্ডে বাঁধাই। পাতার সংখ্যা (leaf) মোট ৬১, তাহার মধ্যে ২৮খানি পাতায় রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের সংশোধন, বর্জন বা পুনর্লিখন বিদ্যমান। এই বর্জন ও পরিবর্তন, অনেক স্থলে পুনর্লিখন, অধিকাংশ খয়েরি রঙের কালিতে কৃত, ২-সংখ্যক পাতায় সামান্য সংশোধন সাধারণ পেন্সিলে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পাতা-সংখ্যা ৪৭ ও ৪৮-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত ৫টি পাতা সন্নিবিষ্ট, পাতাগুলি অভিন্ন ধরনের রুলটানা কাগজে, পূর্ববৎ খয়েরি রঙের কালিতে লিখিত। তাহা ছাড়া আরো ১১টি পাতার সম্মুখীন সাদা পৃষ্ঠা রবীন্দ্রলিখনে আদ্যন্ত পূর্ণ। ইহা হইতে সংযোজন-পুনর্লিখনের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। আরো উল্লেখযোগ্য, এই সংশোধন-পরিবর্তন দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের সূচনার পূর্বাংশে নামমাত্র। তাহার কারণ স্পষ্টত ইহাই যে, নাটকের এই প্রথমাংশের রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত নাট্যরূপ থাকায় তাহা হইতে নকল করা হইয়াছে, অতএব সে অংশে পুনশ্চ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নাই। বাকি অংশে সর্বত্রই পরিবর্তন, কোথাও কোথাও কার্যত পুনর্লিখন।[২]

এই পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ইহাতে শেষ দৃশ্যের পূর্ববর্তী অনেকগুলি পাতা নাই। ইহা যে সম্পূর্ণ নয় এমন কোনো ইঙ্গিত প্রথম পৃষ্ঠায়, যেখানে "যোগাযোগ / নাট্যরূপের কপি / পৌষ ১৩৪৩ / শান্তিনিকেতন" এই কয়টি কথা লিখিত আছে[৩] সেখানে, বা অন্যত্র নাই। এই তারিখ যোগাযোগ-অভিনয়ের সমকালীন ; বর্তমান পাণ্ডুলিপি এই সময়ে হাতে আসিয়াছিল, অথবা পরে আসিয়া থাকিলেও অভিনয়ের কালই লিখিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই, রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাগারে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ বা তথ্য লিপিবদ্ধ নাই।

সম্পূর্ণ না হইলেও, যোগাযোগ নাটকের পাণ্ডুলিপিরূপে ইহার গুরুত্ব সমধিক ; কেননা কিছু অংশ ব্যতীত[৪] সম্পূর্ণ নাটকটি রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংশোধন-সংযোজন-সহ ইহাতে বর্তমান। এই অনুদ্দিষ্ট পাতাগুলির পরেই শেষ দৃশ্যের দুটি পাতা (ইহার দ্বিতীয় পাতায়, অর্থাৎ নাটকের সর্বশেষ পাতায়, মাত্র ছয় ছত্র লেখা), তাহার প্রথম পাতার শীর্ষভাগে রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা তিনটি সম্পূর্ণ ছত্র ছাড়াও পাতার অন্যত্র তাঁহার কৃত অনেকগুলি সংশোধন রহিয়াছে। অর্থাৎ, নাটকের শেষ দৃশ্যও যে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই।

এই পাণ্ডুলিপিতে তিনটি ভিন্ন হস্তাক্ষর দেখা যায়। ১ হইতে ৪৩ পর্যন্ত এক হস্তাক্ষর ; পরবর্তী ১১টি পাতা অপর হাতে ; এবং 'সব শেষের দৃশ্য'[৫], দুই পাতা, তৃতীয় হাতে লেখা। ইহা হইতে এরূপ অনুমান অসংগত না হইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা শীঘ্র সংশোধিত ও অনুমোদিত করাইয়া লওয়ার প্রয়োজনে শিশিরকুমার ভাদুড়ি নাটকটি তিনজন লিপিকরের দ্বারা নকল করাইয়া লইয়াছিলেন। নকলে প্রথম তিনটি দৃশ্যের রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপ এবং অবশিষ্ট অংশের জন্য হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ -কৃত নাট্যরূপ সামান্য পরিবর্তনে গৃহীত হইয়াছে ; প্রথম তিন দৃশ্য রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি

অনুযায়ী লিখিত হওয়ায় সে অংশে রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ সংশোধন নাই বলিলেই চলে— এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপি ২৮৩ খ॥ ইহা একটি নীল রঙের মলাটে 'No. 8, Swan/Exercise Book'। মাপ ২০$\frac{১}{২}$×১৬$\frac{১}{২}$সেমি.। নাট্যাংশ সবুজ রঙের কালিতে লিখিত। ৮ নম্বর খাতার হিসাবে পাতার সংখ্যা কম ;[৬] রুলটানা কাগজ। পুটে ব্রাউন প্যাকিং কাগজ দিয়া মেরামত করা হইয়াছে। সোজা দিক হইতে প্রথম পাতায় লোকশিক্ষা-প্রচার-বিষয়ক প্রস্তাবের খসড়া, তাহার পর কয়েকটি পাতা ছিন্ন ; অতঃপর শব্দতত্ত্ব-বিষয়ক রচনা চার ছত্র ; ইহার পর দুইটি গান ও নৃত্যনাট্য শ্যামার কয়েকটি ছত্র। খাতার সোজা দিক হইতে রচনার এখানেই শেষ। উলটা দিক হইতে প্রথম তিনটি পাতায় দুই পিঠে লেখা 'সে' গ্রন্থের 'গেছোবাবা' গল্প ; পরের পাতায় ভাষাতত্ত্বের আলোচনা। পরবর্তী কুড়িটি পাতায় যোগাযোগ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য এবং তৃতীয় দৃশ্যের সূচনাংশ মাত্র। ইহার পর একটি পাতায় ইংরেজি রচনা, মৃত্যুশোকে সান্ত্বনাদানের জন্য কোনো মাতার উদ্দেশে লিখিত পত্রাংশের খসড়া ; বাকি পাতাগুলিতে নৃত্যনাট্য শ্যামার কতকাংশ লিখিত।

এই পাণ্ডুলিপিতে যে কুড়িটি পাতায় যোগাযোগ নাটক লিখিত তাহার শেষ ছয়টি পাতা ছিন্ন ; এই পাতা ছয়টি জেম ক্লিপে আঁটা অবস্থায় সুধীর কর-কৃত কপির (অতঃপর বর্ণিত পা. ২৮৩ গ) সহিত রক্ষিত ছিল। বলা বাহুল্য, কাগজের আকারপ্রকারে, রচনার পারম্পর্যে ও লেখার ধরনে এগুলি যে বর্তমান পাণ্ডুলিপি-খাতার (২৮৩ খ) ছিন্ন পাতা তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই কুড়ি-পাতা-ব্যাপী রচনার সূচনায় ছয় ছত্রে সংযোজন মাত্র বাঁ দিকের পৃষ্ঠায়, বাকি সমস্ত লেখা ডান দিকের পৃষ্ঠায়, পৃষ্ঠার বাম অর্ধাংশে। এই অংশও শিশিরকুমার ভাদুড়ি দ্বারা প্রস্তুত কপিতে (পা. ২৮৩ ক) প্রায় অবিকল গৃহীত ; কেবল একটি স্থলে কুড়িটি ছত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে সুধীর চন্দ্র কর -লিখিত নকলে (পা. ২৮৩ গ), রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের সংযোজনে।

পাণ্ডুলিপি ২৮৩ গ॥ রুলটানা কাগজের বাঁধাই এক্‌সারসাইজ খাতা। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রস্তুত এই খাতার মলাটের রঙ লালচে বাদামি। প্রথম মলাটে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে Selection কথাটি লিখিত।

খাতার সোজা দিক হইতে দুইটি পাতা বাদ দিয়া তৃতীয় পাতায় ডান অর্ধাংশে লেখার সূচনা, লিপিকর সুধীরচন্দ্র কর। একাদিক্রমে ৫৬ পাতা অবধি[৭] একই ভাবে এক হস্তাক্ষরে লেখা ; ৫৬-সংখ্যক পাতায় লেখা মাত্র চারটি ছত্র, শেষ ছত্র 'আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে' গানের প্রথম চরণ ; ৫০-সংখ্যক পাতার সম্মুখীন পৃষ্ঠায় পূর্বোল্লিখিত কুড়ি ছত্রের রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত সংযোজন, যাহা পূর্বলিখিত এই অংশের পাণ্ডুলিপিতে নাই। ইহা ব্যতীত অনেকগুলি পাতায় সামান্য সংশোধন-সংযোজন, তাহার অনেকগুলি স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের, কতকগুলি অজ্ঞাত ব্যক্তির কৃত। ১৩-সংখ্যক পাতায় পেন্সিলে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে music লেখা থাকিলেও, পূর্ণাকারে লিখিত নাটকে (পা. ২৮৩ ক) এ স্থলে গানের কোনো নির্দেশ দেখা যায় না।

বলা বাহুল্য, ইহা রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত দুই প্রস্থ পাণ্ডুলিপির[৮] অনুলিপি মাত্র। শিশিরকুমার ভাদুড়ি অভিনয়ের আগ্রহাতিশয়ে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধন-পরিবর্তন করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে নাট্যরূপের যে প্রতিলিপি তাঁহাকে দিয়াছিলেন[৯] তাহার প্রথম তিনটি দৃশ্য প্রায় অবিকল এই খাতা ও ২৮৩ খ-এর ছিন্ন ছয় পাতা হইতে করা হইয়া থাকিবে— তুলনায় আলোচনা করিলে তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। এই খাতাটি শিশিরকুমারকে দিবার পূর্বে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ সমস্তটা আবার দেখিয়াছিলেন এবং/বা পর্যালোচনা করিয়াছিলেন, খাতায় কৃত তাঁহার ও অপর হস্তের সংশোধন এই অনুমানের সমর্থক।

পাণ্ডুলিপি এম. ৭৯॥ বস্তুত এই ফাইল-ভুক্ত, ২৬×২০ সেমি. মাপের, এক-পিঠ-রুল-টানা, ভালো বিলাতি প্যাডের ১১ খানি খোলা পাতায় যোগাযোগ উপন্যাসের রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যরূপের

সূচনা (প্রথম অঙ্কের একমাত্র দৃশ্য ও দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য)। ৭-সংখ্যক পাতায় প্রথম দৃশ্য শেষ হইয়াছে, তাহার পরপৃষ্ঠা সাদা ; অন্য পাতাগুলির দুই পিঠে লেখা। লেখা অধিকাংশ পাতায় পৃষ্ঠার বাম অর্ধাংশ জুড়িয়া, কেবল ৯ ও ১১ -সংখ্যক পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬, ১৮) অনেকটা পরিমাণ সংযোজন পৃষ্ঠার ডান দিকের শূন্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রথম নয়টি পৃষ্ঠা ও ১৩-সংখ্যক পৃষ্ঠা গাঢ় বাদামি রঙের কালিতে লেখা, অপর অংশ সবুজ কালিতে। প্রথম নয় পৃষ্ঠার কতক কতক সংশোধনে ও সংযোজনে পূর্বোল্লিখিত সবুজ কালির ব্যবহার দেখা যায়।

এম. ৩৫ ॥ ফাইলবদ্ধ এই অনুলিপি 'পরবর্তীকালের নকল মাত্র'।[১০] তিনটি ভিন্ন হাতের লেখায় কৃত এই নকলের প্রথম ১৭টি পাতা শুভময় ঘোষ-লিখিত বলিয়া অনুমিত ; তৎপরবর্তী ১২টি পাতার হস্তাক্ষর রবীন্দ্রভবনের কর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের।[১১] অবশিষ্ট অংশের হস্তাক্ষর উত্তরায়ণের পুরাতন কর্মী শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ঘোষের, এককালে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার যিনি প্রতিলিপিকার ছিলেন। বস্তুত এই পরবর্তী অংশই সর্বাগ্রে লিখিত। শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ঘোষ যে নাটকটি শুরু হইতে নকল করেন নাই তাহার কারণ সম্ভবত ইহাই যে, ওই প্রারম্ভিক অংশের (প্রথম তিন দৃশ্য) রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যতীত সুধীরচন্দ্র কর -কৃত নকলও রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে ছিল ; সেজন্য সুধীরচন্দ্র কর -কৃত নকলের পরবর্তী অংশই মাত্র তাঁহাকে নকল করিতে দেওয়া হইয়া থাকিবে। সুধীরচন্দ্র করের নকলে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের সংযোজন থাকায় তাহাকে আর নকলমাত্র বলা চলে না, এজন্য পরবর্তীকালে এই নকল-ফাইলটি স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে পূর্বাংশের নকল ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অনবধানবশত প্রায় দুই পৃষ্ঠার রচনা বাদ পড়িয়াছে।

পরবর্তীকালের নকলমাত্র হইলেও, রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে, বা তাহাদের সমাহারে, সম্পূর্ণ নাটকটি পাওয়া যায় না বলিয়া, ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট। বর্তমান সংকলনে নাটকটির মুদ্রণে ২৮৩ (ক) -সংখ্যক পাণ্ডুলিপির যে অংশ নিরুদ্দিষ্ট তাহা এই নকল হইতেই গৃহীত। শ্রীসুধীন্দ্রকুমার ঘোষ যে সময়ে এই নকল প্রস্তুত করেন তখন পা. ২৮৩ (ক) সম্পূর্ণ ছিল ইহা একরূপ নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। রবীন্দ্রসদন সংগঠিত হওয়ার পূর্বে, উত্তরায়ণ-পর্বে সংগৃহীত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির সুরক্ষার ব্যবস্থা যখন যথেষ্ট ছিল না, তখন পুস্তকাকারে অগ্রথিত পা. ২৮৩ (ক)-এর কতকগুলি পাতা হারাইয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল না। সৌভাগ্যের বিষয়, তাহার পূর্বেই নাটকটির নকল প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল।[১২]

পরিশেষে উল্লেখ করি, নাটকটির শেষ ভাগে (চতুর্থ অঙ্কে), কোনো কোনো স্থলে, দৃশ্য-বিভাগের অথবা যৎসামান্য নাট্যনির্দেশের অপেক্ষা দেখা যায়, নতুবা ঘটনার পারম্পর্য বুঝিতে বিঘ্ন ঘটে। এরূপ নির্দেশ অনেক স্থলে প্রকাশিত ও প্রচলিত যোগাযোগ উপন্যাস হইতেই সংগ্রহ করা চলে। উপন্যাস ও প্রস্তুত নাটক পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইলে দেখা যায়, যে অবস্থায় যে সংলাপ প্রথমটিতে ছিল, অনেক সময় ঠিক ঠিক তাহাই নাটকে গৃহীত হইয়াছে। ফলত, নাটকটির সংশোধন-পরিবর্তন দ্রুত নিষ্পন্ন হওয়ায় কতকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় পাণ্ডুলিপিতে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত হইতে পারে নাই, এবং মুদ্রিত না হওয়ায় তাহা পরে কবির গোচরেও আসে নাই, এরূপ অনুমান করা যায়। বর্তমান সংকলনে নাটকের স্থানে স্থানে সংযোজিত টীকায় এগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

১ দ্রষ্টব্য, শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব, "রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার : পূর্বানুবৃত্তি", রবীন্দ্রবীক্ষা ৩, পৃ ৫৩। এই নিবন্ধে এম. ৩৫-এর উল্লেখ না থাকিলেও, যোগাযোগ নাটকের পাঠ-সংকলনে ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট।

২ প্রথম ২৬ খানি পাতা রবীন্দ্রলিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে লিখিত, এজন্য তাহাতে সংশোধন প্রায় নাই। সংশোধিত ২৮টি পাতার মধ্যে দুটির (৩৬, ৪০) লেখা সম্পূর্ণ বর্জিত, চারটির লেখা সম্পূর্ণ বর্জিত হইলেও সম্মুখীন বাঁ দিকের সাদা পৃষ্ঠায় পুনর্লিখন বা সংযোজন (২৭, ২৯, ৩০, ৩১) ; তিনটিতে সংযোজন, সংযোজিত অংশ সম্মুখীন বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় (২২, ২৫, ৫১) ; আটটিতে যুগপৎ সংশোধন ও সংযোজন, সংযোজন সম্মুখীন বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় (২৮, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৪২, ৫০, ৫৩, ৫৪) ; বাকি এগারোটিতে অল্পবিস্তর সংশোধন (২, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫২)। পৃষ্ঠার নির্দেশ প্রাথমিক পত্রাঙ্ক অনুযায়ী।

৩ হস্তাক্ষর সম্ভবত সুধীরচন্দ্র করের।

৪ বর্তমান সংকলনের পৃ ৬৯ হইতে পৃ ৯৭ পর্যন্ত।

৫ এই কথা-কয়টি লিখিত আছে শেষের দুইটি পাতার নীচের দিকে অপর একটি (চতুর্থ) হস্তাক্ষরে।

৬ তিন জায়গায় পাতা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে দেখা যায়।

৭ পত্রাঙ্ক ৩০-এর পরেই পত্রাঙ্ক ৩৪ লিপি-প্রমাদ, নাটক অংশের পাতার সঠিক সংখ্যা ৫৩। ৫৬-সংখ্যক পাতার পরে ২২ খানি সাদা পাতা। তাহার পরের পাতার অপর পৃষ্ঠায় (খাতার শেষ পৃষ্ঠা) 'খাপছাড়া'র কবিতা—'ছিল সাহাবাজপুরে' (মাত্র ২ ছত্র) ও 'মহারাজা ভয়ে থাকে' (সম্পূর্ণ ৬ ছত্র)।

৮ ২৮৩-খ ও গুচ্ছ ৭৯। বক্ষ্যমাণ অনুলিপি সম্পূর্ণ নহে। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি ২৮৩ খ-এর শেষ ছয়টি পাতা ছিন্ন ও ক্লিপবদ্ধ অবস্থায় এই অনুলিপি-খাতায় সংলগ্ন ছিল মাত্র, লিখিত হয় নাই। শিশিরকুমার ভাদুড়ির তাগিদে নকল করার কাজ সমাধা করা যায় নাই, কবির সম্মতিতে শেষ ছয় পাতা পাণ্ডুলিপি হইতে ছিন্ন করিয়া নকল-খাতার সহিত শিশিরকুমারকে দেওয়া হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অমূলক না হইতে পারে। এই ছয়টি পাতা সুধীরচন্দ্র কর -কৃত খাতায় সংলগ্ন থাকার অন্য কারণ অনুমান করা শক্ত।

৯ পা. ২৮৩ ক।

১০ ফাইলের উপর পেন্সিলে এইরূপ লিখিত আছে।

১১ শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের লেখা যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পরে প্রায় দুই পৃষ্ঠার (পা. ২৮৩ ক অনুসারে) রচনা এই নকলে পাওয়া যায় না।

১২ নাট্যরূপ-প্রসঙ্গের আলোচনায় পূর্বে বলা হইয়াছে, পা. ২৮৩ (ক) বস্তুত হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ -কৃত নাট্যরূপের স্বল্প-পরিবর্তিত নকল। ২৮৩ (ক) পাণ্ডুলিপির এই নিরুদ্দিষ্ট অংশের পাঠের সহিত রবীন্দ্রনাথ-কৃত নাট্যাংশের পাঠের পার্থক্য এত বেশি যে, কার্যত তাহা পুনর্লিখন। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ২৮৩ (ক) পাণ্ডুলিপির লিখিত পাতাগুলি ব্যবহার না করিয়া, এই অংশ ভিন্ন কাগজে লিখিয়াছিলেন। হয়তো কাগজের আকারপ্রকার একরূপ না হওয়ায় নূতন-লিখিত অংশ এই খাতায় যুক্ত করা যায় নাই, এবং ২৮৩ (ক)-এর এই অনাবশ্যক পাতাগুলিও অহেতুক রক্ষিত হয় নাই। নকল করিবার কালে (পা. এম. ৩৫), বা পরে কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ-কৃত এই শেষাংশ স্থানচ্যুত হইয়া থাকিবে, যাহার সন্ধান এখনো মেলে নাই। মূল পাওয়া না গেলেও, এই অংশ যে নিঃসংশয়রূপে রবীন্দ্রনাথ-কৃত, সংলাপ ও নাট্যপরিণতি হইতে তাহা একরূপ নিশ্চিত বলা যায়।

টীকা

পাঠভেদ। অন্যান্য প্রসঙ্গ

যোগাযোগ নাটকের রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ-স্থিত পাণ্ডুলিপির চারটি মুখ্য ভাগ :

১ রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডু-সংখ্যা এম. ৭৯ ও ২৮৩(খ)। ইহার পরিসর বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা ১ হইতে পৃষ্ঠা ৩২ ছত্র ২৩ পর্যন্ত। বর্তমান আলোচনায় 'প্রথম পাণ্ডুলিপি' বলিয়া উক্ত ; টীকা অংশে (১) সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট।

২ সুধীরচন্দ্র কর-কৃত প্রতিলিপি, পাণ্ডুলিপি ২৮৩ (গ)। বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা ১ হইতে পৃষ্ঠা ২৯ ছত্র ২। বর্তমান আলোচনায় 'দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি'; টীকায় (২) দ্বারা নির্দিষ্ট।

৩ শিশিরকুমার ভাদুড়ির অভিনয়ের কপি, পাণ্ডুলিপি ২৮৩ (ক)। কতক অংশ (বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা ৬৯ হইতে পৃষ্ঠা ৯৭, মোট ২৯ পৃষ্ঠা) ব্যতীত সম্পূর্ণ নাটক। আলোচনায় 'তৃতীয় পাণ্ডুলিপি'; টীকায় উল্লেখ : (৩)।

৪ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রসদনে-কৃত প্রতিলিপি। বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা ২৯ ছত্র ১১ হইতে পৃষ্ঠা ৩১-এর শেষ ছত্র ব্যতীত, সম্পূর্ণ নাটক। এই আলোচনায় 'চতুর্থ পাণ্ডুলিপি' রূপে কথিত। এই নকল বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা ৬৯ হইতে পৃষ্ঠা ৯৭ পর্যন্ত অংশের একমাত্র মূল, সেজন্য প্রতিলিপি হইলেও ইহার মূল্য অপরিসীম। টীকায় উল্লেখ : (৪)।

উল্লিখিত চার পর্যায়ের পাণ্ডুলিপিতে পাঠভেদের কারণ নিম্নরূপ :

১ রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত 'প্রথম পাণ্ডুলিপি' হইতে নকল করিবার কালে 'দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি'তে কিছু ছাড়-প্রমাদ ঘটে, পরবর্তী নকলগুলিতেও সেগুলি অব্যাহত থাকে।

২ 'দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি'তে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে কতকগুলি সংশোধন-পরিবর্তন করেন, অপর 'অজ্ঞাত' হস্তেরও কিছু সংযোজন-সংশোধন দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ও রবীন্দ্র-অনুমোদিত বলিয়া অনুমিত এই সংশোধনগুলিও পরবর্তী নকলে (৩) গৃহীত হয়।

৩ 'তৃতীয় পাণ্ডুলিপি' আদ্যোপান্ত রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্তিত। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত ন্যাট্যাংশের অতিরিক্ত অংশে (অর্থাৎ, প্রথম তিনটি দৃশ্যের পরবর্তী অংশে) সংশোধন, পুনর্লিখন ও সংযোজন বিপুল ; স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপির অংশেও (প্রথম তিন দৃশ্য) নিজকৃত ও অপর 'অজ্ঞাত' হস্তের সংশোধন-পরিবর্তন বিদ্যমান। অজ্ঞাত হস্তের সংশোধন-পরিবর্তন (অ) দ্বারা চিহ্নিত।

৪ চতুর্থ পাণ্ডুলিপি বস্তুত সংশোধিত 'তৃতীয় পাণ্ডুলিপি'র হুবহু প্রতিলিপি। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ-কৃত বা অন্য হস্তের সংশোধন-পরিবর্তন নাই।

উপরিলিখিত চার পর্যায়ের পাণ্ডুলিপিতে লক্ষিত পাঠভেদ-পাঠপ্রমাদ, বর্তমান সংকলনের পৃষ্ঠা ও টীকা -সংখ্যা নির্দেশ করিয়া, অতঃপর তালিকাবদ্ধ হইল। 'বর্জিত' পাঠ সংকলিত হয় নাই, 'তোলা' পাঠও স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হইল না।

নাটকের পাণ্ডুলিপির অনেকটা অংশের প্রাথমিক খসড়া অপরের দ্বারা কৃত ও লিখিত (রবীন্দ্রনাথ আবশ্যক-মতো তাহাতে সংযোজন-সংশোধন করিয়াছেন) হওয়ায় সমগ্র নাটকে বানান ও যতিচিহ্নাদি নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে নাই। বর্তমান সংকলনে এ বিষয়ে বিশ্বভারতী-প্রচলিত রীতি অনুসৃত হইল। নাট্যচরিত্রের নামগুলি পাণ্ডুলিপিতে সর্বত্র সম্পূর্ণ নাই, অত্র সংকলনে পূর্ণনাম মুদ্রিত হইল।

পৃষ্ঠা।টীকা	গৃহীত পাঠ	ভিন্ন পাঠ। পাঠপ্রমাদ। মন্তব্য
৭।১	আর দেখছিস। (১)	কপি-ছাড়। (২)
৭।২	রে	সংযোজন। (৩)
৭।৩	রে বোন, পারি নে	সংযোজন। (৩)
৭।৪	কত ছোটো কিন্তু	সংযোজন। (৩)
৭।৫	নিতান্ত আপনার,	সংযোজন (অ)। (৩)
৭।৬	তোমার আশীর্বাদে	সংযোজন (অ)। (২), (৩)
৭।৭	তুমি	সংযোজন। (৩)
৭।৮	কী জানিস	সংযোজন। (৩)
৭।৯	ভালো। (১)	পরিবর্তন (ভ্রমাত্মক?): 'আরও'। (২) 'আজ'। (৩)
৮।১	আমার প্রাণের ঠাকুরকে	সংযোজন (অ)। (২), (৩)
৮।২	ছোড়দাদার। (১)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'ছোড়দার'। (২), (৩)
৮।৩	তার ভিত ভাঙতেই আজ। (১)	ছাড়। (২), (৩)
৯।১	চাটুজ্জে। (১)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : চাটুর্যে। (২)
৯।২	কী। (১)	ছাড়। (২), (৩)
১০।১	অনেক কাজ বাকি আছে	পরিবর্তন (অ)। (২), (৩) পূর্বপাঠ : 'মুগুর ভাঁজা হয় নি'। (১)
১০।২	তার। (১)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'তা'। (২)
১১।১	থালা থেকে চোখ বুজে নানা ফুলের মধ্যে। (১)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'নানা ফুলের থালা থেকে চোখ বুজে'। (২)
১১।২	এত। (১)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'এমন'। (২)
১১।৩	বসে ছিলেম। (১), (২)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'বসেছিলুম'। (৩)
১১।৪	করাতে। (১), (২)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'করতে'। (৩)
১১।৫	তুই। (১), (২)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'তুমি'। (৩)
১১।৬	পাঠিয়েছে কে এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। (১)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'পাঠিয়ে যে কে এসেছে দেখা করতে'। (২)
১২।১	আমাদের	সংযোজন। (২)
১৩।১	নিজেদের। (১)	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'নিজেকে'। (২)
১৩।২	মারের অস্ত্র	পরবর্তী শব্দ 'আছে' বর্জিত। (২)
১৩।৩	সে	সংযোজন। (২)
১৩।৪	ঘটকের	পরিবর্তন : 'ওর' স্থলে। (২)
১৩।৫	কান	সংযোজন। (২)
১৩।৬	তা	কপি-ছাড়। (২)
১৫।১	—	পাণ্ডুলিপিতে (১) নির্দেশ '২ অঙ্ক'। মুদ্রিত নির্দেশ পাণ্ডুলিপি (৩) অনুযায়ী।
১৫।২	কিন্তু	কপি-ছাড়। (২)

পৃষ্ঠা।টীকা	গৃহীত পাঠ	ভিন্ন পাঠ। পাঠপ্রমাদ। মন্তব্য
১৬।১	এখনো	সংযোজন। (২)
১৬।২	ওঁর	সংযোজন। (২)
১৬।৩	সীমানা	পরিবর্তন : 'সীমানার' স্থলে। (২)
১৭।১	চারটে	পরিবর্তন (অ) : 'চৌদ্দটা'। (২)
১৭।২	—	এই নির্দেশ অজ্ঞাত হস্তাক্ষরে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে।
১৭।৩	শেষের সে দিন ভয়ংকর	পরিবর্তন : 'সেদিন' স্থলে। (২)
১৭।৪	দেহের	পরিবর্তন : 'নিজের' স্থলে। (২)
১৮।১	কিচ্ছু	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'কিছু'। (২)
১৯।১	একলার	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'একার'। (২)
১৯।২	সেই	সংযোজন। (২)
১৯।৩	জাতে	পরিবর্তন : 'জাত' স্থলে। (২)
২১।১	—	'দ্বিতীয় দৃশ্য' এই পাঠ প্রথম-দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে নাই, তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে সংযোজিত।
২১।২	রানী [র] বয়েস বড়ো কম নয়, বোধ হয় পলাশির যুদ্ধের সময় জন্মেছিল।	পরিবর্তন (অ) : 'রানী ঢ্যাঙা কম নয়, আমাদের ভাইকে ওর কাছে মাথা হেঁট করতে হবে দেখছি' স্থলে। (২)
২১।৩	তপিস্যে	লিপি-প্রমাদ : 'তপস্যা'। (২)
২১।৪	তৃতীয়া	লিপিকর-কৃত পরিবর্তন : '১মা' স্থলে। (২)
২১।৫	ওলো	সংযোজন। (২)
২১।৬	দেখে নাও	সংযোজন। (২)
২১।৭	ঘরের সত্যি গিন্নি হয়ে, তাই মেকি গিন্নির	পরিবর্তন : 'ঘরের গিন্নি, ওঁর' স্থলে। (২)
২১।৮	খোশামোদ করে	সংযোজন। (২)
২১।৯	কুমুদিনী। ঠাকুর! কোথায় আমায় আনলে!	সংযোজন (অ)। (২)
২২।১	সম্পর্কে ছোটো	অন্তর্বর্তী 'অনেক' শব্দ বর্জিত। (২)
২২।২	না করে	পরিবর্তন : 'করে না' স্থলে। (২)
২২।৩	মনে	'মন' স্থলে লিপিকর-কৃত সংশোধন। (২)
২২।৪	ছিলুম	পরবর্তী 'তো' শব্দ বর্জিত। (২)
২২।৫	মধ্যে	অতঃপর সংযোজন (অ) : 'কোনো'। (২), (৩)
২৩।১	না	সংযোজন (অ)। (২)
২৩।২	বড়োঠাকুর	পরিবর্তন 'বট্ ঠাকুর'। (২)
২৩।৩	হাত	পরবর্তী 'খানি' বর্জিত। (২)
২৪।১	এই	'ই' বর্জন লিপি-প্রমাদ। (২)

[illegible]
রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের সংযোজন।

পৃষ্ঠা। টীকা	গৃহীত পাঠ	ভিন্ন পাঠ। পাঠপ্রমাদ। মন্তব্য
২৫।১	আমায় চিনতে পারছ না ভাই	সংযোজন। (২) 'আমায়' স্থলে 'আমাকে' লিপি-প্রমাদ। (৩)
২৫।২	হয়	কপি-ছাড়। (৩)
২৬।১	বেশি	পরবর্তী 'নয়' শব্দ রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রমাদ। (২)
২৬।২	চলো	পরিবর্তন : 'যাও' স্থলে। (২)
২৬।৩	ঠাকুরের	সংযোজন। (২)
২৬।৪	গাছতলাটা	সংযোজন : 'টা'। (২)
২৬।৫	পার	লিপিকর-কৃত সংযোজন। (২)
২৭।১	না	সংযোজন। (২)
২৭।২	মধুসূদন। বড়োবউ	সংযোজন (অ)। (২)
২৮।১	হয়	পরিবর্তন : 'হবে' স্থলে। (২)
২৮।২	রাজা	পূর্ববর্তী 'রঘুবংশে' বর্জিত। (২)
২৮।৩-৩		তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে সংযোজিত।
২৮।৪	ঘরটার মধ্যে যাও, আমি	পরিবর্তন : 'ঘরের মধ্যে যাও, আমি এই' স্থলে। (২)
২৯।১	আহা, আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে	পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ছত্র মাত্র। গীতবিতান-ধৃত পাঠ 'আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে'।

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির এখানে সমাপ্তি।

২৯।২	মধুর বসন্ত এসেছে	পাণ্ডুলিপিতে গানের এই অংশ মাত্র।
৩০।১	কিচ্ছু	লিপিকর-কৃত প্রমাদ : 'কিছু'। (৩)
৩০।২	পর্দাটা ফেলে	লিপিকর-কৃত পরিবর্তন : 'দরজা বন্ধ করে' স্থলে। (৩)
৩০।৩	এই	তদেব : 'ঐ' স্থলে। (৩)
৩০।৪	পর্দা ফেললে	লিপিকর-কৃত পরিবর্তন : 'বন্ধ করলে' স্থলে। (৩)
৩০।৫	তাই হোক, ফেলেই দিই	তদেব : 'তা হোক, বন্ধ করেই' স্থলে। (৩)
৩০।৬	সঙ্গে	লিপিকর-কৃত সংযোজন। (৩)
৩২।১	'তৃতীয় দৃশ্য'	তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে আরোপিত।
৩২।২	এত ভোর বেলায় আকাশে কার	লিপিকর-কৃত পরিবর্তন। 'ছি ছি, এত রাত্তিরে আকাশে কোন্ তারার' স্থলে। (৩)
৩২।৩	শোবে চলো	লিপিকর-কৃত সংযোজন। (৩)
৩২।৪	তাই	তদেব। (৩)
৩২।৫	চেনবার	লিপিকর-কৃত পরিবর্তন : 'চিনবার'। (৩)
৩২।৬	উপর	তদেব : 'উপরে'। (৩)
৩২।৭	কিন্তু আমরা	লিপিকর-কৃত সংযোজন। (৩)
৩২।৮	হতে	লিপিকর-কৃত পরিবর্তন : 'করতে' স্থলে। (৩)
৩২।৯	এমনি ক'রে দলন ক'রে	তদেব : 'দ'লে' স্থলে। (৩)
৩২।১০	তার	তদেব : 'এর' স্থলে। (৩)
৩২।১১	এ	তদেব : 'এই' স্থলে। (৩)

৩২ পৃষ্ঠার ২৩তম ছত্রের (পরে) আরো যে সাতটি ছত্র রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রথম পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়, তৃতীয় পাণ্ডুলিপি সংশোধনকালে তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। বর্জিত ছত্র ৭টি—

কুমু। এই তো গোপাল বেশে দেখা দিলেন তিনি— এসো, এসো, আমার কোলে / এসো; আমার বুক জুড়িয়ে বোসো। / মোতির মা। কাগজের মোড়কে ও তুই কী এনেছিস? দেখি। / মোতি। না না, তুমি দেখো না। / মোতির মা। কাউকে দিবি বুঝি? না ওটা নিজের জন্যেই। / মোতি। আমি জ্যাঠাইমাকে দেব। / মা। আচ্ছা দে, আমি মুখ ফিরিয়ে বসছি।

প্রথম পাণ্ডুলিপির এখানে সমাপ্তি। পরবর্তী অংশ পাওয়া যায় তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে (২৮৩-ক)— ইহা রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বহুশঃ পরিবর্তিত, সংশোধিত ও পুনর্লিখিত। তালিকার পরবর্তী সংযোজন-পরিবর্তন সবই রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তকৃত; নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বার বার তৃতীয় পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করা হইল না।

পৃষ্ঠা। টীকা	গৃহীত পাঠ	ভিন্ন পাঠ। পাঠপ্রমাদ। মন্তব্য
৩২।১২	—	পৃষ্ঠা ৩২ ছত্র ২৪ হইতে পৃষ্ঠা ৩৪ ছত্র ১৬ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তের পুনর্লিখন—'ক'। পাণ্ডুলিপির পৃ ৩০ সম্পূর্ণ বর্জিত।
৩৩।১	লজঞ্চুস	'এলাচদানা'। দ্রষ্টব্য, পৃ ৩৫ ছত্র ৩-৪। টীকা, ৩৫।১
৩৪।১	হাবলুর	পূর্বে উল্লেখ : 'মোতিলাল'।
৩৪।২	—	রবীন্দ্রনাথের পুনর্লিখন 'ক' সমাপ্ত।
৩৪।৩	না	সংযোজন।
৩৪।৪-৫	—	সংযোজন।
৩৪।৬-৭	—	সংযোজন।
৩৫।১	এলাচদা	পূর্বে উল্লেখ : 'লজঞ্চুস'। দ্র. পৃ ৩৩ ছত্র ২৪। টীকা ৩৩।১
৩৫।২	—	রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পুনর্লিখিত 'খ' অংশের সূচনা। পৃ ৪১, ছত্র ১০ অবধি এর ব্যাপ্তি। পাণ্ডুলিপির পৃ ৩৪, ৩৬ ও ৩৮ সম্পূর্ণ এবং পৃ ৩১ ও ৪০ অংশত বর্জিত।
৩৫।৩	সেই এলাচদানার—	এলাচদানা-প্রসঙ্গ বর্তমান দৃশ্যেরই ব্যাপার, তাই 'সেই' শব্দ নিরর্থক মনে হয়। তৃতীয় পাণ্ডুলিপির খসড়ায় এই অংশে আরো পাঠ ছিল, তখন 'সেই' শব্দটি অর্থবহ ছিল।
৩৭।১	[কুমুদিনী নিরুত্তর]	বর্তমান সংকলনে সন্নিবিষ্ট। দ্র. 'যোগাযোগ' উপন্যাস (১৩৭৭ মুদ্রণ), পৃষ্ঠা ৯৪ ছত্র ৮।
৩৮।১	মেজোবউ	হিসাব-মতে শ্যামাসুন্দরী বড়োবউ, কুমুদিনী মেজোবউ, আর মোতির মা ছোটোবউ। শ্যামাসুন্দরী সর্বত্র নিজ নামে উল্লিখিত, কুমুদিনী বড়োবউ আর মোতির মা মেজোবউ রূপে। কুমুদিনীর উক্তিতে মোতির মা ছোটোবউ।

পৃষ্ঠা। টীকা	গৃহীত পাঠ	ভিন্ন পাঠ। পাঠপ্রমাদ। মন্তব্য
৪০।১	গো	'গে' অথবা 'তো' স্থলে রবীন্দ্রনাথ-কৃত লিপিপ্রমাদ?
৪১।১		—পুনর্লিখন 'খ' এখানে সমাপ্ত। দ্র. পূর্ববর্তী টীকা, ৩৫।২
৪১।২	[চেয়ে]	বর্তমান সংকলনে সংযোজিত। দ্র. উপন্যাস (১৩৭৭ মুদ্রণ), পৃষ্ঠা ১৬৫, ছত্র ১৭।
৪২।১-১, ২-২, ৩		কবিকৃত সংশোধন ও সংযোজন।
৪২।৪, ৫	বাইরে, তাঁকে	অনবধান-জনিত ভ্রান্ত পাঠ : 'বাহিরে', 'তাকে'।
৪৩।১-১		পাণ্ডুলিপির (৩) বর্জিত ১২টি ছত্রের (পাণ্ডু. পৃ ৪৩-৪৪) পরিবর্তে কবি-কর্তৃক পুনর্লিখিত পাঠ।
৪৩।২-২		কবি-কর্তৃক সংযোজিত। ইহার পূর্ববর্তী ৪ ছত্র ও পরবর্তী পূর্ণ পৃষ্ঠা (পাণ্ডু. পৃ ৪৫), মোট ৩৪ ছত্র বর্জিত।
৪৪।১		পাণ্ডুলিপিতে (৩) 'চতুর্থ দৃশ্য/বাউলের গীত' এইরূপ লিখিত। গানটি বর্তমান সংকলনে গীতবিতান হইতে সন্নিবিষ্ট। দ্র. পূর্ববর্তী আলোচনা—'যোগাযোগ নাটকের গান'। উল্লেখযোগ্য যে, 'চতুর্থ দৃশ্য' লিখিত থাকিলেও, কার্যত ইহা পঞ্চম দৃশ্য; পরিমার্জনকালে তৃতীয় দৃশ্যের পরে 'পরের দৃশ্য' নামে নূতন একটি দৃশ্য রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে।
৪৫।১-১, ২, ৩-৩		কবিকৃত সংশোধন ও পরিবর্তন। পাণ্ডুলিপির (৩) পাঁচটি ছত্র বর্জিত (পাণ্ডু. পৃ ৪৭)।
৪৬।১-১		কবিকৃত সংযোজন। এই স্থলে পাণ্ডুলিপির (৩) পৃ. ৪৮-এর অর্ধাংশের অধিক (২১ ছত্র) ও পৃ ৫০ সম্পূর্ণ (১৪ ছত্র) বর্জিত।
৪৬।২		পাণ্ডুলিপি (৩)-এ রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে উল্লেখ : 'গান/ চৈতালি থেকে'। 'চৈতালি'র যে গান এখানে প্রাসঙ্গিক তাহা বর্তমান সংকলনে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে মুদ্রিত হইল। দ্রষ্টব্য,—'যোগাযোগ নাটকের গান'।
৪৮।১		সূচনায় পাণ্ডুলিপির (৩) ৮ ছত্র (পাণ্ডু পৃ ৫১) বর্জিত।
৪৮।২		এখান থেকে পৃ ৫০, ছত্র ৪ অবধি কবিকৃত সংযোজন পাণ্ডুলিপির (৩) পূর্ণ এক পৃষ্ঠা—(পাণ্ডু. পৃ ৫৩)। পাণ্ডু. পৃ ৫২-এর ১২ ছত্র বর্জিত।
৪৮।৩		পাণ্ডুলিপির পাঠ (৩) : 'কুমুদিনী'। কবিকৃত লিপিপ্রমাদ।
৪৮।৪		পাণ্ডুলিপির পাঠ (৩) : 'কোথাও'। কবিকৃত প্রমাদ।
৪৮।৫		পাণ্ডুলিপির পাঠ (৩) : 'আমি আমি'। কবিকৃত প্রমাদ।
৪৯।১		পাণ্ডুলিপিতে (৩) রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত এই অংশে নির্দেশটি নাই।
৫০।১		কবির স্বহস্তলিখিত সংযোজনের সমাপ্তি। দ্র. টীকা ৪৮।২।
৫০।২-২, ৩-৩, ৪-৪, ৫		কবিকৃত সংযোজন।
৫০।৬		হীরেন ভঞ্জ-কৃত নাট্যরূপে দৃষ্ট : 'তা'। দ্র. পূর্ববর্তী 'নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ'।
৫১।১		পাণ্ডুলিপিতে (৩) 'উঠেছেন'। হীরেন ভঞ্জ-কৃত নাট্যরূপে : 'উঠছেন'। দ্র. 'নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ'।

পৃষ্ঠা। টীকা	ভিন্ন পাঠ। পাঠপ্রমাদ। মন্তব্য
৫১।২	অতঃপর পাণ্ডুলিপির (৩) ১১ ছত্র বর্জিত। (পাণ্ডু. পৃ ৫৪-৫৫)।
৫১।৩	পূর্ববর্তী ১১ ছত্র বর্জিত হওয়ায় নাম বাদ পড়িয়াছে।
৫৪।১-১	কবিকৃত সংযোজন।
৫৪।২	অতঃপর কবি-কর্তৃক ১৩ ছত্র বর্জিত (পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ ৫৮) ও 'নবীন স্তম্ভিত' স্থলে 'প্রস্থান' কথাটি লিখিত।
৫৫।১	নূতন সংযোজিত সম্পূর্ণ দৃশ্য, রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত পূর্ণ পাঁচ পৃষ্ঠা। পাণ্ডুলিপির (৩) প্রাথমিক অঙ্কপাত অনুসারে ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠার মধ্যে সন্নিবিষ্ট। পাণ্ডুলিপির বর্তমান পৃষ্ঠাঙ্ক অনুযায়ী পৃ ৫৯-৬৩। দ্র. পূর্ববর্তী 'পাণ্ডুলিপি-বিবরণ'।
৫৭।১	রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত এই অংশের (পাণ্ডু. পৃ ৬১) প্রাথমিক পাঠে 'বৈঠকখানা'র উল্লেখ ছিল ; পাঠ-সংশোধনকালে তাহা বর্জিত হয়, কিন্তু 'সেখানে' শব্দটি থাকিয়া গিয়াছে। বর্জিত অংশ : "নবীন। আমি তাকে আনিয়েছি, বৈঠকখানায় / বসিয়ে রেখেছি। একবার বাইরে এসে তাকে পরীক্ষা / করে দেখেই নাও-না। / মধু। না না, বাইরে নয়— সেখানে সব লোকজন / যাওয়া-আসা করছে। তুমি"।
৫৯।১	নূতন-লিখিত দৃশ্যের এখানে সমাপ্তি। দ্র. টীকা ৫৫।১
৬০।১	দৃশ্যসূচনায় ১১ ছত্র বর্জিত (পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ ৬৪)।
৬০।২-৪	কবিকৃত সংযোজন। পাণ্ডুলিপি (৩), পৃ ৬৫।
৬০।৩	দ্রষ্টব্য: 'যোগাযোগ নাটকের গান'।
৬০।৪	দ্রষ্টব্য, পূর্ববর্তী টীকা ৬০।২-৪।
৬০।৫-৫, ৬-৬	কবিকৃত পাঠ-পরিবর্তন।
৬১।১	অতঃপর ৮ ছত্র বর্জিত। পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ ৬৬।
৬২।১	বন্ধনীভুক্ত অংশ পাণ্ডুলিপিতে নাই।
৬২।২-২	কবিকৃত সংযোজন। পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ ৬৮।
৬৩।১-৬৪।১	কবিকৃত সংযোজন। পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ ৭০ (পূর্ণ পৃষ্ঠা)।
৬৩।২	পাণ্ডুলিপিতে নাই। কবিকৃত প্রমাদ।
৬৪।১	দ্রষ্টব্য, টীকা ৬৩।১-৬৪।১।
৬৪।২	পাণ্ডুলিপিতে 'অপরাধ'। লিপিকর-কৃত প্রমাদ।
৬৫।১-১	কবিকৃত সংযোজন। পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ. ৭১।
৬৫।২-৬৬।২	কবিকৃত পুনর্লিখন। পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ ৭২। পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ ৭৩ প্রায় সম্পূর্ণ বর্জিত।
৬৫।৩	'না' বাদ পড়া কবিকৃত লিপিপ্রমাদ।
৬৬।১	'বিছানায়' স্থলে 'বিছানা'। কবিকৃত লিপিপ্রমাদ।
৬৬।২	দ্রষ্টব্য, পূর্ববর্তী টীকা ৬৫।২-৬৬।২।
৬৬।৩-৩	কবিকৃত সংযোজন।
৬৬।৪-৪	কবিকৃত পাঠ-পরিবর্তন। পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ ৭৪।
৬৬।৫-৬৮।২	কবিকৃত সংযোজন। পাণ্ডুলিপি ৩, পৃ ৭৪ পূর্ণ পৃষ্ঠা এবং পৃ ৭৫-এ ৫ ছত্র।
৬৭।১	'তুমিই'/'টানি'। গীতবিতান তথা স্বরবিতান-ধৃত পাঠ 'তুমি'/'আনি'।

পৃষ্ঠা। টীকা	ভিন্ন পাঠ। পাঠপ্রমাদ। মন্তব্য
৬৮।১	'লব'।—গীতবিতান তথা স্বরবিতান -ধৃত পাঠ 'নেব'।
৬৯।১	অঙ্ক ও দৃশ্য-নির্দেশ পাণ্ডুলিপিতে নাই। পৃ. ৬৯-এর সূচনা হইতে পৃ. ৯৭-এর শেষ পর্যন্ত (২৯ পৃ.) অংশের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত বা সংশোধিত কোনো পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে নাই ; পরবর্তীকালে কৃত প্রতিলিপি (৪) একমাত্র অবলম্বন। হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ-কৃত নাট্যরূপে তথা শ্রীঅশোক ভাদুড়ির কপিতে এখানে চতুর্থ অঙ্কের সূচনা। দ্রষ্টব্য, 'নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ' ও 'পাণ্ডুলিপি-বিবরণ'।
৭১।১, ৭১।২	নাট্যনির্দেশ পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই।
৭২।১	পাণ্ডুলিপির পাঠ : 'মধুসূদনের'।
৭২।২	পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে অতঃপর নাট্যনির্দেশ : 'কালু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল' ; অথচ পরক্ষণেই তাহার উপস্থিতি দেখা যায়। এজন্য নাট্যনির্দেশ বর্জিত।
৭৩।১	এখানে কুমুদিনী ও কালু দুজনের 'প্রস্থান' প্রয়োজন।
৭৩।২, ৭৩।৩	নাট্যনির্দেশ পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই।
৭৭।১, ৭৭।২	পাণ্ডুলিপিতে (৪) দৃশ্যবিভাগ নাই, বর্তমান সংকলনে সংযোজিত। কেননা, দৃশ্যান্তরের ছেদ ব্যতীত পরবর্তী ৮১ পৃষ্ঠা -ধৃত কুমুদিনীর ছবির প্রসঙ্গ ও অন্যান্য ঘটনা-পরম্পরায় সংগতি রক্ষা হয় না। দৃশ্যে উপস্থিত নাট্যচরিত্রের উল্লেখও পাণ্ডুলিপিতে নাই।
৭৮।১-১,৭৯।১-১	এই দুইটি নাট্যনির্দেশের প্রথমটি পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই। কিন্তু ইহার অভাবে দ্বিতীয় (৭৯।১-১) নির্দেশ আকস্মিক ও অর্থহীন হয়। দ্রষ্টব্য, 'যোগাযোগ' উপন্যাস (১৩৭৭), পৃ. ২৫৩, ছত্র ৬ (নীচে হইতে)।
৮০।১	পাণ্ডুলিপিতে (৪) ইহার পরে নাট্যনির্দেশ : 'মোতির মার প্রবেশ'। কিন্তু মোতির মা দৃশ্যে বর্তমান, তাহার প্রস্থানের অবকাশ ঘটে নাই ; সেজন্য নাট্যনির্দেশটি বর্জিত।
৮১।১	পাণ্ডুলিপিতে (৪) ইহার পূর্বে ছিল : 'সাড়ে ন-টাকা দামের'। উপন্যাসে (স্বতন্ত্র মুদ্রণ, ১৩৭৭) যথাস্থানে দুইবার 'সাড়ে ন-টাকা'র উল্লেখ থাকিলেও (পৃ ২৫৮, ছত্র ১৪ ও পৃ ২৫৯, ছত্র ১) নাটকে প্রথম স্থলে উল্লেখ : 'তেরো টাকা' 'সাড়ে ন-টাকা' বর্তমান স্থলে আকস্মিক ও অর্থহীন বোধ হওয়ায় বর্জিত।
৮৩।১	পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই।
৮৪।১, ৮৪।২	বস্তুত মোতির মার ও নবীনের কথোপকথনের বাকি অংশ সমস্তটাই 'জনান্তিকে'।
৮৬।১, ৮৬।৩	নাট্যনির্দেশ পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই।
৮৯।১	নাট্যনির্দেশ পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই। দ্র. যোগাযোগ উপন্যাস (১৩৭৭), পৃ ২৭২, ছত্র ৩।
৮৯।২, ৮৯।৩, ৯১।১	নাট্যনির্দেশ পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই।
৯৩।১	পাণ্ডুলিপিতে (৪) দৃশ্যসূচনায় নাট্যচরিত্রের নাম নাই।
৯৪।১	বন্ধনীভুক্ত অংশ পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই।
৯৪।২	নাট্যনির্দেশ পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই।

পৃষ্ঠা। টীকা	ভিন্ন পাঠ। পাঠপ্রমাদ। মন্তব্য
৯৪।৩	পাণ্ডুলিপিতে এ স্থলে আছে 'জনান্তিকে'। কিন্তু কালুর উক্তি কুমুদিনীর প্রতি, 'জনান্তিকে' নয়।
৯৫।১	অতঃপর পাণ্ডুলিপিতে (৪) অতিরিক্ত পাঠ : "রাগ করে তিনি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন। তখনই হাতের আংটি খুলে দূতকে বকশিশ দিলেন। বুঝেছেন এতদিনে হল তাঁর জিত। তিনি বোধ হয় একটু হাওয়া খেয়েই এখনই ফিরে আসছেন।" উদ্‌ধৃত অংশে যে ঘটনা বর্ণিত তাহা অবশ্যই মধুসূদনের গৃহের ব্যাপার, মোতির মার জানিবার কথা নয়। কেননা, নবীন একটু আগেই এ দৃশ্যে ছিল, তাহার পক্ষে মধুসূদনের গৃহে গিয়া কুমুর সন্তান-সম্ভাবনার কথা জানানো এবং মধুসূদনের প্রতিক্রিয়া বিপ্রদাসের গৃহে ফিরিয়া পুনরায় মোতির মাকে বলা সম্ভব বোধ হয় না। অতএব বর্তমান সংকলনে এই অংশ বর্জিত।
৯৬।১, ৯৬।২	দৃশ্যান্তরের নির্দেশ এবং দৃশ্যে উপস্থিত পাত্রের উল্লেখ পাণ্ডুলিপিতে (৪) নাই।
৯৮।১	এই দৃশ্য ('সব শেষের দৃশ্য', পাণ্ডুলিপি ৩), রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত।
৯৮।২	পাণ্ডুলিপিতে (৪) পাত্রপাত্রীর নামের উল্লেখ নাই।
৯৮।৩	'অন্ধ' রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন।
৯৮।৪-৪, ৫-৫	রবীন্দ্রনাথ-কৃত পাঠ-পরিবর্তন।
৯৮।৬-৬	রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন।

স্বীকৃতি

যোগাযোগ নাটকের পাঠ-সংকলনে যে-সকল ব্যক্তির আনুকূল্য লাভ করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রয়াত পুলিনবিহারী সেন। তিনি কর্মপ্রবর্তনার স্বাভাবিক আগ্রহে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রকৃতিগত উদারতায় অসুস্থ শরীরে স্বয়ং উদ্‌যোগী হইয়া অমল মিত্র মহাশয়ের সহিত আমার সংযোগ সাধন করাইয়া এবং তথ্যানুসন্ধান-পর্বে সকল স্তরে নানাভাবে পরামর্শ দিয়া সহযোগিতা করিয়াছেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ির পুত্র শ্রীঅশোক ভাদুড়ির কাছ হইতে অভিনয়ের কপি সংগ্রহে অমল মিত্র ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনির্মল মিত্রের সহায়তার কথা এবং নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ রচনায় অমল মিত্র মহাশয় -প্রণীত 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার' গ্রন্থের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

হীরেন্দ্রনাথ ভঞ্জের ঠিকানা ইত্যাদি দিয়া তদীয় পুত্র শ্রীকমলকুমার ভঞ্জের সহিত সংযোগ-স্থাপনে সহায়তা করিয়াছেন প্রয়াত বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; তাহার ফলে শ্রীকমলকুমার ভঞ্জের কাছ হইতে নাট্যরূপের প্রতিলিপি ও যোগাযোগ নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে যে-সকল তথ্য সংগৃহীত হয় তাহার দ্বারা বর্তমান সংকলন সমৃদ্ধ হইয়াছে।

রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের তদানীন্তন সহকারী অধ্যক্ষ প্রয়াত কানাই সামন্ত পাণ্ডুলিপি-বিবরণের সংকলনে ও রবীন্দ্রভবনের প্রবীণ কর্মী প্রয়াত শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নাটকের পাঠ-নির্ধারণে যে-সকল উপদেশ ও পরামর্শ দিয়াছেন, এবং যোগাযোগ নাটকের গান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত -বিশেষজ্ঞ শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের সহিত আলোচনার যে সুযোগ পাইয়াছি— সে কথাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

গ্রন্থপ্রকাশপর্বে শ্রীশঙ্খ ঘোষ মহাশয়ের মূল্যবান পরামর্শ এবং মুদ্রণশুদ্ধি ও গ্রন্থসৌষ্ঠব বিষয়ে শ্রীসুবিমল লাহিড়ীর সহায়তার কথা এই উপলক্ষে কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখযোগ্য।

জগদিন্দ্র ভৌমিক